❋ সর্বশেষ শহর সংস্করণ ❋

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

আনন্দ বাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

ESTD 1878 REGD NO C 1080

৫০ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা

মঙ্গলবার, ১৩ বৈশাখ, ১৩৭৮ (৭ বৈশাখ, ১৮৯৩ শক) Tuesday, April 27, 1971

মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

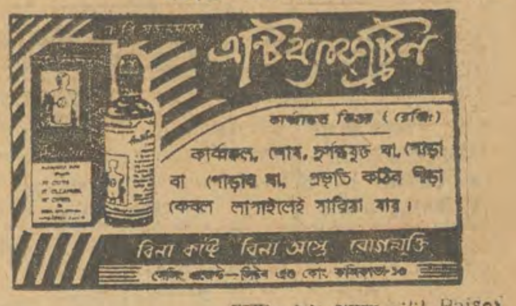

অনুমতিছাড়া কোন পাকিস্তানী ভারত ছাড়তে পারবে না

ঢাকা কলকাতা দুই দূতাবাস বন্ধ : দুই রাষ্ট্রের সম্পর্কের আরও অবনতি

ভারত আর পাকিস্তানের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন না হোক, চরম অবস্থায় উপনীত। ঢাকায় ভারতের, আর কলকাতায় পাকিস্তানের নিজ নিজ দূতাবাস সোমবার দ্বিপ্রহরের আগেই বন্ধ হয়ে যাবে, ঠিকই ছিল। বন্ধ হয়েছেও। কিন্তু ইসলামাবাদ তার আগে আরও একটু নষ্টামি এই প্রস্থানপর্বের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ওরা চায়, ঢাকার ভারতীয় কূটনৈতিকদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের শর্ত : কলকাতায় পাক দূতাবাসে নিয়োজিত সমস্ত কর্মীকে প্রত্যর্পণ করতে হবে। তার অর্থ হোসেন আলি সমেত সমস্ত কূটনৈতিক কর্মীদের,—যাঁরা ইতিপূর্বেই 'বাংলাদেশের' প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছেন,—করাচি বা ইসলামাবাদের হাতে সমর্পণ করতে হবে। দুই দেশের মধ্যে যে কূটনৈতিক সংগ্রাম শুরু হয়েছে, তার জটিলতা আরও বাড়ল।

পিনডির আবদারের জবাবে সোমবার ভারত পত্রপাঠ জানিয়ে দিয়েছে যে, কোন পাকিস্তানী বিশেষ অনুমতি ছাড়া ভারত ত্যাগ করতে পারবে না। হুকুমের আওতায় কলকাতা/পাক দূতাবাদের পিনডির "চরেরাও" পড়েছে। এই আদেশ দিল্লি এবং বোমবাইয়ের পাক দূতাবাসের কর্মচারিবৃন্দ তাদের পরিবার ও গৃহ-ভৃত্যদের প্রতি প্রযোগ্য। হুকুম কার্যকর হল এইদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে।

আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা নয়াদিল্লি থেকে জানাচ্ছেন :

আজ এখানে পাক-হাইকমিশনারের হাতে একটি নোট দিয়ে জানানো হয়েছে, পাক দূতাবাসের যে কাউকে ভারত ত্যাগ করতে হলে আগে থেকে ভারত সরকারের অনুমতি নিতে হবে। "ইসলামাবাদ, করাচি ও ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাসের কর্মীদের নিরপত্তা ও দু-দেশের দূতাবাসের কর্মীদের মধ্যে পরিবর্ত-বিনিময় ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতেই এই নতুন ব্যবস্থা নিতে হয়েছে।"

সম্প্রতি ঢাকার ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারের স্ত্রী শ্রীমতী সেনগুপ্ত ও ভারতীয় মিশনের কূটনৈতিক বার্তা-বহকে ঢাকা ও করাচিতে নিদারুণ ভাবে হয়রান করা হয়, বলেই ভারত এই নতুন ব্যবস্থা নিয়েছে।

ভারতীয় নোটে বলা হয়েছে, "ঢাকার ভারতীয় মিশনের কর্মচারিবৃন্দ (প্রায় ৯০ জন), তাঁদের পরিবারবর্গ ও গৃহভৃত্যদের ভারতে চলে আসার ব্যবস্থা যেমন হবে—তারই পরি-প্রেক্ষিতে কলকাতার পাক মিশনের কর্মচারিদের ভারত ত্যাগের ব্যাপারটিও তেমনি আলাদাভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে।"

আজ এখানকার পাক হাইকমিশন নতুন একটি নোট দেওয়ার মুখে মুখে ভারতের পক্ষ থেকে নতুন করে ওই সব নির্দেশ দেওয়া হয়।

নতুন পাক নোটে দাবি করা হয়েছে—

(১) কলকাতায় পাক ডেপুটি হাই কমিশনের সব অফিসার ও অন্যান্য লোকজন সমেত কর্মচারীদের সবাইকে পাকিস্তানে ফেরৎ পাঠাতে হবে;

(২) তাহলেই পরিবর্ত-বিনিময় নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করে ঢাকার ভারতীয় কর্মচারীদের নিরাপদে প্রত্যাবর্তন ও তাঁদের ঢাকার অফিস-বাড়ির নিরাপত্তা, নথিপত্র এবং অন্যান্য কাগজপত্র অক্ষত অবস্থায় ফেরত দেবার ব্যবস্থা করা হবে।

ঢাকা ও কলকাতায় দু' দেশের মিশন বন্ধ করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কূটনৈতিক স্তরে উত্তেজক অবস্থার প্রথম পর্যায়ের অবসান ঘটল। এখন শুরু হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়—দূতাবাস কর্মীদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো এবং নথিপত্র ইত্যাদি যার যার দেশে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা। এইসব ব্যাপার নিয়ে দুই তরফের মধ্যে আলোচনা চলছে।

পাকিস্তান কি ঢাকায় ভারতীয় কর্মীদের প্রতিভূ হিসাবে আটক রাখবে —এখানে ইতিমধ্যেই এরকম জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে। আজ এখানকার সরকারী মহল এই আশা করেন, পাকিস্তান এব্যাপারে আরও বিচক্ষণ হবে।

আজকের পাকিস্তানী নোটে ওঁদের কলকাতার মিশনের "সব অফিসার ও কর্মচারদের" ফেরত পাঠাতে বলা হয়েছে। 'সব' বলতে প্রাক্তন ডেপুটি

পঞ্চম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমে দ্রষ্টব্য

আশ্রয়প্রাপ্ত দুই কূটনীতিক সম্পর্কে অভিযোগে আপত্তি

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল—দিল্লিতে প্রাক্তন দুজন কূটনীতিক শ্রী কে এম সাহাবুদ্দীন ও শ্রীআমজুদল হক, যাঁরা ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন বলে পাকিস্তান এক অভিযোগ করে।

ভারত এই অভিযোগে আপত্তি করেছে। বহির্বিষয়ক মন্ত্রণালয় পাকিস্তান হাই কমিশনে এক নোট পাঠিয়ে বলেছেন, এই দুই ভদ্রলোকই নিজস্ব ইচ্ছানুসারে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে তাঁরা কী করেছেন ও কেন করেছেন তার বিবরণ দিয়েছেন।

পাকিস্তান গত ২১ এপ্রিল ওই অভিযোগ করে বহির্বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে নোট পাঠিয়েছিল। এই নোটেই পাকিস্তান হাই কমিশন কূটনীতিক দুজনের সঙ্গে দেখা করার জন্য ভারত সরকারের অনুমতি চেয়েছিল।

—ইউ এন আই

দূতজায়ার প্রতি অশালীন আচরণ

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল—ঢাকার ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার শ্রী কে সি সেনগুপ্তের স্ত্রী মতী সেনগুপ্ত এবং পাকিস্তানে ভারতীয় হাই কমিশনের কূটনৈতিক বার্তাবহের প্রতি করাচিতে পাক অফিসারবর্গের আচরণকে ভারতের বহির্বিষয়ক মন্ত্রক 'অশালীন' বলে অভিহিত করেছেন।

ঢাকা থেকে করাচি এবং পরে করাচি থেকে দিল্লিতে শ্রীমতী সেনগুপ্ত যাতে যেতে না পারেন—সেজন্য তাঁকে বার বার বাধা দেওয়া হয়।

আজ এখানে পাক হাই কমিশনারকে এ ব্যাপারে একটি নোট দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, বহির্বিষয়ক মন্ত্রক 'এই ঘটনায় গভীর-ভাবে উদ্বিগ্ন এবং ব্যাপারটিকে অত্যন্ত গুরুতর বলে মনে করেন।'

নোটের বিবরণ অনুযায়ী ঘটনা ঘটেছিল এ রকম :

২১ এপ্রিল। করাচি বিমানবন্দর : পুলিশ ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ শ্রীমতী সেনগুপ্তর সঙ্গে অত্যন্ত আপত্তিকর ব্যবহার করে। করাচি থেকে দিল্লি রওনা হবেন বলে তিনি বিমানবন্দরের ভিতরেই সবে বাসে উঠেছেন—সোজা বিমানে গিয়ে উঠবেন। হঠাৎ কয়েকজন পুলিশ অফিসার এসে শ্রীমতী সেনগুপ্তকে বাস থেকে নামতে বললেন। কার্যত অত্যন্ত অপমানকরভাবে অন্য যাত্রীদের সবার সামনে তাঁকে বাস থেকে নামিয়ে নেওয়া হয়।

শ্রীমতী সেনগুপ্তকে করাচি বিমানবন্দরের টারমিনাল ভবনে ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়। বাস থেকে তাঁর জিনিসপত্র জোর করে নামানো হয়। তারপরই তাঁকে জানানো হয়, তিনি যেতে পারবেন না। তখন করাচিতে ভারতের

পঞ্চম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে দ্রষ্টব্য

নারায়ণগঞ্জ রোডে ফতুল্লায় বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত একটি বাড়ি।
—নিজস্ব-চিত্র

গানবোট থেকে গোলা ছুড়তে ছুড়তে

পাক ফৌজ বরিশালের দিকে এগোচ্ছে

আজ (সোমবার) রাতে পাক সেনারা গানবোটে করে মধুমতী নদীর দু'পাশের গ্রামগুলির উপর গোলাবর্ষণ করতে করতে বরিশাল শহরের দিকে এগোছে। অসমর্থিত সংবাদে বলা হয়েছে, ওই নদী দিয়ে তারা বরিশাল শহরে ঢুকে পড়েছে। পাক ফৌজ নদীর দুই তীরের গ্রামগুলিকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। ওদিকে মুক্তি ফৌজ শ্রীহট্টের শেরপুর ফেরিঘাটটি দখলের জন্য পাক বিমান ও স্থলবাহিনীর মিলিত আক্রমণ আজও বীরত্বের সঙ্গে প্রতিহত করেন। মুক্তি ফৌজের দুর্জয় সংকল্পের কাছে আজ নিয়ে চারদিন তাদের শ্রীহট্ট থেকে এগুবার চেষ্টা ব্যর্থ হল।

সীমান্তের ওপার থেকে পাওয়া খবরে জানা যায় যে, শ্রীহট্ট ও আখাউরের মধ্যে কুশিয়ারা নদীর উপর শেরপুর ফেরিঘাটটিই একমাত্র যোগসূত্র। ফেরিঘাটে মুক্তিফৌজের উপর পাক বিমান বাহিনীর বোমাবর্ষণ সত্ত্বেও পাক ফৌজ একটুও এগোতে পারেনি। মুক্তিফৌজের বাধায় তাদের এগোবার চেষ্টা বার বার প্রতিহত হচ্ছে।

শ্রীহট্ট শহরের ১৩ কিলো মিটার পূর্বে গোপালগঞ্জে পাক বিমানের বোমায় মুক্তিফৌজের ৪জন আহত হন। এখানেই মুক্তিফৌজের গেরিলা বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে ২২জন পাক সৈন্য খতম হয়।

মুক্তিফৌজের সূত্রে জানা যায় তিতাসের তীরে গেরিলা যুদ্ধে মুক্তিফৌজ ৫০জন দখলদার সেনাকে খতম করেন। খুলনা বেতার কেন্দ্রটিও আজ মুক্তিফৌজের গেরিলা বাহিনী আক্রমণ করেন।

পাক বাহিনীর গান বোটগুলি বঙ্গোপসাগর থেকে মধুমতী নদী দিয়ে বরিশাল জেলায় ঢোকে। সারা জেলা জুড়ে মধুমতীর অসংখ্য শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে আছে। এতদিন এই গুরুত্বপূর্ণ জেলাটিতে যুদ্ধের আঁচ লাগেনি।

কালিয়াগঞ্জ থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, সোমবার বিকাল ৪টায় মুক্তিফৌজ পাক বাহিনীর হাত থেকে পাকুরিয়া সীমান্ত ঘাটিটি ছিনিয়ে নেন। পাক বাহিনী বিরদলে সরে যায়। এখানে ৫জন পাক সেনা নিহত হয়েছে। ভৈরবের পশ্চিম তীরে ইচাকালি সীমান্ত ঘাটিটিও মুক্তিফৌজ দখল করে নিয়েছেন। তাঁরা ভৈরব নদীর সেতু ধ্বংস করে দিয়েছেন। মেহেরপুরে পাক ঘাটির উপরও তাঁরা আজ গোলাবর্ষণ করেন।

ভারত সীমান্তের কাছে পাক ফৌজ

পি টি আই ও ইউ এন আই জানাচ্ছেন : মেহেরপুর শহরের ছয়

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

মসকোতে ইয়াহিয়া খানের বিশেষ দূত

মসকো, ২৬ এপ্রিল—পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বিশেষ দূত শ্রীআরসাদ হোসেন আজ এখানে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীআলেকসি কোসিগিনের সঙ্গে দেখা করেন।

'তাস' জানান, আলোচনায় পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত জামসেদ মারকারও যোগ দিয়েছিলেন। 'তাস' আলোচনার বিষয়বস্তু জানাননি।

বাংলাদেশ সম্পর্কে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট সোভিয়েট নেতাদের বার্তা পাঠাবার পর মন্ত্রী পর্যায়ে রাষ্ট্রপতির বিশেষ দূত শ্রীহোসেন মসকো আসেন।

বাংলাদেশে রক্ত বন্যায় উদ্বেগ প্রকাশ করে ও দ্রুত যুদ্ধের অবসান ঘটাবার আবেদন জানিয়ে প্রথম বার্তাটি পাঠিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি নিকোলাই পদগরনি। দ্বিতীয়পত্র লেখেন শ্রীকোসিগিন। ওই পত্রের বিষয়বস্তুও প্রকাশ করা হয়নি।

—ইউ এন আই

হাজারে হাজারে উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আসছে

কৃষ্ণনগর, ২৬ এপ্রিল—যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশ থেকে নদীয়া জেলায় ক্রমাগত দলে দলে উদ্বাস্তু আসতে থাকায় বিষয়টি জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট এক গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

৭ এপ্রিল থেকে এক লক্ষ বিশ হাজারেরও বেশী বাস্তুত্যাগী নদীয়া জেলায় এসেছে। সরকারী সূত্রে এই সংবাদ জানা যায়।

গতকাল ছয় শতেরও বেশী নারী ও শিশুসহ ১২৬টি গরুর গাড়ি জীবননগর থেকে টুঙ্গি সীমান্তের ভিতর দিয়ে নদীয়ায় প্রবেশ করেছে। প্রায় ৮০০ জন পুরুষ তাদের পিছনে পিছনে হেঁটে এসেছে।

বানপুরের একজন সরকারী মুখ-পাত্র বলেন, সীমান্তের বিভিন্ন স্থান দিয়ে প্রায় ৫০০ উদ্বাস্তু নদীয়ায় আসছে।

প্রায় এক কোটি লোক ভারতে এসেছে—সমর গুহ

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল—বাংলাদেশের জাতীয় সমন্বয় কমিটির অ হবায়ক-সম্পাদক শ্রীসমর গুহ এম পি সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, ভারত যদি অবিলম্বে বাংলাদেশকে

পঞ্চম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

দলত্যাগী এমএলএ আবার সরকার পক্ষে

স্টাফ রিপোরটার

মুসলিম লীগ ত্যাগী এম এল এ শ্রীহারুন অর রসিদ আবার সরকার পক্ষকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। রাজ্য নব কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক ও অর্থমন্ত্রী শ্রীতরুণ-কান্তি ঘোষ সোমবার সাংবাদিকদের কাছে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান।

শ্রীঘোষ আরও জানান, বর্তমানে সরকার পক্ষের সমর্থকদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪১। বিধানসভায় সরকার পক্ষ ১৮ ভোটের ব্যবধানে স্পীকার নির্বাচনে জয়ী হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

শ্রীরসিদ সরকার পক্ষকে তাঁর সমর্থনের সিদ্ধান্ত রাজ্যপালকেও এদিন এক চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছেন। শ্রীরসিদ তাঁর চিঠিতে লিখেছেন, 'গত ১৭ এপ্রিল বর্তমান মন্ত্রিসভার প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে চিঠি লেখার পর সমস্ত পরিস্থিতি পুনর্বিবেচনা করি। এর পর সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, বর্তমান মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করে যাব।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পাক-ভারত সম্পর্ক আলোচিত

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল—ঢাকা ও কলকাতার ভারত ও পাকিস্তানের কূটনৈতিক মিশন বন্ধ হওয়ার ফলে দুই দেশের যে সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটির বৈঠকে তা আলোচিত হয়।

কমিটি বাংলা দেশের পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করেন।

—পি টি আই

রাষ্ট্রপুঞ্জে পাকিস্তানের ভাইস কনসাল বাংলাদেশের অনুগত

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ২৬ এপ্রিল—পাকিস্তানের ভাইস কনসাল শ্রী এ এইচ মাহমুদ আলি আজ পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।

আটাশ বছরের শ্রী আলি এবং তাঁর কুড়ি বছরের স্ত্রী শ্রীমতী শাহীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছেন। শ্রী আলিই ভারতের বাইরে প্রথম কূটনৈতিক যিনি পাক সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছেন।

শ্রী আলি সাংবাদিক বৈঠকে বলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তান সরকারের আরও কয়েকজন বাঙালী কর্মচারী আছেন। কিন্তু তাঁদের বেশির ভাগ বা সকলেই কোন কাজের কাজ করছেন না, কারণ ইসলামাবাদ তাঁদের বিশ্বাস করে না। ইসলামাবাদ যখন বুঝতে পারে যে, তাঁর সহানুভূতি বাংলাদেশের প্রতি তখন তাঁকে সেখানে

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

মাসুদ সারাদিন মহাকরণে

স্টাফ রিপোরটার

পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনার শ্রীমেহেদি মাসুদ সোমবার সারাটা দিন মহাকরণেই কাটিয়েছেন। তিনি মহাকরণে ঢুকেছিলেন বেলা সাড়ে এগারটা নাগাদ, বেরিয়ে যান, রাত আটটায়। মাসুদ সাহেব আনডার সেকরেটারি শ্রীঅশোক কাপুরের ঘরে বসে তাঁর একান্ত সচিবকে দিয়ে চিঠি টাইপ করান। মাঝে মাঝে তাঁকে মুখ্য সচিবের ঘরেও যেতে দেখা যায়।

মাসুদ সাহেবের জন্য দুপুরে ক্যানটিন থেকে খাবার আনিয়ে দেওয়া হয়। তা ছাড়া মাঝে মাঝে চা, কফি, কখনও বা কোকাকোলা, অরেনজও তাঁর জন্য আনানো হয়।

পঞ্চম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে দ্রষ্টব্য

নিকসন চীন সফরে এলে মাও খুশি হবেন

ওয়াশিংটন, ২৬ এপ্রিল—মার্কিন লেখক এডগার স্নো লাইফ পত্রিকার চলতি সংখ্যায় চীনের চেয়ারম্যান মাও সে-তুংয়ের সঙ্গে তাঁর পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী এক সাক্ষাৎকারের বিবরণ আজ দিয়েছেন। গত ১৮ ডিসেম্বর পিকিংয়ে ওই সাক্ষাৎকারের সময় মাও সে-তুং তাঁকে বলেছেন, চীনে প্রেসিডেন্ট নিকসনকে স্বাগত জানাতে পারলে তিনি খুশি হবেন। কিন্তু এখানকার প্রশাসন মহল প্রেসিডেন্ট নিকসনের চীন সফরের কোনরকম সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেন। —রয়টার

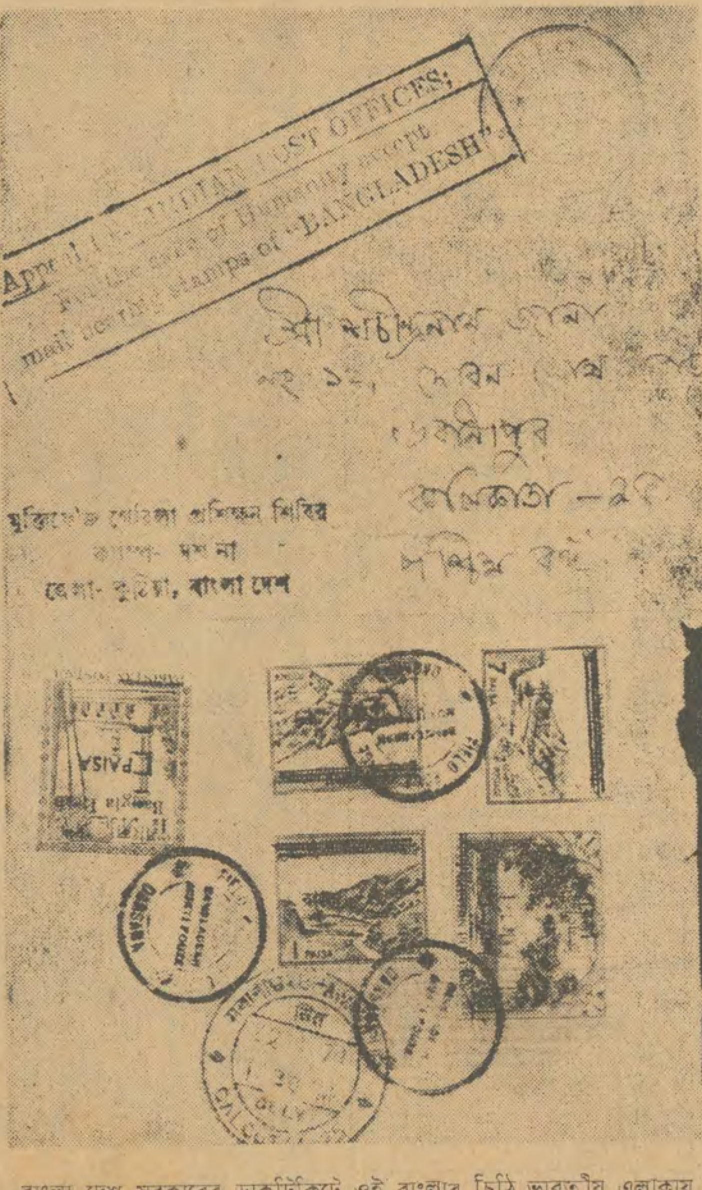

বাংলা দেশ সরকারের ডাকটিকিটে ওই বাংলার চিঠি ভারতীয় এলাকায় বিলি হচ্ছে। কুষ্টিয়ার দর্শনায় মুক্তি ফৌজ প্রশিক্ষণ শিবির থেকে দেওয়া এই চিঠি কলকাতায় ভবানীপুর এলাকায় বিলি হয়েছে। উপরে নীচে খামের দুই দিক। এক দিকে ঠিকানা, অন্য দিকে সীল মারা ডাকটিকিট।

চু পাকিস্তান সফরে যাচ্ছেন

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল—চীনের প্রধানমন্ত্রী চু এন লাই শিগগীরই পাকিস্তান সফরে যাচ্ছেন। 'পাকিস্তান টাইমস-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আজ একথা জানান পাকিস্তানে চীনা রাষ্ট্রদূত শ্রী চ্যাং তুং। —ইউ এন আই

ভারতীয় এলাকায় পাক সেনার হানা
একজন ভারতীয় নিহত

বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু

ধূপগুড়ি, ২৬ এপ্রিল—আজ সকালে এক দল পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য জলপাইগুড়ি জেলার সীমান্তে ভারতীয় এলাকায় ঢুকে মেসিনগান চালিয়ে একজন ভারতীয় নাগরিককে নিহত করে।

প্রায় আড়াইশ পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার সৈন্য সকাল নটায় হঠাৎ জলপাইগুড়ি জেলার সীমান্তবর্তী চাউলহাটির বিপরীত দিকে বাংলা দেশের অমরখানা সীমান্ত ফাঁড়ি তিন দিক থেকে আক্রমণ করে। এই ফাঁড়িতে ১৬ জন মুক্তিফৌজ পাহারা দিচ্ছিলেন। পাক সেনা বাহিনীর সঙ্গে দুটি জিপ, একটি ক্যারিয়ার ধরনের হালকা ট্যাঙ্ক, রাইফেল, মেসিনগান ইত্যাদি ছিল। তাদের আক্রমণে আবদুল মজিদ নামে একজন মুক্তিফৌজ আহত হন। তাঁকে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

ওই আক্রমণ চলাকালে সহসা এক দল পাকিস্তানী সৈন্য তালমা নদী অতিক্রম করে ভারতীয় এলাকায় অনুপ্রবেশ করে বেপরোয়া মেসিনগান চালায় এবং ওই ভারতীয় গ্রামবাসী নিহত হন। পাক সৈন্যরা আবার বাংলা দেশের অমরখানাতে ফিরে যায়।

ওই সীমান্ত ফাঁড়ি থেকে সাময়িক-ভাবে সরে আসা দুজন মুক্তিফৌজ মহম্মদ ইয়াহিয়া ও নুরুল ইসলাম থানাতে এই সংবাদ দেন। মুক্তিফৌজের একজন মুখপাত্র বলেন, অমরখানার সীমান্ত ফাঁড়ি অতিদ্রুত আবার দখল করার জন্য তোড়জোড় হচ্ছে।

৬ জুন পঃ বঙ্গের চারটি কেন্দ্রে উপনির্বাচন

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল—আগামী ৬ জুন পশ্চিম বাংলার চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন হবে। ওই চারটি কেন্দ্র হচ্ছে, উথুরা শ্যাম-পুকুর, দমদম এবং জোড়াবাগান।

পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল ৫ মে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই নির্বাচনের কথা ঘোষণা করবেন। এরপরেই নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের কর্মসূচী ঘোষণা করবেন।

নির্বাচন কমিশনের সূত্রে জানা যায়, চারটি কেন্দ্রেই মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ১২ মে এবং পরীক্ষা করা হবে ১৩ মে/১৫ মে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করার শেষ দিন। —ইউ এন আই

আনন্দবাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল (অতিরিক্ত
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড, ত্রিপুরা
ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি „ „ ২ পয়সা

Tele. — ANANDABAZAR, Cal.
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2536 G.P.O.

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে পরিবর্তিত চাঁদার হার :—

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা	৭৭.০০ টাকা	৩৯.০০ টাকা	২০.০০ টাকা
সডাক			
ভারতে	৯৫.০০ টাকা	৪৮.০০ টাকা	২৪.৫০ পয়সা
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	১৮৫.০০ টাকা	৯০.০০ টাকা	৪৭.০০ টাকা
বিমান ডাকে			
আসাম	১১৮.০০ টাকা	৬০.০০ টাকা	৩১.০০ টাকা
ভারতের অন্যান্য স্থানে	২৫৯.০০ টাকা	১৩০.০০ টাকা	৬৫.৫০ পয়সা
রবিবাসরীয় সংখ্যা			
ভারতে	১৪.০০ টাকা	৭.৫০ পয়সা	××××
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	২৯.০০ টাকা	১৫.০০ টাকা	××××

অন্যান্য চাঁদার হারের জন্য যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষক-শিক্ষিকা

অবিলম্বে একজন ম্যাট্রিক/নন-ম্যাট্রিক কাব্যতীর্থ অথবা সংস্কৃতে অনার্স সহ বি এ পাশ শিক্ষক আবশ্যক। আবেদন করিবার ঠিকানা : সম্পাদক মনোরমা শিক্ষানিকেতন, পোঃ আলাইপুর, জেঃ নদীয়া। (সি ২৫৯৫)

পাত্র চাই

"তিলি পাত্র চাই"

সপ্তদশ বর্ষীয়া দশমমান গৃহকর্মে নিপুণা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা পাত্রীর জন্য ব্যবসায়ী চাকুরিয়া পাত্র চাই। বক্স নং ৬৯৯৭ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ২৬৪৯)

সম্পত্তি-বাড়ী-জমি

বিক্রয়—হ. ... ফটকের খুব কাছে (১) মনোরম ত্রিতল খালি বাড়ী (৪ই কাঠা) প্রচুর জল। দাম ১,১০,০০০, টাকা বা কাছাকাছি। (২) খুরুট রোডের উপর ছোট দোতলা বাড়ী (১ই কাঠা) ভাড়াটিয়া সমেত (৬৫,) দাম ৩০,০০০, টাকা বা কাছাকাছি। বক্স নং ৬৬৪০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৪৪৬)

তীর্থ ও প্রমোদ ভ্রমণ

৩৫৫, টাকায়—কেদার-বদ্রী/অমরনাথ/দক্ষিণ ভারত। অবসর সময়ে গ্রাম-সহরের বাড়ী-বাড়ী যোগাযোগের জন্য কমিশনে বয়স্ক পুরুষ-মহিলা এজেন্ট চাই। টুরিস্টস এক্সপ্রেস, ঘুটিয়া-বাজার, হুগলী। (সি ২৯৩৬)

৩০-৪ তারাপীঠ ২৫, ১৫-৫ দীঘা ১৬, ১৬-৫ বিষ্ণুপুর ১২, বান্ধব ১২১ কালীঘাট রোড, ৪৭-১৯০১ বিউটি স্টুডিও ২৩৪এ আর বি এভিনু-১৯। (সি ২৯০২)

ব্যবসা-বাণিজ্য

সম্পূর্ণ নূতন মডেলের ব্যানরেঞ্জ অটো-সাইকেল ৫০ সি সি। কিনতে হলে যোগাযোগ করুন। কৃষণ সাইকেল স্টোর, ১৬৫ বৌবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ফোন : ৩৫-০৬৬১। (৭১৩০এ)

সঙ্গীত ও কলা

লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য নিখিল ভারত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার জন্য, যোগাযোগ করুন :—শ্রীপ্রণবকুমার দাস (সম্পাদক) ১৫/১ রাণী শংকরী লেন, কলিকাতা-২৬। শনিবার বেলা ১২টা ও রবিবার বৈকাল ৫টা পর্যন্ত। (সি ২৬৬৯)

ঔষধ ও চিকিৎসক

বিবাহের পূর্বে অথবা পরে কোনো প্রকার দুর্বলতা অথবা জটিল ব্যাধি অনুভব করিলে এবং পরিবার পরিকল্পনায় বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎ করুন। স্পেশ্যাল ক্লিনিক। ১২৫, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৭। ফোন : ৩৪-৩৮৫৮। (৪৯৭৯এ)

যৌন ব্যাধি কি ?

কেন? ও তার বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার অন্যতম প্রতিষ্ঠান—এ রায়, ইণ্ডিয়া ক্লিনিক, ১১৬/১/১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। ফোন : ৩৪-৩৯৪০। (৪৮৯৭ এ)

শোক-সংবাদ

বিখ্যাত স্বর্ণালঙ্কার ব্যবসায়ী স্বর্গীয় এম, বি, সরকার মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণগোপাল সরকার মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী প্রভাময়ী সরকার (৫১) গত ১লা বৈশাখ, ১৩৭৮ (১৫ই এপ্রিল, ১৯৭১) রাত্রি ৮-৫ মিঃ, স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তিনি ভক্তিমতী, দানশীলা ও স্নেহপরায়ণা ছিলেন। অদ্য তাঁহার পারলৌকিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে। (সি ২৯১৪)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

স্কুল ফাইনাল পাশ করিবার সুবর্ণ সুযোগ—যাঁহারা বহুদিন হয় লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছেন অথচ বয়স বেশী, তাঁহাদিগকে অতি অল্প দিনের ভিতর স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। টেস্ট পরীক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়। ভর্তির সময় কোন সার্টিফিকেট দরকার হয় না। প্রয়োজনে প্রথম হইতেও শিক্ষা দেওয়া হয়। মাসিক বেতন ১৫·৫০। ভি টি কলেজ, ১৫৪ বৌবাজার স্ট্রীট, কোলে-বাজারের বিপরীতে, দোতলায়। (৬৫৫৬ এ)

ডাকযোগে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা। সর্বোচ্চ M D H ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। চমৎকার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা। বিনামূল্যে প্রসপেক্টাসের জন্য আবেদন করুন। প্রিমিয়ার হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ, ১৮৪, সেক্টর ১৯এ চণ্ডীগড়। ভারতে বৃহত্তম কলেজ। (৬৪৫৩)

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজ

কলিকাতা-৩৩

তৃতীয়বর্ষ বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের বি কম পার্ট-টু ফরম পূরণ ও ফি জমা আগামী ২৮শে এপ্রিল '৭১ হইতে আরম্ভ হইবে ও ৪ঠা মে পর্যন্ত চলিবে। পূর্ণ বিবরণের জন্য কলেজ নোটিশবোর্ড দ্রষ্টব্য। (৭২২৪এ)

রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

টেণ্ডার

দানাপুর ডিভিসনে গঙ্গহারা গ্রুপের জন্য কয়লা ও ছাই হ্যাণ্ডলিং ঠিকার নিমিত্ত সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে। টেণ্ডার ২৫-৫-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং সেইদিনই বেলা ৩-৩০টায় খোলা হইবে। কাজের বিভিন্ন দফার প্রত্যেকটির জন্য অনুমিতমত যে পরিমাণ কাজ হ্যাণ্ডল করিতে হইবে তাহা টেণ্ডার ফরমে বর্ণিত হইবে, কিন্তু এই পরিমাণের তারতম্য হইতে পারে এবং একই কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস পাইতে পারে; এইরূপ তারতম্যের জন্য টেণ্ডারদাতা কোনরূপ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হইবেন না এবং এইরূপ তারতম্যের জন্য রেলওয়ে দায়ী হইবেন না। দানাপুরস্থ বুকিং ক্লার্কের নিকট প্রত্যেকটি বাবদ ৫, টাকা (অফেরৎযোগ্য) জমা দেওয়ার রসিদ দেখাইয়া ২৪-৫-৭১ তারিখ পর্যন্ত সমস্ত কাজের দিন নিম্নবর্ণিতের অফিসে টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে।

ডিভিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট/দানাপুর

জি ১০/৫/পি আর ও/ডি এন আর—৩ (৭২৩৫)

রেলওয়ে

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে

নোটিস

এন এফ রেলওয়ের নর্থ লখিমপুর স্টেশনে এক ইউনিট ভেজিটেরিয়ান-কাম্-নন-ভেজিটেরিয়ান রিফ্রেশমেণ্ট রুম চালাইবার জন্য প্রখ্যাত ও কেটারিং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি/ফার্মসমূহের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে।

দরখাস্তের সঙ্গে তাঁহার (পুরুষ/স্ত্রী)/তাঁহাদের অভিজ্ঞতা, উপযুক্ততা ও আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে দায়িত্বশীল ব্যক্তির মূল সার্টিফিকেট বা তাহার প্রত্যায়িত নকল এবং নিম্নোক্তগুলি থাকা চাই :—

১। আয়কর পরিশোধের সংশ্লিষ্ট পত্র (আয়কর প্রদায়ী হইলে)।

২। ভেণ্ডার, কুক প্রভৃতি লইয়া গঠিত রেজিস্টার্ড কো-অপারেটিভ সোসাইটির ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল এবং

৩। তপসীলী জাতি/উপজাতির ক্ষেত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল।

এতদুপরি, দরখাস্তকারিগণের ভারতীয় রেলওয়ের যে-কোন স্থানে অপর কোন কেটারিং/ভেণ্ডিং ঠিকার সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক এবং/বা আর্থিক স্বার্থ আছে কি না তাহার ঘোষণাপত্র এবং চাকুরিজীবী হইলে নিয়োগকর্তার নামসহ তাঁহার বর্তমান পেশার বিবরণও সঙ্গে দিতে হইবে।

"নর্থ লখিমপুরে রিফ্রেশমেণ্ট রুমের জন্য দরখাস্ত" কথাগুলি উপরে লিখিত খামে দরখাস্ত রেজিস্টার্ড ডাকে ১৭-৫-৭১ তারিখের মধ্যে চীফ কমার্শিয়াল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কেটারিং)-এর অফিস, পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও, গৌহাটি-১১, জেলা কামরূপ (আসাম) ঠিকানায় অবশ্যই পৌঁছা চাই।

যে-কোন বা সমস্ত দরখাস্ত অগ্রাহ্য করার অধিকার রেলওয়ে প্রশাসনের সংরক্ষিত এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

বিফলকাম প্রার্থীর সঙ্গে কোন পত্র-বিনিময় করা হইবে না।

চীফ কমার্শিয়াল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে
মালিগাঁও, গৌহাটি-১১
(৭১৭৮)

বিক্রয়-বিজ্ঞপ্তি

ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে অ্যাক্ট (১৮৯০-এর ৯)-এর ৫৫ এবং ৫৬ ধারা অনুযায়ী এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, রেলওয়ে প্রেমিসেসে পরিত্যক্ত যে-সব বেওয়ারিশ বুককরা মালপত্র, পার্সেল ও লাগেজ এবং মার্কাঠিকানাবিহীন মাল ও পার্সেল তিন মাসের অধিককাল রেলওয়ে প্রশাসনের হেফাজতে পড়িয়া আছে—এই নোটিস প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে রেলওয়ের সমস্ত পাওনা চুকাইয়া দিয়া এবং মূল রসিদ দেখাইয়া সেগুলির ডেলিভারী না লইলে ডিব্রুগড় টাউনস্থ লস্ট প্রপার্টি অফিসে ২৬-৫-৭১ তারিখ হইতে এবং শিলিগুড়ি টাউনস্থ লস্ট প্রপার্টি অফিসে ২০-৫-৭১ তারিখ হইতে সেইগুলি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইবে।

বিক্রেয় মালপত্রগুলির বিশদ তালিকা যথাক্রমে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমার্শিয়াল সুপার/ডিব্রুগড় টাউন, গুডস ক্লার্ক-ইন-চার্জ লস্ট প্রপার্টি অফিস / ডিব্রুগড় টাউন এবং এরিয়া অফিসার / নিউ জলপাইগুড়ি, ইন্সপেক্টর-ইন-চার্জ, লস্ট প্রপার্টি অফিস, শিলিগুড়ি টাউন নিকট হইতে পাওয়া যাইবে।

বিক্রয়ের শর্ত

৫। নীলাম ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

—চীফ কমার্শিয়াল সুপার/ক্লেমস
এন এফ রেলওয়ে, মালিগাঁও,
গৌহাটি—১১
(৭১৭৭)

পূর্ব রেলওয়ে

জশিডি হইতে বৈদ্যনাথধামগামী সমস্ত ট্রেন ও বৈদ্যনাথ ধাম হইতে জশিডিগামী তিনটি ট্রেনের সময়সূচী এখন হইতেই নিম্নোক্তমত সামান্য পরিবর্তিত হইবে :—

আপ ট্রেন		১-জেবি	৩-জেবি	৫-জেবি	৭-জেবি	৯-জেবি	১১-জেবি	১৩-জেবি	১৫-জেবি	১৭-জেবি	৩৭৩
জশিডি	পৌঃ										২০-৫১
	ছাঃ	১-৪২	৪-০৮	৫-১৬	৮-০০	৯-৩৫	১১-৫০	১৪-৩৬	১৬-২৪	১৮-২৮	২১-১৯
বৈদ্যনাথধাম	পৌঃ	২-০৪	৪-৩০	৫-৩৮	৮-২২	৯-৫৭	১২-১২	১৪-৫৮	১৬-৪৬	১৮-৫০	২১-৪১
ডাউন ট্রেন		৩৭৪	৬-জেবি	১৮-জেবি							
বৈদ্যনাথধাম	ছাঃ	৫-৫১	৮-৩৮	২১-৫৬							
	পৌঃ	৬-০৭	৮-৫৪	২২-১২							
জশিডি	ছাঃ	৬-১৭									

অন্যান্য ট্রেনের সময়সূচী অপরিবর্তিত থাকিবে।

চীফ অপারেটিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

জি ১০/১/পি আর ও/কপস—৩ (৭২৩৬)

বেতার বার্তা

মঙ্গলবার, ২৭ এপ্রিল

১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্; ৬-৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ সুভাষ পাল—গীটার; ৬-৪০ ইং সংবাদ; ৬-৪৫ দেশ-বন্দনা; ৬-৫৫ সুবন্ধ সংগীত—সেতার, জয়া বিশ্বাস; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ জপমালা ঘোষ—শ্যামাসংগীত; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪৫ রণো গুহঠাকুরতা—রবীন্দ্রসংগীত; ৮টা মঞ্জু বন্দ্যোঃ—লোকগীতি; ৮-১৫ শরদিন্দু দাশগুপ্ত—আধুনিক; ৮-৩০ তনিমা ঠাকুর—খেয়াল; ৯টা বাংলা সংবাদ; ৯-৫ রবীন্দ্রসংগীত; ৯-১৫ আধুনিক; ৯-৩০ বিচিত্রা : বাংলা রূপক; ৯-৪৫ নমিতা ঘোষাল—রবীন্দ্রসংগীত; ১০টা কাশীনাথ মুখোঃ—সেতার; ১০-৩০ সুশীলকুমার বসু—খেয়াল; ১১টা সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১২-৩০ সময় সংকেত, রবীন্দ্রসংগীত; ১২-৫০ বাং সংবাদ; ১টা পদ্মাবতী শালিগ্রাম—খেয়াল; ১-৩০ সুগম সংগীত—গীতা রায়, নারায়ণ দত্ত ও বিনতা চক্রঃ; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ; ১-৫০ সুভাষ পাল—গীটার; ২টা বিচিত্রিতা; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ বিদ্যার্থীদের জন্য (ষষ্ঠ শ্রেণী), রমেন ভট্টাঃ—লোকগীতি (শর্ট ওয়েভে); ২-৪৫ অঞ্জলি সেনগুপ্ত—নজরুলগীতি (শর্ট ওয়েভে); ২-৫০ সুভাষ পাল—গীটার; ৩টা রম্যগীতি; ৩-৩০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সংকেত, পরেশচন্দ্র আচার্য—সেতার; ৫-৩০ বুলু সাহা—আধুনিক; ৫-৪৫ রামানুজ দাশগুপ্ত—শ্যামাসংগীত; ৬টা স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং ও ইং); ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; ৬-৩০ ছোটদের আসর; ৭টা পল্লী বেতার-গোষ্ঠীর অনুষ্ঠান; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪৫ সমীক্ষা; ৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৮টা পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন পরিকল্পনা : ইংরেজী কথিকা; ৮-১৫ নমিতা ঘোষাল—রবীন্দ্রসংগীত; ৮-৩০ শরদিন্দু দাশগুপ্ত—রাগপ্রধান; ৮-৪৫ জপমালা ঘোষ—আধুনিক; ৯টা কাশীনাথ মুখোঃ—সেতার; ৯-৩০ রণো গুহঠাকুরতা—রবীন্দ্রসংগীত; ৯-৪৫ মঞ্জু বন্দ্যোঃ—আধুনিক; ১০টা আমার মতে : বাংলা কথিকা; ১০-৫ বাংলা সংবাদ; ১০-১৫ মা : বাংলা নাটক, (ম্যাক্সিম গোর্কির 'মাদার' অবলম্বনে), রচনা—দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোঃ; ১১-৩০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ : ১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্ : আলোর গান, চন্দ্রোদয় ঘোষ—রবীন্দ্রসংগীত; ৬-৫ দিনের আলোয়; ৬-২০ রাগরঙ : অলোক গঙ্গোঃ—সেতার; ৬-৩০ যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৬-৩৫ সুরের আলো : সুব্রত মুন্সী—গীটার; ৬-৪০ নানারঙের গান : মালবিকা গঙ্গোঃ, দ্বিজেন্দ্রগীতি ও শ্যামাসংগীত, সুপ্রিয় দত্ত—ভজন, সরস্বতী দত্ত—লোকগীতি; ৭টা সংবাদ : বাংলা সংবাদ; ৭-৫ শ্রুতিতরঙ্গ : সুপ্রিয় মুন্সী—গীটার; ৭-১০ গীতাঞ্জলি : চন্দ্রোদয় ঘোষ—রবীন্দ্রসংগীত; ৭-২০ সুরলহরী : অলোক গঙ্গোঃ—সেতার; ৭-২৫ দিগন্তের গান : উনকা মতিলাল—আধুনিক; ৭-৩৫ আসলে কী; ৭-৪০ সুরকল্লোল : সুব্রত মুন্সী—গীটার; ৭-৪৫ সিনেমার গান; ৮টা হিন্দী সংবাদ; ৮-৩০ হিন্দী শিক্ষা; ৮-৪৫ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১টা পাশ্চাত্য সংগীত, সং; ১-৪০ পাশ্চাত্য সংগীত; ২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ; ৩টা সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সংকেত, আজ ও কালকের যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি) ৫-৫ মেঠোসুর : উনকা মতিলাল—লোকগীতি; ৫-১৫ তরুণকণ্ঠে; ৫-২৫ শ্রুতিতরঙ্গ : সুব্রত মুন্সী—গীটার; ৫-৩০ সংবাদ : বাংলা সংবাদ; ৫-৩৫ দেউল : সুপ্রিয় মুন্সী—গীটার; ৫-৫০ কবির সুরে গান : চন্দ্রোদয় ঘোষ ও মালবিকা গঙ্গোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৬টা ইং সংবাদ; ৬-৫ পপুলার ক্লাসিক্স; ৬-৩০ নানা ভাষা নানা সুর : সরস্বতী—আঞ্চলিক সংগীত; ৬-৫০ রাগরঙ : অলোক গঙ্গোঃ—সেতার; ৭-১০ বিদ্যায়তন থেকে (শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অনুষ্ঠান); ৭-৩০ গানের বৈঠক : সুপ্রিয় দত্ত—রবীন্দ্রসংগীত ও ভজন, মালবিকা গঙ্গোঃ—অতুলপ্রসাদের গান ও দ্বিজেন্দ্রগীতি, সরস্বতী—লোকগীতি; ৮টা হিন্দী কার্যক্রম; ৮-১৫ বেতার সংবাদ বিচিত্রা—ইংরেজী (দিল্লি থেকে); ৮-২৫ সুভাষ পাল—গীটার; ৮-৩০ তনিমা ঠাকুর—ঠুংরী; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান : অবকাশরঞ্জন (দিল্লি থেকে); ৯-৩০ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য; ৯-৪৫ টীন মেনজেস—পিয়ানো; ১০-৫ পাশ্চাত্য সংগীত, সং; ১০-৩৫ তনিমা ঠাকুর—খেয়াল; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান

সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ; বেলা ১০-১৫ মিঃ—১২-৩০ মিঃ; দুপুর ২টা—রাত ১১-৩০ মিঃ।

ঘ : (সন্ধ্যায়)—৬টা সুশীলকুমার বসু—খেয়াল; ৬-১৫ পরেশচন্দ্র আচার্য—সেতার; ৬-৩০ রামানুজ দাশগুপ্ত—নজরুলগীতি; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭টা বুলু সাহা—রাগপ্রধান; ৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা (ইং ও বাং); ৭-৩০ রমেন ভট্টাঃ—আধুনিক; ৭-৪৫ অঞ্জলি সেনগুপ্ত—শ্যামাসংগীত; ৮টা সমাপ্তি।

দিনপঞ্জিকা

দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

মঙ্গলবার, ১৩ বৈশাখ, ১৩৭৮ (৭ বৈশাখ, ১৮৯৩ শক), ২৭ এপ্রিল, ১৯৭১, ১ রবিয়ল আউয়ল। তৃতীয়া রাত্রি ঘঃ ১।১৬ মিঃ পর্যন্ত। কৃত্তিকা নক্ষত্র দিবা ঘঃ ৯।১৫ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।১১।১৪ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৫৭।২৮ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি সিদ্ধিযোগ ও নক্ষত্রামৃতযোগ বিষযোগদোষ। অক্ষয়তৃতীয়া ব্রত। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র বৈশাখ (শুক্লপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

মঙ্গলবার, ১৩ বৈশাখ, ১৩৭৮ (৭ বৈশাখ, ১৮৯৩ শক), ২৭ এপ্রিল, ১৯৭১, ১ রবিয়ল আউয়ল। দ্বিতীয়া প্রাতঃ ঘঃ ৫।৪৭।২২ সেঃ পর্যন্ত পরে তৃতীয়া রাত্রি ঘঃ ৪।২৫।১০ সেঃ পর্যন্ত। কৃত্তিকানক্ষত্র দিবা ঘঃ ১১।৩৮।২৪ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।১১।৫ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৫৭।৪৫ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি ত্র্যহস্পর্শদোষ। অক্ষয়তৃতীয়া ব্রত। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র বৈশাখ (শুক্লপক্ষ)।

সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখিত না হ'লে সূচিত সময় বিকাল অথবা সন্ধ্যা বোঝাবে]

দি অ্যাসোসিয়েশন অব্ ইনজিনিয়ারস (ইনডিয়া)—সাড়ে ৫টায় পি-১১ মিশন রো এক্সটেনসনে প্রফেসর আরথার টি রো সি এম পি ও-র ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করবেন। সংস্কৃত কলেজ—সাড়ে ৪টায় ভারতী ভবনে আলোচনা সভার দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান। সুরেন্দ্রনাথ মহিলা কলেজ — সকাল ৮টায় নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউটে পুনর্মিলন উৎসব। কমিউনিস্ট পার্টি অব্ ইনডিয়া—৬টায় ভারতসভা ভবনে জারমানীর সোস্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির ২৫তম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সভা। সোসাইটি অব্ ওয়ার্কিং আরটিস্ট (ওয়েস্ট বেঙ্গল)—৪টায় বিড়লা অ্যাকাডেমিতে ২য় বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন। বিবেকানন্দ সোসাইটি—৭টায় ১৫১ বিবেকানন্দ রোডে কথামৃত পাঠ। শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির — জয়রামবাটি (বাঁকুড়ায়) শ্রীশ্রীজগজ্জননীর বিশেষ পূজা। মহাত্মা কাঙ্গাল হরিনাথের স্মৃতি উৎসব—৩৩/৪ এন কে ঘোষাল রোড, কসবায় সারাদিন-ব্যাপী উৎসব। স্টুডেণ্টস এইড্ কমিটি—৩টায় স্টুডেণ্টস হলে ছাত্র সম্মেলন। বিড়লা শিল্প ও সংগ্রহশালা — দেড়টায় ১৯এ গুরুসদয় দত্ত রোডে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। নরথ বাটিয়া ইয়ং অ্যাসোসিয়েশন —১১৪/১ মধুসূদন পাল চৌধুরী লেনে ৬টায় নিমাই দত্তের শোকসভা। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব্ কালচার—সাড়ে ৬টায় শিবানন্দ হলে 'ভারতে ব্যক্তিগত অধিকার' সম্পর্কে আলোচনা। শ্রীশ্রীহরি-ভক্তিপ্রদায়িনী সভা—সাড়ে ৬টায় পোস্তা রাজবাটিতে শ্রীশ্রীশীতলদাস বাবাজীর ...

বাংসরিক অনুষ্ঠান সাড়ে ৭টায় ২১৩ বিধান সরণীতে। মহাকরণ অভিযান—'শিক্ষা সংস্কারের' দাবিতে বেলা ৯টায় ...

ভারতকে জড়ানোর ফন্দি

কিষণগঞ্জ, ২৬ এপ্রিল — মুক্তি ফৌজের একজন বিশিষ্ট অফিসার বলেন যে, পাক সেনারা আন্তর্জাতিক সীমানা বরাবর ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে যুদ্ধে জড়ানোর ফন্দি নিয়েছে। তাদের সাহায্যের জন্য চীনা ফৌজ আমদানীর মতলবেই এই চেষ্টা। অনেক জায়গায় মুক্তি ফৌজ চীনা অফিসারদের পাক বাহিনীকে নির্দেশ দিতে দেখেছেন। —পি টি আই

পাক ফৌজ বরিশালের দিকে এগোচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কিলোমিটার পূর্বে আমঝুপি বিমানঘাঁটি ত্যাগ করে পাক সৈন্যরা ভারতীয় সীমান্তের আরও কাছে এগিয়ে এসেছে। এখন ভারতীয় সীমান্ত ঘাঁটি থেকে গুলির সীমার মধ্যে পাক সৈন্যরা রয়েছে।

নিজেদের ঘাঁটি শক্ত করার জন্য পাকসৈন্যরা মেহেরপুর শহরে ৭২ ঘণ্টা কারফু জারি হবে বলে ঘোষণা করেছে। সামরিক দিক থেকে সুবিধার জন্য পাকসৈন্যরা আমঝুপির কাছে একটি বাঁশবাগান নির্মূল করার কাজে লেগেছে। ইচ্ছেমত তারা গ্রামের লোকদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

আগরতলার খবর, সম্প্রতি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যুদ্ধরত পাকিস্তানী সৈন্যদের সঙ্গে এক ডজনের মত চীনাকেও দেখা যায়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একজন বাসিন্দা আশ্রয়ের জন্য আজ ত্রিপুরায় পৌঁছে একথা বলেছেন।

ময়মনসিং ও বগুড়ার পতন

আগরতলা থেকে সোমবার পাঠানো খবরে জানা যায় কামান দেগে ও বিমান থেকে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করে পাকসৈন্যরা মুক্তিফৌজের হাত থেকে ময়মনসিং ও বগুড়া শহর কেড়ে নিয়েছে। এক সপ্তাহের উপর জোর লড়াইয়ের পর গতকাল ময়মনসিংয়ের পতন হয়। বগুড়া দখলের জন্য সাজোয়া পাকবাহিনী দু'দিক থেকে আক্রমণ করে কেড়ে নেয়।

বগুড়া থেকে পাক বাহিনী উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে জামালপুরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পাক বিমানবহর তাদের এই অভিযানে সাহায্য করছে।

ভারতের সঙ্গে সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে রংপুর খণ্ডে পাক সেনাদল এখন ফুলবাড়ি অঞ্চলে তৎপর হয়ে উঠেছে। পাক কর্তৃপক্ষ অবশ্য এখন পর্যন্ত রংপুর জেলায় কোন রকম অসামরিক প্রশাসনের কাজ চালু করতে পারেনি।

সেনা বিভাগের বাঙ্গালী অফিসাররা আটক

আগরতলা, ২৬ এপ্রিল—মুক্তিফৌজের একজন অফিসার আজ বলেছেন যে, সেনা বিভাগের কয়েকজন বাঙ্গালী অফিসারকে করাচীতে নিয়ে গিয়ে বন্দী শিবিরে আটক রাখা হয়েছে।

ঐ অফিসারটি বলেন, যেসব বাঙ্গালী অফিসারের বাড়ি ঢাকায় তাঁদের গৃহে অন্তরীণ রাখা হয়েছে এবং ঢাকার বাইরে যাঁরা ছিলেন তাঁদের করাচীতে বন্দী শিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেসব বাঙ্গালী ক্যাপটেনকে ঢাকায় গৃহে অন্তরীণ রাখা হয়েছে তাঁদের মধ্যে ছয়জন বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিফৌজে যোগ দিয়েছেন। —ইউ এন আই

মুক্তিফৌজ ইঠাখালি ছিনিয়ে নিয়েছে

শিবদাস ভট্টাচার্য

বেতাই সীমান্ত, ২৬ এপ্রিল—গত রাত্রে স্বাধীন বাংলা দেশের মুক্তি ফৌজ পাক হানাদার বাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে ইঠাখালি গ্রাম দখল করে নেয় বলে এখানে নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পাওয়া যায়। ইঠাখালি হচ্ছে ভারতীয় বেতাই সীমান্তের কয়েক মাইল পূর্বে স্বাধীন বাংলাদেশের মধ্যে।

মুক্তি ফৌজ কাল রাতে দক্ষিণ গোভিপুর গ্রাম থেকে প্রবল বিক্রমে পাকবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গোলাগুলি বর্ষণ শুরু করে। তারপর তারা ইঠাখালি দখল করে নেয়। তারা এই গ্রামে সীমান্ত ফাঁড়ির ওপর জয় বাংলা পতাকা উড়িয়ে দেয়। তার চারপাশে পরিখা খনন করে। আজ ভোর থেকে আবার তারা ভৈরব নদের ওপারে পাক ফৌজের ওপর গোলাগুলি বর্ষণ শুরু করেছে।

নাভারণে পাক বাহিনীর অগ্রগতি রোধ

কৃষ্ণ দেবনাথ

বেনাপোল, ২৬ এপ্রিল—সোমবার সকাল, দুপুর ও রাত—তিন দফায় নাভারণে পাক দখলদার বাহিনী এবং মুক্তি ফৌজের মধ্যে গোলাগুলি বিনিময় হয়। মুক্তি ফৌজ পাক বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করে।

আরও দুটি জাহাজ চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছে

স্টাফ রিপোর্টার

সোমবার আরও দুটি জাহাজ চট্টগ্রাম থেকে কলকাতা বন্দরে এসেছে। তাদের একটিতে কিছু যাত্রীও ছিলেন।

দীর্ঘকাল চট্টগ্রাম বন্দরে অপেক্ষা করেও জাহাজ দুটি মাল খালাস করতে পারে না। এদিকে জাহাজের পানীয় জল এবং অন্য রসদ ফুরিয়ে আসে। তাই তারা মাল সমেতই চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ফেরত এসেছে।

কলকাতা বন্দরের মোহনায় এখনও যে ১১টি জাহাজ অপেক্ষা করে আছে তার মধ্যে আরও কয়েকটি চট্টগ্রাম-ফেরত জাহাজ আছে।

চু এন লাই হাসছেন

পিকিং, ২৬ এপ্রিল—পিকিং-এর ন্যাশনাল কংগ্রেস ভবনের ভোজনশালায় গতকাল এক হুলস্থূল কাণ্ড—এখানকার অবস্থায় অভাবনীয় তো বটেই। এ ধরনের দৃশ্য দেখা যায়, ইউরোপের বড় বিমানবন্দরগুলিতে — নামকরা কোন চিত্রতারকার উপস্থিতিকালে। চারদিক থেকে রিপোরটার, সংবাদপত্রের ক্যামেরাম্যান এবং অন্যান্যরা যেমন চিত্রতারকাদের ঘিরে ধরেন, ঠিক তেমনই, তাঁরা ঘিরে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী চু এন লাইকে। যার যেভাবে খুশি, চু-র ছবি তুললেন। কোন বাধা নেই, একেবারে মুক্ত জগতের চেহারা। চু এন লাই হাসছেন, আর হাসছেন। এ ধরনের ব্যাপারে চীনা অভ্যাগতরা অভ্যস্ত নন, তবু মনে হল, তাঁরাও ব্যাপারটি উপভোগ করছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা নানাভাবে সাহায্যও করছেন। সংবাদপত্রের এ সকল ক্যামেরাম্যানরা এসেছেন, ব্রিটেন, অসট্রেলিয়া ও কানাডা থেকে। ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন, কামবোডিয়ার গদীচ্যুত রাষ্ট্রপতি প্রিন্স সিহানুক।

আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা উপলক্ষে যে সকল পশ্চিমী সাংবাদিক এসেছিলেন, তাঁদের সবাইকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তাঁরা বার বার চু-র টেবিলের দিকে ঝুঁকে পড়লেও তাঁর চোখমুখে বিরক্তি ফুটে ওঠেনি। মনে হল সারা জগতের শুভেচ্ছা সংগ্রহের অভিযানে চীনের হাসি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে উঠছে। বি বি সি-র টেলিভিশন টীম ভিসা না নিয়েই চীনে হাজির হলেন। কেউ তাঁদের বাধা দিল না। এখানে আসার কয়েক দিন পরে অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের হাতে ভিসা তুলে দেওয়া হল।

যেখানে খুশি, যেভাবে খুশি, ছবি তোল। ট্রেনের ছবি, বিমানবন্দরের ছবি, এমন কি, সীমান্ত-প্রহরীর ছবিও বিনা বাধায় তুলতে দেওয়া হল। প্রধানমন্ত্রী চু এন লাই নিজের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটতে দিলেন না। —ইউ এন আই

পাক বুলেটে আহত ৫ জন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে

স্টাফ রিপোর্টার

পাক হানাদাররা তাদের চণ্ডনীতি চরিতার্থ করতে বাংলাদেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতা কাউকেই যে রেহাই দিচ্ছেনা তার আরও প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

রবিবার যশোর এবং খুলনা থেকে পাক হানাদারদের গুলিতে আহত যে পাঁচজনকে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয় তাঁদের মধ্যে ১১ বছরের কিশোর-কিশোরী থেকে ৭০ বছরের বৃদ্ধও রয়েছেন। এঁদের নাম সর্বশ্রী আসরাফ আলি (৭০), আবদুল রহিম (৬০), মেহবুদ্দিন গাজি (৪০), কোশান আলি (১৬) ও লুৎফুন্নেসা (১১)। এঁদের সকলের দেহেই পাক-বুলেটের দাগ আছে।

আজ গরম পড়বে

স্টাফ রিপোর্টার

আজ আরও গরম পড়বে। আকাশ মাঝে মাঝে মেঘলা থাকবে।

সোমবার কলকাতা ও শহরতলির সর্বোচ্চ তাপ ৮৯·৯৬ ডিঃ ফারেনহাইট বা ৩২·২ ডিঃ সেঃ পর্যন্ত ওঠে (স্বাভাবিকের থেকে ৪ ডিঃ সেঃ কম)। সব থেকে কম তাপ ছিল ৬৯·৮০ ডিঃ ফারেনহাইট বা ২১ ডিঃ সেঃ (স্বাভাবিক অপেক্ষা ৫ ডিঃ সেঃ কম)। এদিন ২·৭ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়।

রাষ্ট্রপুঞ্জের ভাইস-কনসাল বাংলা দেশের অনুগত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ফিরে যেতে বলা হয় এবং তারপরই তিনি এই সিদ্ধান্ত নেন।

সাংবাদিকদের কাছে শ্রী আলি অভিযোগ করেন যে, পাকিস্তান সরকার এবং তাঁর সামরিক প্রশাসকরা শান্তিপূর্ণ, নিরস্ত্র জনতার উপর বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ এবং কাপুরুষোচিত আক্রমণ চালিয়েছেন। গত ২৫ মার্চ রাত্রি থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা ট্যাঙ্ক, ভারী কামান, জেট বোমারু বিমান এবং অন্যান্য আধুনিক সমরাস্ত্র ব্যবহার করে গণহত্যা শুরু করে। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই প্রথম বলি হন। পশ্চিমাংশের এই খুনীরা জ্ঞানীগুণীদেরও নিধন করে—যাঁদের মধ্যে আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ছাত্র, যন্ত্রবিদ, চিকিৎসক, আইনজীবী অর্থাৎ যিনিই নেতৃত্ব দিতে পারেন তিনিই। তবে এর ফলে সম্পূর্ণ মুক্তির পথই প্রশস্ত হয়েছে।

শ্রী আলি : "আজ আমি তাই নিঃশর্তভাবে আমাদের সরকারের কাছে আমার কর্মজীবন সমর্পণ করছি। এই সরকার সার্বভৌম বাংলাদেশে প্রজাতন্ত্রের সরকার—শত্রুর রক্তমুষ্টি থেকে প্রেমময়ী জন্মভূমিকে মুক্ত করার জন্য এই মুহূর্তে যাঁরা মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত।

"আমাকে এবং আমার পত্নীকে রাজনীতিক আশ্রয়দানের জন্য আমি মারকিন সরকারের কাছেও অনুরোধ জানাচ্ছি।"

শ্রীআলি বলেন, বিদেশে পাকিস্তান সরকারের অন্যান্য বাঙালী কর্মীদের মধ্যে বেশির ভাগকেই কোন কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। নিউ ইয়রকে পাক কনসালেট-জেনারেলে বেশির ভাগ কর্মচারীই বাঙালী। গুরুত্বপূর্ণ সব ফাইলই তাঁদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে দেওয়া হয়েছে। কাউকেই অবশ্য তাঁর মত ইসলামাবাদে ফিরে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি, তবে সব বাঙালীই বাংলা দেশের সরকারের প্রতি আনুগত্য জানাবার সুযোগের অপেক্ষায় আছেন।

তিনি জানান, গোড়া থেকেই বাংলা দেশ আন্দোলন সম্পর্কে, জনগণের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি তিনি তাঁর সহানুভূতি গোপন করেননি। পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসাররা মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে বাঙালীদের উপর কড়া নজর রেখেছেন। ভারতীয়দের সঙ্গে বা প্রগতিশীল ও উদার মারকিনীদের সঙ্গে এমন কী নিজেদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারেও তাঁদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীআলি বলেন, তিনি সংবাদ পেয়েছেন যে, পাকিস্তান সরকারের অস্তিত্ব এখন শুধু শহরেই। গ্রামাঞ্চল বাংলা দেশ সরকারের সঙ্গে। পাক সরকার যে সহযোগিতার কথা বলছেন সেটাও তাঁরা বাংলা দেশে অবস্থানকারী পশ্চিম পাকিস্তানীদের কাছ থেকে পাচ্ছেন, বাঙালীদের কাছ থেকে নয়।

শ্রীআলি মন্তব্য করেন, সবই যদি স্বাভাবিক পাকিস্তান তবে বৈদেশিক সাংবাদিকদের বের করে দিলেন কেন? কাউকে ফিরে যেতেও দেওয়া হয়নি। রেডক্রশের আন্তর্জাতিক কমিটিকেই বা ঢাকা যেতে দেওয়া হল না কেন? পাকিস্তান সরকার আসলে যা করছেন তা যুদ্ধও নয়, তা হচ্ছে নিরস্ত্র লোকের নিধন মাত্র। —পি টি আই

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	দিবা জোয়ার আরম্ভ	রাত্রি জোয়ার আরম্ভ	দিবা ভাঁটা আরম্ভ	রাত্রি ভাঁটা আরম্ভ
মঙ্গলবার—	১২-১৫	১২-৩৩	৪-৪১	৪-৩৬

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

গোয়েন্দা রিপ / জন প্রেন্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

দ্রুত বেকার যুবকদের কাজের ব্যবস্থা করুন

শিল্পপতিদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় সোমবার কলকাতায় ভারত চেমবার অফ কমারসের বার্ষিক সভায় দ্রুত বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে বলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী শিল্পপতিদের উদ্দেশে বলেন, 'শিফট' বাড়িয়ে বা অন্য যেভাবে সম্ভব ওদের কাজের ব্যবস্থা করুন; সরকার সম্ভাব্য সবরকমে সহযোগিতা করবে। যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির বড় অংশ বেসরকারী সংস্থার উপর নির্ভরশীল, মুখ্যমন্ত্রী তাই আশা করেন, সেখানেই কর্মসংস্থানের বেশি ব্যবস্থা করা সহজ।

ভারত চেমবার অফ কমারসের বিদায়ী সভাপতি শ্রী বি ডি কানোড়িয়া স্বীকার করেন যে, এই রাজ্যে নানা অসুবিধা থাকলেও দ্রুত শিল্পোন্নতি সম্ভব।

তিনি মনে করেন, উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে পারে এবং এখনই পশ্চিমবঙ্গকে ঐশ্বর্য ও অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার প্রকৃষ্ট সময়।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমুখোপাধ্যায় জানান, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রকে এই মর্মে সুপারিশ করেছে যে, এ রাজ্যে নতুন শিল্প ইউনিট খোলা বা বর্তমান শিল্প সম্প্রসারণের জন্য লাইসেনস দেওয়ার ব্যাপারটি যেন উদারভাবে বিবেচনা করা হয়। তিনি মনে করেন, চতুর্থ যোজনা কালে পশ্চিমবঙ্গে এক হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করলে বেকার সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারে।

শুরুতে শ্রীকানোড়িয়া বাংলা দেশের পরিস্থিতি উল্লেখে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং তাঁরা সরকারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সেখানকার দুর্গতদের সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

কারিগরি মডেল প্রদর্শনীর পুরস্কার বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শিল্প ও বিজ্ঞান ভবন আয়োজিত চতুর্থ সর্বভারতীয় কারিগরি মডেল প্রদর্শনীর পুরস্কার বিতরণ করা হয় শনিবার। বিভিন্ন মডেল তৈরিতে কৃতিত্বের জন্য ৩ জন স্বর্ণপদক, ৬০ জন রৌপ্যপদক পান। এদের মধ্যে ৯ জন পান বিভিন্ন বৃত্তি। এছাড়াও ২৩০ জনকে সারটিফিকেট দেওয়া হয়। এরা সকলেই স্কুল বা কলেজের ছাত্রছাত্রী। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত তরুণ ছাত্রছাত্রীদের আহবান জানিয়ে বলেন আপনারা দেশকে ভালবাসতে শিখুন, তবেই আমাদের দেশ যথার্থ শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী হবে। তিনি ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করেন। বিজ্ঞান ভবনের সাধারণ সম্পাদক শ্রী এম এল ব্যানারজি সকলকে স্বাগত জানান। বিধানসভার সদস্য শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বসুও অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। রাজ্য সরকারের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা দফতরের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীরথীন তালুকদার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

রাজস্থান সরকার ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল দিচ্ছে

স্টাফ রিপোরটার

বাংলা দেশ থেকে আগত শরণার্থীদের জন্য রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমোহনলাল সুখাড়িয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে একটি চারশ শয্যার ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল দিতে চেয়েছেন।

রাজ্য ত্রাণ দফতর ওই হাসপাতালটি একটি শিবিরে পাঠাবেন।

বড় ত্রাণ শিবির খোলা হচ্ছে

শরণার্থী আগমন ব্যাপক হারে বেড়ে যাওয়ার জন্য রাজ্য সরকার কয়েকটি বড় ত্রাণ শিবির খুলছেন। এইরকম শিবিরে পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়া যাবে।

রাজ্যের ত্রাণ কমিশনার শ্রী বি বি মণ্ডল সোমবার সাংবাদিকদের জানান, এদিন পর্যন্ত আগত শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫,২৩,২২২। এর মধ্যে বিভিন্ন শিবিরে আছে ১,৬১,৪৯৫। বসিরহাটে ২ জন কলেরায় মারা গিয়েছে বলে মহাকরণে খবর এসেছে। তা ছাড়া বিভিন্ন শিবিরে পেটের অসুখে বহু শরণার্থী অসুস্থ হয়েছেন বলেও খবর আসছে। এদিন আর একটি ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল ইউনিট পাঠানো হয়।

নদীয়ার উদ্বাস্তু শিবিরে লক্ষাধিক শরণার্থী

কৃষ্ণনগর, ২৬ এপ্রিল—সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার শরণার্থী এসে পড়ছেন এপারে। সীমান্তের কাছে যে সব শরণার্থী শিবির রয়েছে সে সব শিবিরে আর জায়গা হচ্ছে না।

নদীয়া জেলায় মাটিয়ারী স্কুল, মাজদিয়া রেলবাজার, বানপুর, বড় আজুলিয়া, বাকুচি-জামসেরপুর এবং শিকারপুরের উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে প্রায় লক্ষাধিক শরণার্থী রয়েছেন।

নতুন কাছাড় রোডের কাজ শেষ

ইমফল, ২৬ এপ্রিল—একশ পঞ্চাশ মাইল দীর্ঘ নতুন কাছাড় রোডের কাজ গত মাসে শেষ হয়েছে। এই নতুন রাস্তা ইমফল ও শিলচরের মধ্যে নতুনভাবে যোগাযোগ-ব্যবস্থা স্থাপন করবে। রাস্তাটি তৈরী করতে প্রায় দশ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

মণিপুরের গভরনর শ্রী ডি আর কোহলি আজ বলেন, বর্ষার পরেই এই নতুন রাস্তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। —ইউ এন আই

ইউনিটের দর

বোমবাই, ২৬ এপ্রিল—আগামীকাল ইউনিটের বিক্রয় ও পুনঃ ক্রয়মূল্য যথাক্রমে ১১৲ টাকা এবং ১০৲ টাকা ৬০ পয়সা বহাল থাকবে।

চট ও থলের বাজার চাঙ্গা

২৬ এপ্রিল—কেনাকাটার চাপে কলকাতায় চট ও থলের বাজার আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। মিল মে মাসে ডেলিভারিযোগ্য মাল কিছু পরিমাণে বিক্রি করে। নিচে দর দেওয়া গেল:—

৪০—৭১/২	৭৬৲	৭৬।৫০	৭৬৲	৭২।৫০
৪০—১০	৯৯৲	৯৮।৫০	৯৭।৫০	৯৪৲
বি-টুইল	২৭০৲	২৭৩৲	২৭৩৲	২৭৩৲

চায়ের নীলাম

২৬ এপ্রিল—আজকের ৪নং পাতা চায়ের নিলামে মোট ৫,০৪৩ পেটী চা বিক্রির জন্য উপস্থিত করা হয়। এর মধ্যে ৩,১৮৪ পেটী নতুন মরশুমের চা ছিল। আজ বাজারে ভাল চাহিদা দেখা যায়।

দার্জিলিং চায়ের জন্য এদিনও ভাল চাহিদা ছিল এবং সম্পূর্ণ তেজী দরে বিক্রয় হয়। অন্যান্য সুগন্ধযুক্ত চা ভাল বিক্রয় হয়।

আসাম খাঁটী পাতা চায়ের চাহিদা এদিন অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল এবং তেজী ও সময়ে আক্রা দরে বিক্রি হয়।

যে সামান্য সিটীসি চা বিক্রির জন্য উপস্থিত করা হয়, সে সবই তাড়াতাড়ি বিক্রি হয়ে যায় এবং দর আগের মতই ছিল।

গত মরশুমের চায়ের জন্য বেশ ভাল চাহিদা দেখা যায়।

শেয়ার বাজার নরম চলছে

২৬ এপ্রিল—কলকাতা শেয়ার বাজারে প্রায় সব বিভাগেই নরমভাব চলছে। আজ লেনদেন মাঝারি ধরনের হয়েছে। বাজার খোলার ও বন্ধের দর নিচে দেওয়া গেল:—

ক্লিয়ারিং তালিকাভুক্ত

হাতে ডেলিভারি: বিড়লা জুট ২৩।৩৩ ২৩।২৫; জয়পুর উদ্যোগ ৯৲ ৯।৪০; ডানলপ ইনডিয়া ৩৯।৪০ ৩৯।২৫; ইনড কপার ৪।১৪ ৪।১৫; গেসটকিন উইলিয়াম ৩৬।৫০ ৩৭।২০; হিন্দ মোটর ১২৲ ১৩।০৫; ইনড অ্যালুঃ ৩৮৲ ৩৮।৬০; ইনড কেবল ১৭।০৫ ১৭৲; জে কে কটন ১১।২০ ১১৲; ইনডিয়ন আয়রন ১২।৩৫ ১২।২০; ন্যাশনাল রবার ৭।৭৫; জয়শ্রী টি ইনড ১৭৲ ১৬।৫০; ওরিয়েনট পেপার ওড়িশা সিমেনট ১১।১২; রোটাস ইনড ৬।৩৫ ৬।৩০; টেকসঃ সেমিঃ ১০।৫০ ১০।৬০; হাওড়া জুট ৬।৬২ ৭।৪৪।

সোনা ও রূপা

২৬ এপ্রিল—আজ কলকাতায় সোনা ও রূপার দর নিম্নরূপ ছিল:—

খাঁটি সোনা (স্ট্যান, ১০ গ্রাম)	২০২৲
সোনার গহনা (২২ ক্যাঃ, ১০ গ্রাম)	১৯২৲
রূপার বাট (১ কেজি)	৫৯১৲
ঐ—খুচরা (১ কেজি)	৫৯৫৲

রসায়নে কৃতিত্ব

শ্রীসলিলচন্দ্র দত্ত কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭০ সালের এম এস-সি (বিশুদ্ধ রসায়ন) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছেন। তিনি শ্রীগোপালচন্দ্র দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র।

কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলন নব কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা

শ্রীনগর, ২৫ এপ্রিল—বকসী গোলাম মহম্মদের নেতৃত্বাধীন কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলন জম্মু ও কাশ্মীরের ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে জোরদার করার জন্য এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ প্রতিরোধ করার জন্য নব কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিত হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীবায়া এই মিলনের কথা সরকারীভাবে ঘোষণা করবেন বলে জানা যায়।

জাতীয় সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস হাইকম্যানডে কাছে তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

রাজ্য সরকারী ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী সমিতির সম্মেলন স্থগিত

পূর্ব বাংলা থেকে বহুসংখ্যক উদ্বাস্তু আগরতলায় আশ্রয় গ্রহণ করায় বালুরঘাটে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য সমিতির রাজ্য সম্মেলন স্থগিত রাখা হয়েছে। সম্মেলন ১ ও ২ মে হবার কথা ছিল।

কেরল বিধানসভায় বিক্ষোভকারী তিনজন যুবক কারাদণ্ডে দণ্ডিত

ত্রিবানদ্রাম, ২৬ এপ্রিল—কেরল বিধানসভা আজ তিনজন যুবককে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। ঐ যুবকেরা দর্শক গ্যালারী থেকে বিধানসভায় প্রচারপত্র ছুঁড়ে দেন এবং শ্লোগান দেন।

ঐ যুবক তিনজন হচ্ছেন—শ্রীরসিদ, শ্রী কে পি ঘোশ এবং শ্রী কে পি টমাস। সকলেই মালয়ালম "বিপ্লবান" অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য। তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন দাবির সমর্থনেই এই বিক্ষোভ করেন। —পি টি আই

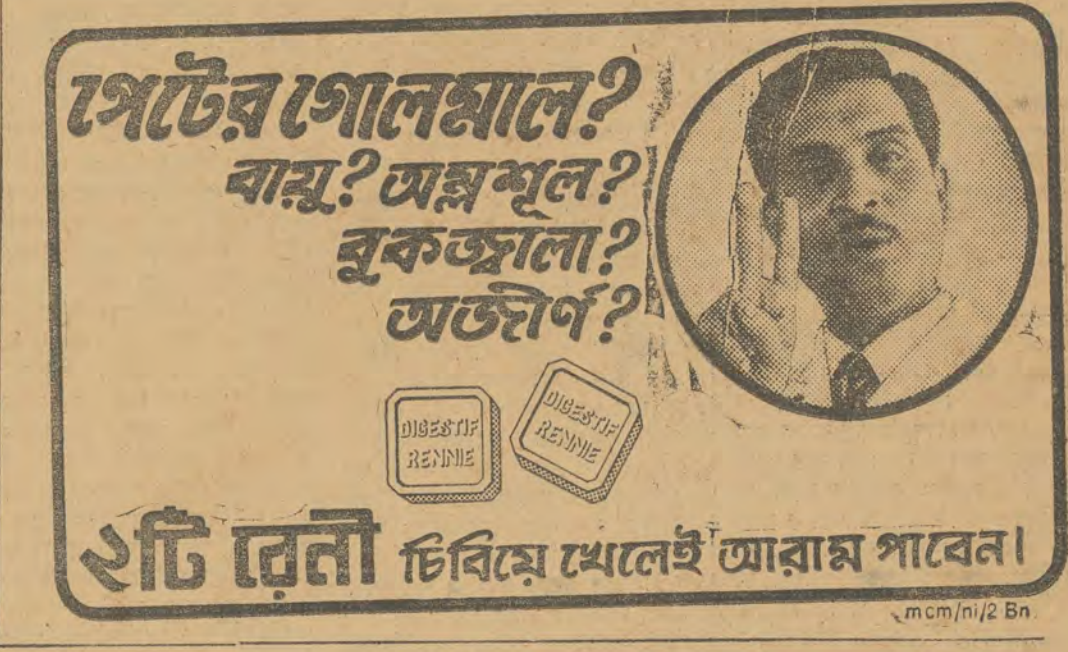

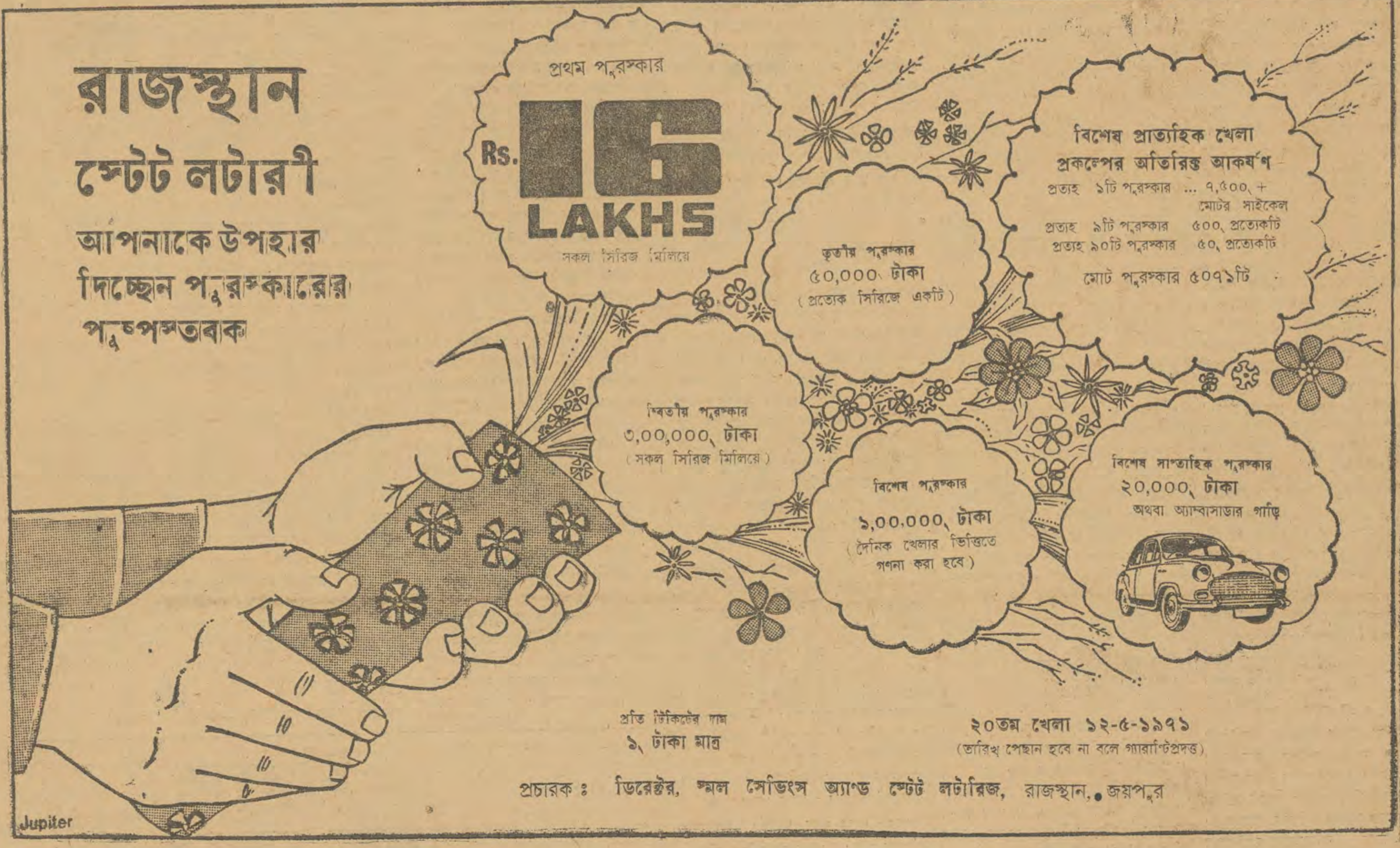

বন্দে মাতরম্

আনন্দবাজার পত্রিকা

মঙ্গলবার, ১৩ বৈশাখ, ১৩৭৮

দিনের বাণী

ইংরেজ ভারতবর্ষকে বল প্রয়োগে ক্রীতদাস বানিয়েছে, সুতরাং একমাত্র সেই শক্তির প্রয়োগেই ইংরেজের উচ্ছেদ সাধন করা সম্ভব। তাই ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এই রকম সশস্ত্র আন্দোলন ব্যাপকভাবে পরিচালনা করাই আমার উদ্দেশ্য।

—নেতাজী সুভাষচন্দ্র

নয়া পাকিস্তানী খেল

কূটনীতির কুটিল লড়াইয়ে পাকিস্তান দেখিতেছি আর-এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছে, চিঠি-চাপাটি ছাড়িয়া সে এখন স্বেচ্ছাচারিতার ডাণ্ডা লইয়া আসরে নামিয়াছে। সে ডাণ্ডার ঘায়ে ভারতবর্ষকে ঠাণ্ডা করিয়া ছাড়িবে মনে মনে এই মতলবই সে ভাঁজিতেছে। প্রথম আঘাত হানিয়াছে ঢাকার ভারতীয় কূটনৈতিক মিশনের উপর। শনিবার এক পত্র লিখিয়া সোমবার ১২টার মধ্যে ওই মিশন গুটাইয়া লইতে ভারতবর্ষকে বলিয়াছে পাকিস্তান। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও জানাইয়াছে কলিকাতায় তাহার ডেপুটি-কমিশনের দপ্তরও সে ওই দিন হইতে বন্ধ করিয়া দিতেছে। দুই প্রস্তাবের কোনওটিতেই অবশ্য ভারতবর্ষের আপত্তি নাই। সে কথা তৎক্ষণাৎ নয়াদিল্লি ইসলামাবাদকে জানাইয়াছে। কেবল দাবি করা হইয়াছিল, এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক রীতিনীতি পাকিস্তান যেন অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলে। তেমন করিবার প্রতিশ্রুতি ও ইসলামাবাদ হইতে মিলিয়াছে।

ব্যাপারটা ভালোয় ভালোয় মিটিয়া যাক, এটা পাকিস্তান চায় না। তাহার বাসনা একটা জট পাকাইয়া তোলা। ২১ এপ্রিল ঢাকায় এবং দুই দিন পরে করাচিতে ঢাকার ভারতীয় ডেপুটি-হাই-কমিশনারের পত্নীর সহিত যে অভদ্র আচরণ করা হইয়াছে তাহাতেই বোঝা যায় পাকিস্তান খোঁচাইয়া ঘা করিতে চায়। তাহার মতলব ঢাকায় ভারতীয় মিশনের লোকজনদের সপরিবারে আটকাইয়া রাখা যাহাতে তাঁহাদের বদলা হিসাবে কলিকাতায় পাকিস্তান মিশনের প্রাক্তন শ্রীহোসেন আলিকে সদলবলে পাকিস্তানে টানিয়া আনিতে পারেন। কাজটা আন্তর্জাতিক নীতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু চোরা কি আর ধর্মের কাহিনী শোনে? নয়াদিল্লিকেও তাই পালটা ব্যবস্থা লইতে হইয়াছে।

ঢাকায় কূটনীতিক মিশন তুলিয়া দেওয়াতে কিংবা কলিকাতা হইতে পাকিস্তানী মিশন উঠিয়া যাওয়াতে ভারতবর্ষের কোনও ক্ষতি হয় নাই। পাকিস্তান হয়তো ভাবিয়াছে ঢাকায় কোনও ভারতীয় কূটনীতিক না থাকিলে বাংলাদেশে তাহার অপকর্মের কথা কেহ জানিতে পারিবে না, সে কাহিনী গুপ্তই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু তাহার গোপন কথা তো আর ভারতবর্ষ বেফাঁস করিয়া দিতেছে না। শত চেষ্টাতেও সে কেলেঙ্কারি ঢাকা দেওয়া যাইবে না—ঢাকা শহর হইতে তাবৎ কূটনীতিক মিশনকে বিদায় দিলেও নয়। তবে গায়ের জ্বালায় পাকিস্তান যাহা করিয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষের অসুবিধা কিছু হইবে না। ঢাকায় পাকিস্তানের অধিকার নামমাত্র। এখনও যাহাকে ইসলামাবাদ পূর্ব-পাকিস্তান বলিয়া চালাইতে চায় সেখানে তাহার প্রভুত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে, সেখানকার দিগন্ত নূতন সূর্যোদয়ে প্রদীপ্ত। তাহার নাম এখন বাংলাদেশ। পাকিস্তানের ছাড়পত্র লইয়া সে দেশে কূটনীতিক মিশন রাখা এখন অর্থহীন। মৃতের শহরে ভারতীয় ডেপুটি হাই-কমিশন কোন্ কার্য করিতে পারিত? লজ্জাসরমের বালাই তো জঙ্গীশাহীর নাই। কূটনীতিক নিয়মকানুন লঙ্ঘন করিতে তাহার তো আর বাধে না। কাজেই কখন কী ঘটে ভাবিয়া হাই-কমিশনের ভারতীয় কর্মীদের সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকিতে হইত। দেশে ফিরিতে পারিলে তাঁহারা অন্তত ঘুমাইয়া বাঁচেন।

কলিকাতায় পাকিস্তান কূটনীতিক মিশন রাখিবে কি রাখিবে না, সেটা স্থির করিবে পাকিস্তান। সে তত্ত্ব লইয়া আমাদের মাথা ঘামানো নিষ্প্রয়োজন। তবে ঢাকায় ভারতীয় মিশন বন্ধ করিয়া দিবার পর পাকিস্তান যদি এখানে তাহার মিশন চালাইতে চাহিত তাহা হইলে সে আবদার তো আর রক্ষা করা যাইত না। সম্ভবত সে কথা ভাবিয়াই পাকিস্তান সে দাবি তোলে নাই। আর তুলিবেই বা কোন্ মুখে? সীমান্তের ওপারের অঞ্চল তো তাহার বেদখল হইয়াছে। তাহার তরফ হইতে কোন্ কূটনৈতিক কাজটা তাহার মিশন কলিকাতায় বসিয়া করিবে। গুপ্তচরবৃত্তি অবশ্য করিতে পারিত। কিন্তু সে কাজ কলিকাতার এই উত্তপ্ত আবহাওয়ায় করা আদৌ সম্ভব নয়। গোয়েন্দাগিরি কেহ খোলাখুলি করে না, করে গোপনে, প্রকাশ্যে। ভালমানুষ সাজিয়া। কিন্তু পাকিস্তানের স্বরূপ তো এ রাজ্যে জাহির হইয়া গিয়াছে। এখন গুপ্তচর হওয়াও তো চলিবে না। অতএব মানে মানে সরিয়া পড়াই পাকিস্তানের কাছে বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া মনে হইয়াছে। তবে যাইবার আগে মরণ-কামড় সে দিতে চাহিতেছে।

ইতিহাসের আলোকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম

১৯৭১ সনের ১৭ই এপ্রিল কুষ্ঠিয়া জেলার মুজিবনগরে এক প্রাচীন আম্রকুঞ্জে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা দেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হল। অনুষ্ঠানটি অনাড়ম্বর ও সংক্ষিপ্ত কিন্তু এর গুরুত্ব অসাধারণ।

যে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ, ইতিহাসে এর অনুরূপ নজির হল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম। ১৯৫ বছর আগে (জুলাই ৪, ১৭৭৬) আমেরিকার ১৩টি উপনিবেশ ইংলণ্ডের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। সেদিন আমেরিকাবাসীর প্রধান অভিযোগ ছিল ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে। একই জাতির লোক, উভয়ের ভাষা একই, তবু আমেরিকানরা তিন হাজার মাইল দূরে অবস্থিত ইংরেজদের প্রাধান্য ও সর্বপ্রকার আধিপত্য বিলোপ করতে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। টমাস জেফারসন রচিত মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক দলিলে পরিণত হয়েছে, তার কারণ শুধু আমেরিকাবাসীর নয়, সমগ্র মানবজাতির মৌল অধিকারের কথা এতে ধ্বনিত হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণায় এই বিশ্বমানব-দলিলের মূল যুক্তি আর একবার গৃহীত হল, আমেরিকানরা যে অধিকার আদায় করে নিয়েছিলেন, অনুরূপ পটভূমিকায় ও রক্তঝরা পরিবেশে বাঙালীরা তার জন্য সংগ্রাম শুরু করলেন। এই ঘোষণাপত্রের আংশিক বাংলা অনুবাদ এখানে দিই, মনে হবে আমেরিকানদের ঘোষণা নয়, বাঙালীদের ঘোষণা।

ঘটনাপ্রবাহে যখন একটি জাতির পক্ষে অপর একটি জাতির সঙ্গে রাজনৈতিক বন্ধন ছিন্ন করা এবং প্রকৃতির ও তার স্রষ্টার নিয়মে বিশ্বের শক্তিগুলির মধ্যে পৃথক ও সমান আসন অধিকার করা প্রয়োজন হয়ে ওঠে, তখন মানবজাতির মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই পৃথক হওয়ার কারণগুলি ঘোষণা করা আবশ্যক হয়।

আমরা এই সত্যগুলি সর্বস্বীকৃত বলে বিশ্বাস করি: সকল মানুষ সমান, স্রষ্টা তাদের যে অবিচ্ছেদ্য অধিকার দান করেছেন তার মধ্যে আছে জীবন, স্বাধীনতা ও সুখানুসরণের অধিকার; এই অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের সম্মতি-ভিত্তিক সরকার গঠিত হয়; যখনই কোন সরকার এই উদ্দেশ্য ধ্বংস করতে উদ্যত হয়, তখন সেই জনসাধারণের সেই সরকারকে পরিবর্তন বা বিলোপ করে নূতন সরকার গঠনের অধিকার আছে।

*

যে যে কারণে আমেরিকার উপনিবেশ ইংলণ্ডের শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সে সব তো আছেই, তার অতিরিক্তও আছে। আমেরিকান ও ইংরেজদের ভাষা ছিল এক, সংস্কৃতির উৎস ছিল একই, ইংলণ্ডের লোক নূতন মহাদেশে গিয়ে নূতন ইংলণ্ড গড়ে তুলেছিল। কিন্তু বাংলা দেশের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেদের সঙ্গে এই আন্তর যোগসূত্র নেই। উর্দুভাষী পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকের কাছে বাংলা ভাষা ও বাঙালীর সংস্কৃতি নেহাৎ তুচ্ছ; বাঙালী গোলামের জাতি, বাংলাদেশের সম্পদ তো তাদের ভোগের জন্যই। বাঙালীর শৌর্য তাদের কাছে অবজ্ঞার বস্তু। দুই দিনে তারা বাংলাদেশকে 'খতম' করে দেবে আস্ফালন করেছিল। লম্বাচওড়া শক্তদেহের খানেরা কোমলদেহী বাঙালীকে তাচ্ছিল্য করেছে। পাথরের মধ্যে স্ফুলিঙ্গ থাকে বটে কিন্তু কোমল মেঘের মধ্যে লুকিয়ে থাকে পর্বতবিদীর্ণকারী বজ্র। বাঙালী এই শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ।

আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার পর বৃটিশ সরকার স্বেচ্ছায় উপনিবেশ

নারায়ণচন্দ্র চন্দ

ছেড়ে দেয়নি; রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ভিতর দিয়ে বিপুল অস্ত্রবল নিয়ে বিদ্রোহীদের দমন করে শোষণ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেছিল। প্রথম যুদ্ধে পেশাদার ইংরেজ সৈন্যের বিরুদ্ধে জরজ ওয়াশিংটনের সৈন্যবাহিনী পরাজিত ও দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হল। এদের তখন চরম সংকটকাল। তাদের উদ্যম কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? একটি মহাদেশ কি চিরদিন ক্ষুদ্র দ্বীপের পদানত হয়ে থাকবে? মাকড়সা যেমন নিজের চেয়েও বৃহৎ পতঙ্গকে জালে আবদ্ধ করে তার প্রাণরস শোষণ করে নেয়, সেইরূপ জালবদ্ধ পতঙ্গ হয়ে থাকাই কি তাদের বিধিলিপি? এইরূপ চিন্তায় সবাই যখন ভারাক্রান্ত সেই সময় স্বাধীনতা যোদ্ধাদের মনোবল ফিরিয়ে আনতে ও জয়লাভে উদ্বুদ্ধ করতে ইংরেজ লেখক টমাস পেইন যে পুস্তিকা লিখেছিলেন, আমেরিকাবাসীর মনে তা অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। শোনা যায়, সৈন্যশিবিরে বসে যুদ্ধদামামার চামড়ার ওপর পেইন এই মৃতসঞ্জীবনী-সম কথাগুলি লিখেছিলেন। জরজ ওয়াশিংটন নিজে পড়ে অভিভূত হয়েছিলেন, সৈন্যদলের কাছে উচ্চকণ্ঠে পাঠ করে শোনানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। এই লেখা সেদিন স্বাধীনতার সৈনিকদের উৎসাহিত করেছিল। সর্বদেশে এবং সর্বকালে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে এটি প্রাণমাতানো আহ্বান। বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর কাছে মনে হবে এটি তাদেরই উদ্দেশ্যে রচিত এক উদার দেশপ্রেমিকের বিদ্যুৎসঞ্চারী বাণী। 'সংকট' শীর্ষক রচনার প্রথম ও শেষ অংশের অনুবাদ দিচ্ছি:

এই সময় মানুষের অন্তরাত্মার পরীক্ষার সময়। সুদিনের সৈনিক (সামার সোলজার) ও সুখান্বেষী দেশপ্রেমিক (সানসাইন পেট্রিয়ট) এই সংকটকালে দেশের সেবা থেকে পিছিয়ে পড়বে কিন্তু যে ব্যক্তি এই সময়ে বুক ফুলিয়ে রুখে দাঁড়াবে, সে-ই নরনারীর ভালবাসা ও ধন্যবাদের যোগ্য। স্বৈরাচার নরকের অত্যাচারের মত সহজেই দমিত হয় না; তবু আমাদের এই সান্ত্বনা আছে যে, সংগ্রাম যত কঠিন হবে, বিজয় হবে তত গৌরবময়। যা আমরা অল্পায়াসে অর্জন করতে পারি, তার মূল্য দিই খুব কম। যে জিনিস যত মহার্ঘ, তা তত মূল্যবান। কোন্ জিনিসের কি রকম মূল্য নির্ধারণ করতে হয়, তা ঈশ্বরের জানা। যদি স্বাধীনতার মত স্বর্গীয় বস্তুর জন্য উচ্চমূল্য নির্দিষ্ট না হত, তবে তা সত্যই বিস্ময়ের ব্যাপার হত। বৃটেনের তার স্বৈরাচার প্রয়োগ করার জন্য সৈন্যবাহিনী নিয়ে ঘোষণা করেছে, আমাদের সর্বপ্রকারে বেঁধে রাখার অধিকার তার আছে। এইভাবে বন্ধন অবস্থা যদি দাসত্ব না হয়, তবে পৃথিবীতে দাসত্ব বলে কিছু নেই।

আমরা আবার মিলিত হয়েছি; আমাদের মহাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ অংশে নূতন সৈন্য সংগ্রহের কাজ চলেছে। অস্ত্রে ও পোষাকপরিচ্ছদে সজ্জিত ৬০ হাজার সৈন্য নিয়ে আমরা পরবর্তী অভিযান আরম্ভ করতে পারব। এই হল আমাদের অবস্থা। ধৈর্য ও অধ্যবসায় প্রয়োগ করে আমরা আশা করতে পারি গৌরবোজ্জ্বল সুফল, ভীরুতা ও আত্মসমর্পণের ফল হবে নানা দুর্ভোগ—বিধ্বস্ত দেশ, জনশূন্য নগর,—নিরাপত্তাবিহীন বাসস্থান—আশাহীন দাসত্ব—আমাদের বাড়িগুলি হবে দখলদার সৈন্যদের আবাস ও কুৎসিত লীলাক্ষেত্র আর আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর হবে পিতৃত্বের পরিচয়হীন। এই চিত্র অবলোকন করুন, এর জন্য অশ্রুপাত করুন। তা সত্ত্বেও যদি এমন কোন মূঢ় নরাধম থাকে যে এগুলি বিশ্বাস করে না, তার ফল সে ভোগ করুক; তার জন্য কেউ বিন্দুমাত্র শোক করবে না।

—টমাস পেইন, ডিসেম্বর ২৩, ১৭৭৬

*

ইতিহাসর পুনরাবৃত্তি ঘটে, এই সত্য প্রমাণিত হল। জীবন, স্বাধীনতা ও সুখানুসরণের অধিকার অর্জন করতে আমেরিকানরা যে দুঃখদুর্দশা ও সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন, আজকের বাংলাদেশের অধিবাসীরা ঠিক সেই সংকটের আবর্তে। সেদিন ফ্রান্স লা-ফায়েতের অধিনায়কত্বে স্বেচ্ছাসৈনিক নিয়ে মারকিন মুক্তিফৌজের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। বাংলা দেশের পাশে এখনো কোন মানবদরদী লা-ফায়েৎ আসেননি। কিন্তু ইতিহাসের নিয়ম যদি অমোঘ হয়, বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম হবে না।

সম্পাদক সমীপেষু

নজস্ব বক্তব্য: মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।

রাষ্ট্রপুঞ্জ কী করছে?

আমি আপনার জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে বর্তমান 'বাংলাদেশের' গণহত্যার ব্যাপারে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিষ্ক্রিয় ভূমিকাকে অত্যন্ত তীব্রভাষায় ধিক্কার জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে সমস্ত বিবেকসম্পন্ন তথা মানবপূজারী দেশগুলোর কাছে আবেদন করছি তাঁরা যেন অবিলম্বে রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে এই গণহত্যার সুবিচার দাবী করেন।

১৯৪৬ সালের ১৩ ডিসেমবর রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের…কথাটা অল্পবিস্তর সকলেরই জানা আছে। ঐ পরিষদে গণহত্যা নিবারণ ও নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে এক চুক্তির খসড়া পেশ করা হয়। তারপর যথাক্রমে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেমবর ঐ চুক্তি গৃহীত হয় এবং ১৯৫১ সালের ১২ জানুয়ারি তা কার্যে রূপায়িত হয়। উক্ত চুক্তিতে গণহত্যার সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছিল যে কোন এক জাতি, রক্ত ও অন্যান্য ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ মানবজাতি বা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে পুরোপুরি বা আংশিকভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য যে কাজ করে তাই গণহত্যা। পরিষদের অধিবেশনে আরও বলা হয়েছিল ঐ অপরাধের সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁরা আন্তর্জাতিক আইনানুসারে দণ্ডনীয়।

গণহত্যা অর্থ যদি এই দাঁড়ায় তাহলে "বাংলাদেশে" কি সত্যিই গণহত্যা হচ্ছে না? পশ্চিমী বর্বর রক্তপিপাসু ইয়াহিয়া যে নিষ্ঠুর নরমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করেছে তা কি গণহত্যা নয়?

এই যদি রাষ্ট্রপুঞ্জের আসল চরিত্র হয় তাহলে কিসের জন্য ঐ রাষ্ট্রপুঞ্জ? আর কিসের জনাই বা সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা? তাই সমস্ত বিবেকসম্পন্ন তথা মানবপূজারী দেশগুলোর কাছে আমার জিজ্ঞাসা এই ব্যাপারে তাঁরা এখনও কেন নীরব? **—জীবনকুমার মজুমদার, মছলন্দপুর, ২৪ পরগণা।**

॥ ২ ॥

ভাবতে গেলে আশ্চর্য হতে হয় যে, রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে যে সকল বৃহৎ ও মাঝারি রাষ্ট্রসমূহ প্রায়ই বিভিন্ন বিষয়ে মুখর হয়ে ওঠে, আজ কিন্তু 'বাংলাদেশের' পরিস্থিতি সম্পর্কে তারা একেবারে নীরব। ভিয়েতনাম, হাঙ্গারি, চেকোশ্লোভাকিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও কোরিয়া নিয়ে বৃহৎ শক্তিবর্গ অনেক অশ্রু ঝরিয়েছে এবং নিরাপত্তা পরিষদে তর্কের ঝড় তুলেছে। অবশ্য উপরোক্ত সমস্যাগুলি বিশ্বকে মহাযুদ্ধের বিভীষিকার মুখে ঠেলে দিতে পারত বিশেষত গত পঞ্চাশের দশকে। এটাও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলির স্বার্থে আঘাত লাগলেই তারা রাষ্ট্রসংঘকে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার করবার নানা কৌশল করেছে। বর্তমান বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে ঔদাসীন্যের অন্যতম কারণ হয়তো এই যে, বৃহৎ শক্তিবর্গ রাষ্ট্রসংঘে হৈ চৈ না করে পর্দার অন্তরাল থেকেই বাংলাদেশের পরিস্থিতিকে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার করতে সচেষ্ট। **—গৌতম সেন, কলকাতা—১৪।**

ডাক্তারি পড়তে চাই

আমি নৈহাটি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের ছাত্র। বায়ো-সাইনস নিয়ে এবার পারট-টু দিচ্ছি। আমি পারট ওয়ান ডিসটিংসন নিয়ে পাস করেছি। আমরা চার ভাইবোন ও মা, পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার পটুয়াখালি থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এসে পি এল ক্যাম্প চাঁদমারীতে আশ্রয় পেয়েছিলাম। কয়েক বছর হল আমরা পুনর্বসতি পেয়েছি। আমার দাদা কারখানায় মজুরের কাজ করে। তার সামান্য আয়ে আমাদের সংসার কোনমত চলছে। আমার খুব ইচ্ছে ডাক্তারী পড়ব। দাদা ও মায়েরও খুব ইচ্ছে। কিন্তু আমরা গরীব ঘরের লোক। আমার ডাক্তারী পড়ার মত ক্ষমতা নেই। বিদেশের সরকার গরীবদের পড়াবার বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু আমাদের ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার কোন ব্যবস্থা করেন কি না জানা নেই। আমাদের মত গরীবদের ডাক্তারী পড়া হবে কি না জানি না। তাই আমি ভারতবাসী ও সরকারের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করছি। যে কোন দয়াবান লোক আমায় ডাক্তারী পড়ার সাহায্য ও বন্দোবস্ত করে দিতে এগিয়ে আসবেন কি? আমি আশা করি, কোন ব্যক্তি বা সরকার কোন ব্যবস্থা করবেন। আমি যে কোন চুক্তি মেনে নিতে প্রস্তুত। **—বিধান রায় চৌধুরী, ৫।৭৬৪, কাটাগঞ্জ, পোঃ কাটাগঞ্জ, নদীয়া।**

বয়স্ক শিক্ষা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজকল্যাণ দফতরের অধীন প্রায় গোটা কুড়ি-পঁচিশ বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র আছে, যেখানে দিনের বেলায় বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত উদ্বাস্তু শ্রমিক ও কৃষকেরা রাত্রে শিশুশ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষালাভ করে। কিন্তু সন্দেহ হয় সরকারী সরব প্রচার সত্ত্বেও এই পরিকল্পনাটি সরকারী অন্যান্য অনেক পরিকল্পনার মত ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয়।

এইসব স্কুলের নিজস্ব কোন গৃহ নেই বা ভাড়া দেবারও আর্থিক সঙ্গতি নেই। সম্পূর্ণ পরের করুণার ওপর নির্ভরশীল। অদূর ভবিষ্যতেও যে স্ব-নির্ভর হতে পারবে তা আশা করা বাতুলতা মাত্র। কারণ, সরকারী নির্দেশানুসারে ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন ত দূরের কথা, কোন কারণে কোন চাঁদা গ্রহণও সম্ভব নয়। এছাড়া আরও হাজার রকমের অসুবিধে আছে।

উদ্বাস্তুদের শিক্ষা প্রসারকল্পে নতুন স্কুল (আনন্দবাজার পত্রিকা ১০ মারচ) স্থাপনের পূর্বে এই সকল স্কুলের কথা বিশেষভাবে চিন্তা করতে শ্রমিক-কৃষক-দরদী সরকারের বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয় ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ করছি, যাতে কিনা সত্য সত্যই অন্তত কিছু প্রকৃত উদ্বাস্তু কৃষক ও শ্রমিক ছাত্রদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। কিছুতেই ভোলা উচিত নয় এই সকল উদ্বাস্তু আজ তাদের দুর্ভাগ্যকে জয় করতে বদ্ধপরিকর। **—শিক্ষকবৃন্দ, উল্টাডাঙ্গা লোকশিক্ষা কেন্দ্র, কলকাতা-৪।**

এ ছাড়া ...

গত ২০ এপরিল মঙ্গলবার ইটিণ্ডা থেকে বসিরহাট কলেজে আসার সময় দুপুরের দিকে বাসে একটি ব্যাগ ফেলে এসেছি। ব্যাগের ভেতর আমার ম্যাট্রিক, আই এ, বি এ সারটিফিকেট, কিছু দলিল, পাকিস্তানী ব্যাংকের চেক-বুক, কিছু পাকিস্তানী টাকা ছিল। কোন সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকলে আনন্দবাজার অফিসে অথবা নিম্নলিখিত ঠিকানায় দিলে খুব উপকৃত হব। সম্প্রতিক পাকিস্তানী হামলায় বাংলা দেশ (খুলনা) থেকে বিতাড়িত আমি একজন উদ্বাস্তু। **—বীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, মৈত্রবাগান ক্যাম্প, বসিরহাট।**

সি-এম-ডি-এ প্রকল্পের কাজ

কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য, গৃহনির্মাণ ও শহর-উন্নয়ন দপ্তরের সেক্রেটারি শ্রী কে. কে. দাস সি-এম-ডি-এ প্রকল্পগুলি পর্যালোচনার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ৯২টি প্রকল্পের মধ্যে কোন্ প্রকল্প কতদূর অগ্রসর হইয়াছে কোন্ জিনিসের অভাবে প্রকল্প কোন্ পর্যায়ে আটকাইয়া গিয়াছে, তাহা তিনি নিজেই দেখিয়া গিয়াছেন। পানীয় [illegible] সরবরাহ বাড়ানোর ব্যবস্থা হইয়াছে, কলিকাতা ও হাওড়ায় কিছু বস্তিতে [illegible] ব্যবস্থা দূর করার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। কালীঘাটের নীচে আদিগঙ্গা গভীর করা হইতেছে, ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী নির্মাণের কাজ শহরের বিভিন্ন এলাকায় আরম্ভ হইয়াছে। চেতলা ব্রিজের কাজেও হাত পড়িয়াছে। যে মহানগরীতে শহর-উন্নয়নের ব্যাপারে কোন কর্মচাঞ্চল্য ছিল না, সেই শহরে নূতন করিয়া কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি হইয়াছে।

অবশ্য কাজ আরম্ভ হইলেই প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয় না। সি-এম-ডি-এ প্রকল্পগুলি চালু রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে টাকা ছাড়া আরও কিছু প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, কলিকাতা পৌরসভা বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওইসব ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কোনও অনুরোধ জানান নাই। শ্রী দাস কলিকাতায় না আসিলে প্রকল্পগুলির কাজ হয়তো মাঝপথেই কিছুদিন আটকাইয়া থাকিত। ওয়াগনের অভাবে কলিকাতার রাস্তা মেরামতের জন্য স্টোন-চিপস আসিতেছে না। শ্রী দাস এ ব্যাপারে রেল-বোর্ডের সঙ্গে কথা বলিবার দায়িত্ব লইয়াছেন। হাওড়া স্টেশনের প্রস্তাবিত নূতন ট্রাফিক ব্যবস্থার জন্য ট্রামের রেল বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইবে। টালা-পলতা জলের পাইপ তৈয়ারির জন্য বিশেষ ইস্পাতও আমদানি করিতে হইবে। ইহা ছাড়া, ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী, আবর্জনা-অপসারণ ও অন্যান্য কাজের জন্য ২ হাজার মেট্রিক টন ইস্পাতের প্রয়োজন। এই ইস্পাত আগেই বরাদ্দ করা হইয়াছে। ট্রামের রেল ও পাইপ তৈয়ারির ইস্পাত আমদানির ব্যাপারে বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুরেরও ব্যবস্থা হইতেছে। শ্রী দাস নিজে কলিকাতায় আসার ফলে প্রকল্পগুলির কাজ অব্যাহত থাকিবে বলিয়া মনে হইতেছে। প্রকল্পগুলির কাজের ভার বিভিন্ন সংস্থার উপর অর্পণ করা হইয়াছে বলিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত হইবে বলিয়া শ্রী দাস আশা ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু কাজের ভার দিলে বা টাকা দিলেই কাজ হয় না। কাজ হইতেছে কি না, তাহা ভালরকম তদারকির ব্যবস্থা থাকা দরকার। কলিকাতা পৌরসভাকে পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের জন্য গত বৎসর কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকা দিয়াছিলেন তাহার একটি অংশ লরি কিনিতে খরচ হইয়াছে। একই কোম্পানির লরি দুইটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দুই দামে কেনা হইয়াছে। স্ট্র্যান্ড রোডে কয়েক বৎসর আগে কাজ আরম্ভ হইয়াছে, ডালহৌসি এলাকাতেও দীর্ঘকাল খোঁড়াখুঁড়ি চলিতেছে। এসপ্লানেডের নিকট চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ চওড়া করার কাজ কয়েক মাস আগে আরম্ভ হইয়াছে। রাস্তার উপর বিভিন্ন জিনিস রাখিয়া ট্রাফিক চলাচলের পথ সংকীর্ণ করা হইয়াছে। কিন্তু এইসব কাজ যে কবে শেষ হইবে, তাহা কাহারও পক্ষে অনুমান করাও কঠিন। ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী নির্মাণের কাজও ওই একই গতিতে চলিতেছে। অন্যান্য দেশের বড় শহরে রাস্তাঘাট ও পয়ঃপ্রণালী, এমন কী গৃহনির্মাণের কাজও এমন শ্লথ-গতিতে হয় না। ওইসব দেশে দুই শিফ্‌ট তো বটেই, কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মীদের ২৪ ঘণ্টা কাজ করিতে দেখা যায়। কলিকাতা শহরে এক শিফটে কাজের ব্যবস্থা থাকায় কর্মীরা কখন কাজ করে, তাহাও জানিবার উপায় নাই। কাজ তদারকির ব্যবস্থা চালু করিতে পারিলেই বিলম্বে হইলেও প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির আশা করা যায়।

ইতিহাস কিছু ভোলে না

দুনিয়ার ইতিহাসে এই প্রথম হাতে-নাতে প্রমাণ হতে চলেছে, সামরিক একনায়কত্বও নয়—অসামরিক জনসাধারণই প্রকৃতপক্ষে চরম একটি শক্তি। জনগণ শ্রেষ্ঠ শক্তি—আমাদের এ বিশ্বাস তো আসলে ছিল নীতিবাক্যে আনুগত্যের মতো, যথা: চুরি করা বড় দোষ। মনে আমরা কোনদিনও কি মানতাম একে! এটি অষ্টপ্রহর আমরা ব্যবহার করেছি রাজনীতির দরবারে মোল্লাপুরুতের 'দিব্যবাণী' আওড়ানো মাত্র। আমরা এমনও বলেছিলাম, জনগণ শক্তি বটে—তবে কিনা রাইফেলই শক্তির উৎস। রাইফেল যে ধরে, তার একজোড়া বাহু এবং মন যেন কিছু নয়।

সে যাই হোক, মুখে যতই জনগণ বলে যত চেঁচাই—সামরিক একনায়কত্ব তথা সামরিক অভ্যুত্থানের মহামারীর গ্রাস—বুকে হাত দিয়ে বলা যেতে পারে, আমাদের কীভাবে পাণ্ডুর করে তোলে। কিন্তু আজ 'বাংলাদেশ' সাক্ষী, সামরিক শক্তি কোন জগদ্দল বোঝা আদৌ নয়, বিশালতম কোন অচলায়তনও নয়—জনগণ ইচ্ছে করলে তাকেও উৎখাত করতে পারে। প্রমাণ হল, গণতন্ত্রই সভ্যতার প্রকৃত নিয়ামক। বাংলাদেশের এই ঘটনার পর দুনিয়ার যেখানে-যেখানে সামরিক একনায়কতন্ত্র রয়েছে, সেখানের সচেতন মানবমাত্রেই আজ দ্রুত চকিতে নড়ে উঠতে বাধ্য। ইতিহাসে একটা নতুন সত্য হাতে নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটি যুগের সূচনা করল 'বাংলাদেশ।' দুনিয়ার যেখানে যত সামরিক একনায়ক আছে, কিংবা সামরিক অভ্যুত্থানের গোপন ষড়যন্ত্রে যারা এখন লিপ্ত, এমনকি যে সাধারণ মানুষটিও গণতন্ত্রের কোন্দলকেচ্ছা-কলুষিত আবহাওয়ায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে 'মিলিটারী শাসনই আসুক' বলে চাপা বিক্ষোভ প্রকাশ করছে,—তাদের মাথায় ধূসর রঙের বিশেষ পদার্থটি থাকলে অবশ্যই উদ্বিগ্ন হবে এবং ভাববে।

*

পক্ষান্তরে জনগণের কাছেও এ একটা শিক্ষা। কতখানি রক্ত দিতে হয়, হাতে-নাতে জানা গেল। আরও জানা গেল, ধর্ম মানুষের সমাজে যতখানি শুভকে নিয়ে আসে, অশুভকে নিয়ে আসে তারও বেশি। ধর্ম যখন 'জাতীয় সংহতি ও অখণ্ডতা'র দাবি করে, তখন সে স্বয়ং শয়তানেরই প্রতিনিধি হয়ে ওঠে।

আর বাঙালী মুসলমান জনসাধারণের তো এ একটা প্রায়শ্চিত্ত। বড় সহজে সকালে ঘুম ভেঙে যে স্বপ্নের সোনা বাস্তব হয়েছিল 'ছপ্পর ফুঁড়ে' পড়া ধনের মতো যা—তার মূল্য ইতিহাসের পাওনা ছিল না কি? তবে যেন—খুব বেশি হয়ে গেল এ মূল্যশোধের পরিমাণ। এত রক্ত! আসলের চেয়ে সুদটা এত বেশি।

এবং আমাদের সামনে আজ ওই সুর্যদীঘল দর্পণ। যারা ধর্মকে জাতি গঠনের অন্যতম উপাদান মনে করি, সেই সব সাধু সাবধান! যারা এখনও ধর্মকে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবন থেকে বাইরের বৃহত্তর সমাজজীবনে টেনে আনি, তারা হুঁশিয়ার। ইতিহাস কিছু ভোলে না। সে আমাদেরই অস্তিত্বের সামূহিক একটি রূপ—আমরা সবাই তার মধ্যে আছি; তবু তার নিজস্ব স্বতন্ত্র একটি অবজেকটিভ সত্তা আছে—নি য় মা ব লী আছে। প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের মতো সে একটি সুব্যক্ত স্বাধীনতাস্রোত—তার কাছে কোন হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টান নেই।

ওই সূর্যদীঘল দর্পণে আমাদের আজ সবটুকু দৃষ্টি দরকার। আমরা স্পষ্ট দেখব, ধর্ম এবং রাজনীতির কতদূরে দেশাত্মবোধের অবস্থিতি। আমরা জানব, এ তেইশ বছরে আমাদের চেহারা কী বিকৃত আর অমানুষিক হয়ে পড়েছে। বীভৎস ক্ষতলাঞ্ছিত আমাদের অস্তিত্ব সুপ্রকট হবে প্রতিবিম্বে। দেখতে পাব, কতখানি চাকর হয়ে পড়েছি আমরা। আমাদের রাজনৈতিক আন্তর্জাতিকতা, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সায়েব সাজা, বিলিতী ঢঙের নকলিয়ানা, খৃস্ট মাসে সমারোহে কেক খাওয়া কিংবা খোকাখুকুর জন্মদিনে 'হ্যাপি বার্থ ডে' গাওয়াসমেত কী হাস্যকর বেলেল্লা নফর এক ভাঁড়ের চেহারা!

*

আরও একটা কাণ্ড দেখা গেল। দুনিয়া আজ কোথায় এসে পৌঁছেছে! ঘোর রক্তসন্ধ্যা নেমেছে—চারদিকে বিশাল সব যন্ত্র। রোবোট। রাষ্ট্রসংঘের টেবিলে-টেবিলে ওরা কারা সব বসে আছে? আমরা এ যাবৎ বহুদেশে বহু হত্যা দেখেছি—এমনকি গণহত্যাও দেখেছি—কিন্তু আজ পূর্ববাংলায় বাংলাদেশে যা দেখছি, তার কোন নজির নেই। এই নজিরহীন ভয়ঙ্করতম গণহত্যাকাণ্ড চলছে, চলবে। রোবোটের নিজ নিজ কমপিউটারে যদি শেষ অবধি লাল সংকেত ফোটে, তবেই হুঁশিয়ারের বোতামে আঙুল পড়বে—নয়তো না। হায় রাষ্ট্র, হায় মানবতা। আপাতত শুধু আক্ষেপই সার।

আমরা বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা হাড়ে-হাড়ে ভীষণ আন্তর্জাতিক ছিলাম। আজ তো চোখ রেখেই অবাক। আমরা আমাদেরই। মুখের ওপর ভায়ের রক্ত এসে ছিটকে পড়ছে। এ রক্ত আমাদেরও ধমনীতে প্রবাহিণী। আজ আর আন্তর্জাতিক হতে পারছিনে। ওই সুবিশাল সূর্যদীঘল দর্পণে তাকিয়ে দেখছি, ওটা মিথ্যে, ওটা ভাঁড়ামি। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'র যে সুর যে দুঃখ তা আমাদেরই গভীরভাবে ছুঁয়েছে। অন্যেরা তো আসলে উৎসাহী দর্শক।

—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

জনসভায় জঙ্গীশাহীর প্রতি ধিক্কার

স্টাফ রিপোরটার

সোমবার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সহায়তা সমিতি আয়োজিত এক সভায় বাংলদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর ইয়াহিয়াশাহীর বর্বর আক্রমণের তীব্র নিন্দা করা হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীনিখিল দাস। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে ভারত সহ বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির কাছে বাংলাদেশের তাজউদ্দিন সরকারকে অবিলম্বে স্বাকৃতি দেবার দাবি জানানো হয়।

সভার শেষে এক মিছিল বেরিয়ে বাংলাদেশ মিশনে যায়। সেখানে ওই মিশনের প্রধান শ্রীহোসেন আলিকে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য সমিতির পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো হয়।

ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও শ্রীপ্রণব মুখারজি বক্তৃতা করেন।

কৃষ্ণনগরে মহিলা সমাজের দাবি

কৃষ্ণনগর, ২০ এপরিল—নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের পশ্চিমবঙ্গ পূর্বশাখা (নদীয়া) সমিতির উদ্যোগে এখানে এক মহিলা-সভা হয়ে গিয়েছে। শ্রীমতী অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে সভায় বাংলাদেশে গণহত্যা, বিশেষ করে নারী ও শিশু হত্যা ও অমানুষিক অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করে বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রামকে স্বাগত জানিয়ে এবং ভারত সরকারকে যথাসম্ভব সর্বপ্রকারে সাহায্য করার অনুরোধ করে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সজল শীতল বৈশাখ

শীতকালে ঠাণ্ডা পড়িবে, গ্রীষ্মকালে গরম, এইটাই স্বাভাবিক ঘটনা, এবং ইহারই জন্য সকলে মোটামুটি তৈয়ার হইয়া থাকে। এবারে সে-ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমটাই লক্ষণীয়। বৈশাখের প্রায় অর্ধাংশ পার হইয়া গেল, অথচ গরম পড়িবার লক্ষণ নাই। আবহ ঈষৎ তপ্ত হইয়া উঠিতে-না-উঠিতেই আকাশ জুড়িয়া মেঘ জমে, বাতাস ছোটে, ঝড় ওঠে, তারপর ঝমাঝম বর্ষণে সব কিছু ফের ঠাণ্ডা হইয়া যায়। যে-গ্রীষ্মে রাত্রিগুলি বিনিদ্র কাটে এবং বেলা একটু গড়াইবার পরেই বাতাসের ঝাপটাকে প্রায় আগুনের চাবুক বলিয়া মনে হয়, সেই রুদ্রমূর্তি গ্রীষ্ম এবারে কোথায় গেল? যে-গ্রীষ্মে পাখির কূজন পর্যন্ত স্তব্ধ হইয়া যায়, এবং রৌদ্রের চেহারা দেখিয়া রাজপথে বাহির হইতে ভরসা হয় না, সেই মারমূর্তি গ্রীষ্ম কি এবারে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে?

বোঝাই যাইতেছে, মানুষের হিসাব আর প্রকৃতির হিসাব সব সময়ে মেলে না। মানুষ তাহার সুবিধা অনুযায়ী বছরটাকে একেবারে সমান ছয় ভাগে ভাগ করিয়া ছয় ঋতুর মধ্যে সমান হিস্যায় বাঁটিয়া দিয়াছে। কিন্তু সেই বাঁটোয়ারার সম্মান সর্বদা রহে কই? অনেক ঋতুই তো নিজের নিজের বেড়া টপকাইয়া জবরদস্তি অন্যের এলাকায় ঢুকিয়া পড়ে। ভাব দেখিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক, গ্রীষ্ম যেমন ফি-বছরই শেষ বসন্তের এলাকায় ঢুকিয়া চোখ রাঙায়, বর্ষাও এবারে তেমনি গ্রীষ্মকে হটাইয়া দিয়া বৈশাখের দখল লইয়াছে। অবস্থাটা প্রায় বর্ষারই মতো। অন্তত এক-এক সময়ে আকাশ এমন অন্ধকার হইয়া যায় যে, বর্ষাকালীন আকাশের সঙ্গে তখন আর তাহার বিশেষ তফাত রহে না।

গ্রীষ্ম যে একেবারেই নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে, তাহা অবশ্য নয়। ঝড়-বাদলের ফাঁকে ফাঁকে খানিক খানিক গরম পড়ে বইকী। কিন্তু বর্ষণের দাপটে সেই গরম-ভাবটা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। এ যেন মাথার উপরে ঘড়া ঘড়া জল ঢালিয়া রগচটা রাগীবাবুকে ঠাণ্ডা করিবার ব্যবস্থা। সায়েন্স ফিকশন অর্থাৎ কল্পবিজ্ঞানের লেখকেরা এমন এক ভবিষ্যৎ-দিনের ছবি আঁকিয়াছেন, প্রকৃতি যখন মানুষের একেবারে ষোল-আনা আয়ত্তে আসিয়া যাইবে। তখন বেশী গরমও পড়িবে না, বেশী বৃষ্টিও ঝরিবে না। সব কিছুই ঘটিবে একেবারে মানুষের প্রয়োজন-মাফিক। বলা বাহুল্য, সেই ভবিষ্যৎ এখনও দূরবর্তী। ইতিমধ্যে লক্ষণীয়, প্রকৃতি দেবী নিজেই ঈষৎ প্রসন্ন হইয়া গ্রীষ্মকে শীতল করিয়া দিয়াছেন। গ্রীষ্মের এই শীতল সুন্দর চেহারা দেখিয়া সকলেই খুশী। একমাত্র পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকেরা ছাড়া। অন্যদের যে-ক্ষেত্রে গরমে ঘুম হয় না, এই সজল গ্রীষ্মই সে-ক্ষেত্রে তাহাদের ঘুম ছুটাইয়া দিয়াছে।

জম্মুতে সশস্ত্র পাকিস্তানীদের হানা

নিজস্ব সংবাদদাতা

জম্মু, ২৬ এপরিল—প্রায় ৩০ জন সশস্ত্র পাকিস্তানী এখানকার যুদ্ধ বিরতি সীমা রেখা পার হয়ে ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ করে এবং মাঝরাতে একজন ভারতীয় নাগরিকের বাড়িতে হানা দিয়ে সোনার গহনা ও টাকা পয়সা লুঠ করে চলে যায়। জামনগর অঞ্চলের কাঙ্গরি গ্রামে গত সপ্তাহের শেষ নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। সীমান্ত অঞ্চলেও যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা বরাবর পাকিস্তানী দৌরাত্ম্যের এটা সূচনা বলা যেতে পারে।

এদিকে যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা বরাবর পাকসৈন্যের সমাবেশ আবার নতুন করে শুরু হয়েছে।

যৎকিঞ্চিৎ

ডাকে-দেওয়া চিঠিপত্র, বিদ্যুৎ-বিল, ইণ্টারভিউ বা নিয়োগপত্র বিলি না করিয়া পুরানো কাগজের দোকানে বিক্রি করিলে দুই-চারিটা টাকা হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে অসংখ্য মানুষের কী বিপুল ক্ষতি হইতে পারে সে কাণ্ডজ্ঞান বিন্দুমাত্র থাকিলেও এ কাজ কাহারও পক্ষে করা কী করিয়া সম্ভব হইতে পারে, বুঝিতে পারি না। কাজেই এ কাজ যে করিয়াছে, তাহাকে হয় অপ্রকৃতিস্থ, না হয় পরের স্বার্থ সম্বন্ধে উদাসীন, একেবারে কর্তব্যজ্ঞানশূন্য অমানুষ বলিয়া মনে করিতে হয়। এরূপ কাহারও হাতে চিঠিপত্র ইত্যাদি বিলি করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার থাকা যে খুবে বিপজ্জনক, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। কে জানে, সে-সব চিঠিপত্রের মধ্যে কাহারও পিতার বা মাতার মরণাপন্ন অবস্থার সংবাদ, কোন দুর্ঘটনা বা অন্য কোন দুঃসংবাদ আছে কি না! বেকার ব্যক্তির নিকট প্রেরিত কর্মে নিয়োগের পত্র, কর্মপ্রার্থীর নিকট লেখা ইণ্টারভিউয়ের জন্য আহ্বানপত্রের মূল্যই কী কম! এইরূপ জানা-অজানা কত জরুরী প্রয়োজনের কথাই না চিঠিপত্রাদিতে থাকিতে পারে। বর্তমানে কাজে গাফিলতির ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার যে হাওয়া চারিদিকে বহিতেছে, বুঝিতে পারা যায়, দমদম ডাকঘরের যাহার বা যাহাদের নিকট হইতে চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রাপকের নিকট না গিয়া পুরানো কাগজের দোকানে পৌঁছিয়াছে তাহাদের গায়েও সেই হাওয়া লাগিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া বহুর স্বার্থেই এ অনাচার উপেক্ষা করা সঙ্গত হইবে না। অবিলম্বে তদন্ত করিয়া এই কুকাণ্ড যাহারা করিয়াছে তাহাদের কঠোরভাবে দণ্ডিত করিতে হইবে।

আয়ুব নিউ ইয়র্কের পথে লনডন

লনডন, ২৬ এপরিল—পূর্বতন পাক প্রেসিডেনট আয়ুব খান নিউ ইয়রক যাওয়ার পথে আজ লনডনে পৌঁছেছেন। তিনি চিকিৎসার জন্য নিউ ইয়রক যাচ্ছেন।

এখানে সাংবাদিকদের কাছে কিছু বলতে তিনি অস্বীকার করেন।

লনডনের পাক দূতাবাসের জনৈক মুখপাত্র বলেন, আয়ুব খান শল্য চিকিৎসার জন্য নিউ ইয়রক যাওয়ার পথে এখানে এসেছেন। 'আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি'। আয়ুব খানের কী অসুখ বা কোন হাসপাতালে তিনি ভর্তি হবেন, এ সম্পর্কে মুখপাত্রটি কিছু বলতে নারাজ হন। —ইউ এন আই

বাংলাদেশে দু'হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি ধ্বংস

অমিয় দেব রায়

আগরতলা, ২৬ এপরিল—হানাদার পাক সৈন্য গত চার সপ্তাহে বাংলা দেশে দুই হাজার কোটি টাকা মূল্যের সরকারী ও বেসরকারী সম্পত্তি ধ্বংস করেছে এটি হল প্রাথমিক হিসাব।

সীমান্ত অঞ্চলে পাওয়া এই খবরে আরও জানা যায়, বর্বর পাক সৈন্যের হাতে এ পর্যন্ত পাঁচ লাখ বাঙ্গালী নিহত হয়েছেন। আর ৩০ লাখ লোক হয়েছেন গৃহহারা।

জঙ্গীশাহীর অত্যাচারে দুই কোটিরও বেশী গ্রামবাসী সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত, পাঁচ হাজার গ্রাম ভস্মীভূত এবং একশটি বাণিজ্য কেন্দ্র ও পঞ্চাশটি দোকান ধ্বংস হয়েছে।

এ ছাড়া কামানের গোলায় এক হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন শিল্পোন্নয়ন প্রকল্প ও শিল্পকেন্দ্র বিনষ্ট হয়েছে। পাক সৈন্যের তাণ্ডবের পর জেলা ও মহকুমার সদর দফতরগুলি এখন জনশূন্যপ্রায়।

দু' দিন আগের বিত্তশালী ব্যক্তিটি আজ হয়েছেন নিঃস্ব, পথের ভিখারী। ইয়াহিয়ার রাজত্বে এখন জ্ঞানী, বিজ্ঞানী শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীবীদের কোন স্থান নেই। তাঁরা আজ প্রাণ বাঁচাতে প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে ভিখারির মত সপরিবারে পালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের মধ্যে ধরা পড়ে অনেকে আবার খুন হচ্ছেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জ সেকরেটারি জেনারেলের নিকট বিরোধী নেতার আবেদন

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৬ এপরিল—রাজ্যসভার বিরোধী দলের নেতা শ্রী এম এস গুরুপদস্বামী বাংলা দেশে রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্যবেক্ষক দল পাঠিয়ে রিপোরট সংগ্রহ করার জন্য এবং ঐ দেশের বর্তমান ঘটনায় হস্তক্ষেপ করার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সেকরেটারি জেনারেলের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, পাকিস্তানী হানাদারদের আক্রমণের বলি বাংলা দেশের অধিবাসীদের ত্রাণ ও অন্যান্য সাহায্যের জন্য সেকরেটারি জেনারেলের আন্তর্জাতিক রেডক্রশের ব্যবস্থা করা উচিত।

রাষ্ট্রপুঞ্জের সেকরেটারি জেনারেলের কাছে এক পত্রে তিনি বলেন, বাংলা দেশের বর্তমান ঘটনাবলী ঐ দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে এক নিষ্ঠুর এবং কুৎসিত অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

রেশনের বদলে বুলেট

জলপাইগুড়ি, ২৬ এপরিল—গতকাল বাংলা দেশের পঞ্চগড় শহরে প্রায় এক শ নিরীহ লোককে পাক ফৌজ নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করেছে। ওদের বলা হয়েছিল, তোমাদের রেশন দেওয়া হবে। ক্ষুধার্ত ওরা। তাই ছুটে এসেছিল হাতে থলি নিয়ে। দাঁড়িয়েছিল 'কিউ' দিয়ে। কিন্তু রেশন ওদের জোটেনি। ছুটেছে মেসিনগানের গুলি, প্রায় এক শ ব্যক্তি ওখানে প্রাণ হারায়। আজ এখানে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী এই খবরটি দেন।

আওয়ামী লীগের একজন মুখপাত্র জানান, নীলফামারির তেঙ্গরখার গ্রামে মুক্তি ফৌজের হাতে ১১ জন সমাজবিরোধী ধরা পড়ে। এরা পাক ফৌজকে সাহায্য করছিল। ধৃত সমাজবিরোধীদের কোরট মারশাল করে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। ঢাকায় চীনা সামরিক অফিসারদেরও ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে বলে একজন উদ্বাস্তু জানান।

—ইউ এন আই

বাংলাদেশে হত্যাকাণ্ড রোধে রাষ্ট্রপুঞ্জের সৈন্য পাঠানো উচিত

ডগলাস ম্যানের ছয় দফা প্রস্তাব

স্টাফ রিপোর্টার

ব্রিটিশ পারলামেনটে শ্রমিক দলের প্রতিনিধি শ্রী বি ডগলাস ম্যান বাংলাদেশ ঘুরে দেখে এসে সোমবার কলকাতায় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী ফৌজের নির্বিচারে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার জন্য অবিলম্বে রাষ্ট্রপুঞ্জের সেনাবাহিনী পাঠানো উচিত। এ ছাড়া পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অবরোধও করা দরকার।

বাংলাদেশের জনগণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য শ্রী ম্যান শনিবার ভারত সীমান্ত থেকে দু' মাইল ভিতরে বাংলাদেশের কোনও এক অঞ্চলে গিয়ে দু' ঘণ্টা ঘুরে দেখেছেন। বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শ্রীতাজুদ্দিন আহমেদ, উপদেষ্টা ডাঃ আশাবুল হক ও মেজর ওসমানের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলের অত্যাচারিত ও আহত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখেছেন, পাক ফৌজের অমানুষিক নির্যাতনের মর্মান্তিক কাহিনী ওই সব মানুষের মুখে শুনেছেন। নিরাপত্তার কারণে শ্রী ম্যান তাঁর চোখে দেখে আসা অঞ্চলের নাম বলতে চাননি। তবে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, ওখানে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের ভয়াবহ হিংস্রতার যে সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখে এলাম তাতে সারা বাংলাদেশে যে নারকীয় তাণ্ডব চলেছে তার সুস্পষ্ট চিত্র চোখের সামনে জ্বল-জ্বল করছে। বললেন, সর্বত্র আতঙ্কের আবহাওয়া। নারী, শিশু, বৃদ্ধ, কৃষক, অসামরিক জনসাধারণকে বেপরোয়া হত্যা করা হচ্ছে।

শ্রী ম্যান এদিন রাত্রে বিমানে লণ্ডন রওনা হচ্ছেন। বললেন, পৌঁছেই তিনি বাংলাদেশের জন্য তাঁর সরকারের কাছে এই ছয় দফা সুপারিশ করবেন : (১) পশ্চিম পাকিস্তানকে আর কোন রকম অস্ত্র দেওয়া চলবে না। (২) সমস্ত সাহায্য বন্ধ করতে হবে। (৩) আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অবরোধের জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৪) রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্যবেক্ষক দল ও রাষ্ট্রপুঞ্জ সামরিক বাহিনী বাংলাদেশে অবিলম্বে পাঠাতে হবে। (৫) রাষ্ট্রপুঞ্জ সামরিক বাহিনীর সাহায্যে বাংলাদেশে ত্রাণসামগ্রী পাঠাতে হবে এবং (৬) স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে। ব্রিটিশ সরকার যাতে এই সুপারিশগুলি অবিলম্বে কার্যকর করেন এজন্য তিনি সব রকমের চেষ্টা করবেন বলে জোরের সঙ্গে বলেন।

শ্রী ম্যান বলেন, পারলামেনটেও বিষয়টি তুলবেন। প্রয়োজন হলে পারলামেনটের বিশেষ অধিবেশনও ডাকার ব্যবস্থা করবেন।

পাকিস্তান সরকার কি পশ্চিমী শক্তিবর্গের কথা মেনে চলবেন? শ্রী ম্যান-এর জবাব : পশ্চিমের উপর পাকিস্তানকে নানা বিষয়ে নির্ভর করতে হয়, কাজেই না মেনে পারবে না।

ভারতের অস্ত্র সাহায্যের কথা ভিত্তিহীন

বাংলাদেশের যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চল ঘুরে দেখার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে শ্রী ম্যান বলেন, ভারত বাংলাদেশকে অস্ত্র সাহায্য করছে একথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তিনি যে সব অঞ্চল ঘুরেছেন তার কোথাও ভারতীয় অস্ত্রের কোন চিহ্নই নেই। তা ছাড়া মুক্তি ফৌজ যেভাবে লড়াই করছে ভারতের অস্ত্রসাহায্য পেলে পরিস্থিতি অন্য রকম দাঁড়াত। মুক্তি ফৌজের হাতে তিনি দেখেছেন, রাইফেল আর পাক ফৌজের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া অস্ত্র মেসিনগান ইত্যাদি। তবে তিনি পাক ফৌজের কাছ থেকে কেড়ে আনা অনেক চীনা অস্ত্র দেখেছেন বলে জানান।

জয় সুনিশ্চিত

শ্রী ম্যান বললেন, মুক্তি ফৌজের হাতে অস্ত্র না থাকলেও তাদের মনোবল অটুট, শুধু অটুট নয় বেড়েই চলেছে। জনগণের মধ্যেও তিনি ইস্পাতকঠিন মনোবল লক্ষ্য করেছেন। কাজেই বাংলাদেশ সরকার অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেলে অস্ত্র সংগ্রহের অসুবিধা হবে না বলে তিনি মনে করেন। অস্ত্র পেলে পাক ফৌজকে হটানো যাবে। তা ছাড়া কোনও বাইরের সামরিক শক্তি তা সে যত প্রচণ্ডই হোক না কেন, দেশের সমস্ত জনগণের প্রবল শত্রুতার মধ্যে তার টিকে থাকা অসম্ভব। সুতরাং বাংলাদেশের জয় সম্পর্কে শ্রী ম্যান নিঃসন্দেহ।

এর আগে গত শুক্রবার শ্রী ম্যান প্রেস ক্লাবে আর একদফা সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন। সে দিনের চেয়ে এবার পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠ অধিক সোচ্চার কেন? এই প্রশ্ন করতেই তাঁর ঝাঁঝালো জবাব : তখন শুধু সীমান্ত ঘুরে এসেছিলাম। ভিতরে ঢুকিনি তো। এবার স্বচক্ষে দেখে আসছি যে।

জঙ্গীশাহীর মিলিত কম্যানডের অবসান

মুক্তিফৌজের ক্রমাগত চাপের ফলে বাংলা দেশে জঙ্গীশাহীর মিলিত কমানড ভেঙে পড়ল। মুক্তিযোদ্ধারা দখলকারদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার ব্যাপারে যে সফল হয়েছেন এটাই তার প্রমাণ।

অগত্যা জঙ্গীশাহী তাদের মিলিত 'কমানড'-এর বদলে পূর্ব বাংলাকে তিনটি স্বতন্ত্র সামরিক 'সেকটর'-এ ভাগ করবে বলে ঠিক করেছে। এগুলির সদর হবে ঢাকা, কুমিল্লা ও বগুড়া। এছাড়া চতুর্থ একটি সেকটর-এর অধীনে থাকবে পূর্ব বাংলার সমগ্র জলপথ। তার সদর দফতর থাকবে চট্টগ্রামে। রেডিও পাকিস্তান খবরটি দিয়েছে। মুখরক্ষার জন্য ঢাকাতে একটি 'হেড-কোয়ারটারস'-এর ঠাট বজায় রাখা হবে।

প্রতিটি সেকটর দশটি করে সাব-সেকটরে বিভক্ত হবে।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

হাজারে হাজারে উদ্বাস্তু আসছে

প্রথম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমের পর

প্রকৃতভাবে সাহায্য না করে তা হলে ক্রমাগত উদ্বাস্তু এসে ভারতের আর্থিক কাঠামোকে বিপর্যস্ত করবে।

শ্রী গুহ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তিনি বলেন, ভারতেরই সর্বাগ্রে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত এবং নিরপরাধ জনসাধারণের উপর পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী যে অত্যাচার করছে তা বন্ধ করা উচিত।

তিনি সম্প্রতি সীমান্ত এলাকায় সফর করে এসেছেন। তিনি বলেন, এই যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশ থেকে প্রায় এক কোটি লোক ভারতে এসেছে।

উদ্বাস্তুর ছদ্মবেশে হাজার হাজার পাকিস্তানী চরও এদেশে এসেছে। তিনি ভারত সরকারকে তাদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে বলেন।

৫০,০০০ উদ্বাস্তু আসামে এসেছে

ধুবড়ি থেকে শ্রী জে কে চক্রবর্তী জানাচ্ছেন : শেরপুরে বোমাবর্ষণের ফলে ৫০,০০০-এরও বেশী উদ্বাস্তু বাংলাদেশ থেকে ময়মনসিং-গারো পাহাড় এলাকা দিয়ে আসামে প্রবেশ করেছে।

৩০০০-এরও বেশী লোক বাংলাদেশ থেকে গোয়ালপাড়া জেলায় আশ্রয় নিতে এসেছে। তাদেরও অধিকাংশ বালবৃদ্ধ-বনিতা।

বালুরঘাটে আড়াই লক্ষ উদ্বাস্তু

বালুরঘাট থেকে শ্রীরাধামোহন মহান্ত জানাচ্ছেন, পাকিস্তানী বাহিনীর অত্যাচারে নির্যাতিত বাংলাদেশের দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া ও রংপুরের সাড়ে ছয় লক্ষ লোকের মধ্যে আড়াই লক্ষ লোক বালুরঘাট সহরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তারপর থেকে ক্রমাগত দলে দলে উদ্বাস্তু আসছে।

জলপাইগুড়িতে আরও ৪টি শিবির

জলপাইগুড়ি থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, সীমান্ত অতিক্রম করে এপারে এ পর্যন্ত প্রায় ৪০ হাজার উদ্বাস্তু এসেছেন। বারটি শিবিরে এঁরা আছেন। এদিকে শরণার্থীদের আগমন অব্যাহত থাকায় শীঘ্রই আরও ৪টি শিবির খোলার ব্যবস্থা হয়েছে। শরণার্থীদের মধ্যে বেশির ভাগই কৃষক। এঁরা সঙ্গে করে প্রায় দশ হাজার গবাদি পশু নিয়ে এসেছেন। কিন্তু তাঁদের পক্ষে এই পশুদের খাদ্য যোগান দেওয়াও সম্ভব হচ্ছে না।

দূত-জায়ার প্রতি অশালীন আচরণ

প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের পর

অ্যাসিসট্যানট হাই কমিশনারের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিল না।

এই ঘটনার আগে পাকিস্তান ইনটারন্যাশনাল এয়ারওয়েজের বিমানে ঢাকা থেকে করাচি রওনা হওয়ার সময় ঢাকা বিমানবন্দরে শ্রীমতী সেনগুপ্তের দেহে জোর করে তল্লাসি চালানো হয়েছে জানতে পেরে ভারত সরকার আতঙ্কিত বোধ করছেন।

কূটনৈতিক রীতি-প্রকরণ সম্পর্কে ভিয়েনা সম্মেলনের বিধান আরও যে কতভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছে, বহির্বিষয়ক মন্ত্রক সে সম্পর্কে পাক হাই কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

২৩ এপ্রিল। করাচি বিমানবন্দরঃ শ্রীমতী সেনগুপ্ত ও ভারতীয় হাই কমিশনের নিয়মিত বার্তাবহকে বলা হয়, তাঁরা পাকিস্তান ত্যাগ করতে পারবেন না। ও'রা কে এল এম-এর বিমান ধরে দিল্লি রওনা হচ্ছিলেন। বিমানবন্দরের কর্তৃপক্ষ এই আদেশ দিয়ে অশালীন আচরণ করেছেন। ওই অফিসাররা নিঃসন্দেহে হুকুম অনুযায়ী কাজ করছিলেন।

তখন ভারতীয় হাই কমিশনার নিজে গিয়ে পাকিস্তান সরকারের বৈদেশিক সচিবের কাছ থেকে ওই দুজনের পাকিস্তান ত্যাগের অনুমতি সম্বলিত আদেশ নিয়ে আসেন।

পাক বৈদেশিক সচিবের সাহায্যের কথা স্বীকার করে নিয়েও ভারতের বহির্বিষয়ক মন্ত্রক এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ বোধ না করে পারছেন না এবং ব্যাপারটিকে গুরুতর বলে মনে করছেন। এই ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের অফিসাররা যে হুকুম মত কাজ করেছেন এবং তা করতে গিয়ে শ্রীমতী সেনগুপ্ত ও বার্তাবহের ন্যায্য কূটনৈতিক সুযোগসুবিধায় হস্তক্ষেপ করেছেন।

বহির্বিষয়ক মন্ত্রক পাক কর্তৃপক্ষের এই বর্বর ও নিন্দনীয় আচরণের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ করেছেন। ভারতের দাবিঃ দোষীদের শাস্তি তো দিতেই হবে—উপরন্তু এই সব অশালীন আচরণের জন্য দায়ী লোকজনের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

পাকিস্তানকে অস্ত্র বিক্রয় মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ

—টি জে ইয়ং

স্টাফ রিপোর্টার

সোমবার নিউজিল্যানড পারলামেনটের শ্রমিক দলের সদস্য শ্রী ট্রেভর জে ইয়ং কলকাতার প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, পাকিস্তানে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণের উপর বিশ্বের সব জাতির পক্ষ থেকে বাধানিষেধ আরোপ করা উচিত। যাঁরা ওই দেশে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় করবেন তাঁরা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করবেন।

শ্রী ইয়ং রবিবার ভারত সীমান্তের পেট্রাপোল এলাকা পরিদর্শন করেন। এবং বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দু-মুসলমান শরণার্থীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন।

শ্রী ইয়ং দুটি বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দেন। এক, পশ্চিম পাকিস্তানকে অবিলম্বে সামরিক অভিযান বন্ধ করতে হবে। আমি আমাদের সরকারকে এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক স্তরে সকল প্রকার প্রভাব প্রয়োগ করার জন্য অনুরোধ জানাব। দুই, একটি আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দল বাংলাদেশ পরিদর্শন করবেন এবং পাক ফৌজ যে কী ধ্বংসলীলা চালিয়েছে তা স্বচক্ষে দেখবেন।

বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতির প্রশ্ন

তিনি বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য তাঁর সরকারকে অনুরোধ জানাবেন কি না এই প্রশ্নের জবাবে শ্রী ইয়ং বলেন, ওই দেশে এখন গোলমাল চলছে এবং নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। তা সত্ত্বেও আমি আমার দেশের প্রধানমন্ত্রীকে যতশীঘ্র সম্ভব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাব।

উদ্বাস্তুদের জন্য ভারতের প্রয়াসের প্রশংসা

ভারত পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছে বলে পাকিস্তান যে অভিযোগ করেছে সে সম্পর্কে শ্রী ইয়ং বলেন, এই 'আজগুবি' অভিযোগ ধোপে টেঁকে না। সীমান্ত পেরিয়ে যে হাজার হাজার শরণার্থী ভারতে চলে আসছেন, তাঁদের জন্য ভারত যা করছে, সেজন্য আমি তাঁদের সমর্থন করি। প্রকৃতপক্ষে শরণার্থীদের জন্য ভারত যথাসম্ভব সবকিছুই করছে।

তিনি বলেন, পাক ফৌজ বাঙালীদের খাদ্যে এবং পানীয় জলে বিষ মিশিয়ে দিচ্ছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। বহু শিশুকে পিতামাতার সামনে হত্যা করারও ঘটনা শুনেছেন তিনি।

কূটনীতির দাবার চালে পাকিস্তান বেসামাল

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল—পাকিস্তানি মিশনের কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারবর্গের ভারতের বাইরে যাবার ব্যাপারে ভারত যে নতুন বাধানিষেধ আরোপ করেছে পাকিস্তান তাতে কিঞ্চিৎ হতবুদ্ধি হয়েছে।

সুচিন্তিত কূটনৈতিক দাবা খেলায় ভারতের এই বক্তব্যে পাকিস্তানের কাঁচা হাতের চাল আটকে গিয়েছে। ভারত এখন সমব্যবহার দাবি করতে পারে।

এখানে পাক হাইকমিশনের আজ এক সরকারী নোটে বলেছেন, যদিও আজ দুপুরে কলকাতা ও ঢাকায় দুই দেশের মিশন বন্ধ হয়ে গেছে তবু ঢাকায় ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনকে লোকজন ফিরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা চূড়ান্ত করতে আরও কিছু সময় দেওয়া যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ভারতকেও অনুরূপ ব্যবস্থা করতে হবে। —এতেই বোঝা যাচ্ছে, পাকিস্তানের গলায় কাঁটা বিঁধেছে। তার পক্ষেই শুধু একতরফা শর্ত দিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা অচল।

লোক ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে পাকিস্তান হয়ত লোকগণনার ভিত্তির উপর জোর দেবে না কারণ ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ না চাইলে তাতে ফল নেই। আর যুদ্ধ তার পক্ষে এখন বিলাস। তবে পাকিস্তান এখন মরীয়া হয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নকে বোঝাতে চাইছে যে, বাংলা দেশে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা তার পক্ষে কতই ন্যায়সঙ্গত। ইয়াহিয়ার একজন বিশেষ অনুচর এখন বোধ হয় সেজন্য মসকোয় রয়েছেন।

খোদ রাজভবন চত্বরে চুরি

স্টাফ রিপোর্টার

সোমবার বিকাল সওয়া তিনটায় খোদ রাজভবনের চত্বরে এক চুরি হয়েছে। মন্ত্রিনিবাসের একতলায় গান্ধী শতবার্ষিকী কমিটির অফিসের একজন কর্মীকে গুরুতর জখম করে একদল দুর্বৃত্ত সতেরশ টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

ঘটনার পর এক বিরাট পুলিশবাহিনী আসে। পুলিশ কুকুর 'রাজারানী' রাজভবনের চারদিকে গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঘোরাঘুরি করে। কিন্তু কাউকেই চিহ্নিত করতে পারে না। রাত পর্যন্ত ঘটনার কোনও কিনারা হয়নি।

রাজভবনের সংরক্ষিত এলাকায় মন্ত্রিনিবাসের একতলায় গান্ধী শতবার্ষিক কমিটির অফিস। ওপরতলা এখন খালি। নতুন মন্ত্রীরা আসবেন বলে মেরামত হচ্ছে। রাজভবনের ফটকে যথারীতি পুলিশ পাহারা রয়েছে।

অভিযোগ এই যে, বিকাল সওয়া তিনটা নাগাদ তিনজন যুবক সটান রাজভবনের গেট দিয়ে ঢুকে ওই শতবার্ষিক কমিটি অফিসে আসে। সেখানে তখন একজন কর্মী কাজ করছিলেন। তাঁর কাছ থেকে গান্ধীরচনা সম্ভারের পুরো সেট (ছ' ভলুম) নিয়ে দাম হিসাবে একশ টাকার নোট দেয়। নোটের ভাঙানি দেবার জন্য ওই কর্মী আলমারি খুলতেই ওই যুবক তিনজন তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের হাতে ছিল লোহার পাঞ্চ। মারতে মারতে ওই কর্মীকে অজ্ঞান করে ফেলে দুর্বৃত্তরা তাকে নারকেল দড়ি দিয়ে বাঁধে। টেনে বাথরুমে ফেলে রেখে দেয়। তারপর আলমারি থেকে সমস্ত টাকা (গ্রাম স্বরাজ তহবিলের ১১শ এবং গান্ধী শতবার্ষিক কমিটির ছ'শর মত) নিয়ে গটমট করে পুলিশের সামনে দিয়ে বেরিয়ে চলে যায়। বিকাল পাঁচটা নাগাদ গান্ধী শতবার্ষিক কমিটির অন্য একজন কর্মী এসে দেখেন ঘর খোলা। শুধু একজোড়া চটি পড়ে আছে। খোঁজ করে দেখতে পান একজন কর্মী ক্ষতবিক্ষত রক্তাপ্লুত অবস্থায় বাথরুমে পড়ে আছেন। তারপর পুলিশে খবর দেওয়া হয়।

নতুন পাক ডেপুটি হাইকমিশনার জনাব মেহেদি মাসুদকে লক্ষ্য করে সোমবার কলকাতায় নিজাম প্যালেসে বিক্ষোভ। রবিবার থেকে তিনি এই বাড়িতে আশ্রয় নেন। —নিজস্ব-চিত্র

'গৃহশত্রু আগে খতম কর'

পাক রাজনীতির ভাষ্যকার

বহিঃশত্রুর চেয়েও গৃহশত্রু 'মীরজাফররা' অনেক বেশি ভয়ংকর,—অতএব আগে তাদের, তারা সংখ্যায় যত নগণ্যই হোক, নিশ্চিহ্ন করা হোক—'বাংলা দেশে'র মুক্তিফৌজের উচ্চতম কমানড এই জরুরি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং সেই মত প্রতিটি ইউনিটে তাঁরা নির্দেশ পাঠিয়েছেন।

রবিবার 'বাংলা দেশে'র দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের কোন এক জায়গায় মুক্তিফৌজের তিন সেনাপতি মেজর ওসমান, ক্যাপটেন সালাউদ্দিন ও ক্যাপটেন হাফিজ আমাকে এই কথা বললেন। ও'রা আরও জানালেন যে, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন (প্রতিরক্ষা দফতরের ভারও এঁর হাতে) শনিবার সারাদিন ও'দের সঙ্গে কাটিয়েছেন। আলোচনা করেছেন প্রতিরক্ষার নানা সমস্যা নিয়ে। সে সময় প্রধানমন্ত্রীও বলেন, 'মীরজাফর'দের সম্পর্কে সতর্ক থাকা ও তাদের নির্মূল করা সবচেয়ে জরুরী কাজ।

রণাঙ্গনের ওই জায়গায় 'বাংলা দেশে'র বৃহত্তম ছাত্র-সংস্থা ছাত্র লীগের সভাপতি ও অন্যান্য ছাত্র নেতাদের সঙ্গেও দেখা হল। এঁদের মধ্যে কয়েকজন জানালেন যে, কোন কোন জেলায় ফৌজি বেয়নেটের মুখেই হোক বা রাশি রাশি টাকা পেয়েই হোক ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল 'জমায়েত-ই-ইসলাম' বা 'মুসলিম লীগে'র অল্প কিছু নোংরা দালাল, যারা তথাকথিত 'শান্তি কমিটি' আহ্বান করার চেষ্টা করছে তারাই এখন হবে তাঁদের মূল লক্ষ্য, কারণ পশ্চিমের বহিঃশত্রুদের এই গৃহশত্রুরাই খবর সরবরাহ করে।

রাজশাহী জেলার চাঁপাই নবাবগঞ্জে জমায়েত-ই-ইসলামের এক এজেনটের থেকে খবর পেয়ে ফৌজিবাহিনী স্থানীয় কলেজের ছাত্র ৩ জন আওয়ামী লীগপন্থী ছাত্র-নেতা সাজাহান, মতিউর রহমান ও আতিকুর রহমানকে তাদের কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে নৃশংসভাবে হত্যা করে। পরে অবশ্য জমায়েত-ই-ইসলামের বেইমান লোকটি উচিত শিক্ষা পেয়েছে। স্থানীয় মুক্তিফৌজ তাকে ফাঁসি দিয়েছে।

সুদূর আমেরিকা থেকে গোয়েন্দাগিরি করতে কলকাতায় আসা এক 'বিভীষণের' চাঞ্চল্যকর কাহিনীও জানতে পারলাম। তিনি পাকিস্তান সিভিল সারভিসের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী। বর্তমানে ওয়াশিংটনে কর্মরত। গত ১৮ই এপ্রিল যেদিন কলকাতার পাক-দূতাবাসে বাংলা দেশের পতাকা ওড়ানো হয় ইনি রহস্যজনকভাবে নয়াদিল্লি থেকে কলকাতায় এসে হাজির হন। এর আগেই ওয়াশিংটন থেকে দিল্লিতে এসে চার দিন কাটিয়ে ইনি পাক হাই কমিশনারের সঙ্গেও সলা পরামর্শ করেন। কলকাতায় এসে মুজিবনগরে গিয়ে 'বাংলা দেশ' সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি ওয়াশিংটনে পাক দূতাবাসের এক অফিসারের নাম সুপারিশ করে বলেন যে, ইনি 'বাংলা দেশে'র প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত—কাজেই 'বাংলা দেশ সরকার' তাদের সব খবরাখবর যেন ওর কাছেই পাঠান। কিন্তু ওয়াশিংটন দূতাবাসের ওই কর্মীটির কী স্বরূপ তা 'বাংলা দেশ সরকারের' অনেকেরই অজানা ছিল না। তাই তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে ওই চরটির 'বাংলা দেশে' আসার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ধরে ফেলেন এবং তাকে অবিলম্বে 'বাংলা দেশ' ত্যাগ করতে আদেশ দেন।

পরে জানা যায় যে, উনি বিনা ভিসায় নয়াদিল্লি থেকে কলকাতায় এসেছিলেন এবং এখানে সদর স্ট্রিটের একটি হোটেলে সৈয়দ হোসেন এই ভুয়ো নামে ছিলেন।

মাসুদ সারা দিন মহাকরণে

প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলমের পর

মাসুদ সাহেব রবিবার রাত্রে ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের হোসটেলে। আজ কোথায় থাকবেন? জানতে চাওয়া হলে মুখ্য সচিব বলেন, আমরা কিছুই জানি না। মুখ্য সচিব শ্রীনির্মল সেনগুপ্ত আরও বলেন, দূতাবাস বন্ধ হয়ে গেলেও ডেপুটি হাই কমিশনারের পদমর্যাদা ক্ষুন্ন হয় না। কূটনীতিকদের পদ মর্যাদা যথারীতি থেকে যায়। শ্রীসেনগুপ্ত বলেন, মাসুদ সাহেব কলকাতায় কতদিন থাকবেন, না থাকবেন তা ঠিক করবেন কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের এজেনট হিসাবে শুধু কূটনীতিকদের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন।

এদিন সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ একান্ত সচিব একটি টুলে বসে চিঠি টাইপ করেন। এরপর মাসুদ সাহেব যান মুখ্যসচিবের ঘরে। রাত আটটা নাগাদ মাসুদ সাহেব যখন মহাকরণ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন সেই সময় সাংবাদিকরা জানতে চান, 'আপনি কতদিন কলকাতায় আছেন? মাসুদ সাহেব সরাসরি জবাব দেন, 'জানি না।'

মহাকরণের সামনে বিকাল থেকেই এদিন মাসুদ সাহেবকে নিরাপদে তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবার জন্য তিন গাড়ি পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়। যাবার সময় শ্রীকাপুরও তাঁর সঙ্গে যান।

রাজ্য সরকারের ইসতাহার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ ব্যাপারে সোমবার একটি প্রেস ইসতাহার প্রকাশ করে বলেন, পাকিস্তানের নতুন ডেপুটি হাই কমিশনার শ্রীমেহেদি মাসুদ কলকাতায় জনসাধারণের বিক্ষোভের মুখে পড়ছেন। এটা খুবই দুঃখের কথা। শ্রীমাসুদের কাজ কী এটা যে সব মানুষ ঠিক ঠিক জানেন না, তাঁরাই বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। এ ব্যাপারে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরও বিভ্রান্তিমূলক।

ইসতাহারে আরও বলা হয় যে, ভারত সরকার শ্রীমাসুদকে কলকাতার পাক ডেপুটি হাই কমিশনার বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং রাজ্য সরকারেরও কলকাতায় তাঁর [illegible] নিরাপত্তা ও কর্তব্যপালনের জন্য স্বাধীনভাবে চলাফেরার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব রয়েছে।

রাজ্য সরকার এই ইসতাহারে কলকাতার দায়িত্বশীল নাগরিকদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন যে, কলকাতার সুনাম যাতে নষ্ট না হয় তার প্রতি যেন সকলের নজর থাকে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কথা ভেবেও যেন এই বিদেশী কূটনীতিককে প্রয়োজনীয় সম্মান ও সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়।

মাসুদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

সেনট্রাল পি ডবলিউ ডি স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এদিন জানানো হয়, পাক ডেপুটি হাই কমিশনার শ্রীমাসুদের বিরুদ্ধে নিজাম প্যালেসে কেন্দ্রীয় সরকারের হোসটেলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। শ্রীমাসুদ রবিবার রাত্রে এখানে ছিলেন।

অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়কে একটি স্মারকলিপি দিয়ে অনুরোধ জানানো হয়, রাজ্য সরকার যেন শ্রীমাসুদকে ওই হোসটেলে আর না রাখেন।

সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রনট স্পীকার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন

স্টাফ রিপোর্টার

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পীকার নির্বাচনে সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রনট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। প্রার্থী কে? তা ঠিক হবে আজকালের মধ্যেই। স্পীকার নির্বাচন আগামী সোমবার ৩ মে।

ফ্রনটের আহ্বায়ক শ্রীসুধীন কুমার সোমবার আমাদের জানান, শ্রীজ্যোতি বসু আজ মঙ্গলবার কিংবা আগামীকাল কলকাতা ফিরবেন, তার পরেই এ ব্যাপারে কথাবার্তা হবে। শ্রী কুমার জানান, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার নির্বাচনে তাঁরা প্রার্থী দেবেনই।

যতদূর খবর, স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকার নির্বাচনে সি পি এম হয়ত চাইবেন ফ্রনটের বাইরের কোন দলের থেকে প্রার্থী দিতে। এই প্রসঙ্গে আর এস পি এবং এস ইউ সি দলের কথা শোনা যাচ্ছে।

এস ইউ সি-র প্রতিক্রিয়া কিছু জানা যায়নি। কিন্তু আর এস পি বলেছেন, তাঁরা সব সময়েই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে থাকবেন।

গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের পক্ষে স্পীকার প্রার্থী হচ্ছেন শ্রীঅপূর্বলাল মজুমদার (ফঃ বঃ) এবং ডেপুটি স্পীকার শ্রীপবিত্র মুখোপাধ্যায় (কংগ্রেস)।

কনসটেবল নিহত, সরকারী কর্মী খুন

স্টাফ রিপোর্টার

সোমবার সকালে উত্তর কলকাতায় কাশীপুর থানা এলাকায় বোমায় শ্রীমুক্তিপ্রসাদ দে নামে একজন পুলিশ কনস্টেবল নিহত হয়েছেন। দু'জন কনস্টেবল আহত হয়ে হাসপাতালে আছেন। ভোরের দিকে মাণিকতলায় একজন যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায়, শ্যামপুকুর এলাকায় বিধান সরণিতে পুলিশ দল আক্রান্ত হয়ে পাঁচ রাউনড গুলি চালায়। কয়েকটি স্কুলে আগুন দেওয়া হয়, একটি স্কুল ভবনে লাল পতাকা তোলা হয়।

রবিবার বিকালে বারাসতে শ্রীসত্যেন্দ্রলাল সরকার (৫২) নামে এক সরকারী কর্মী খুন হন। ওই দিন রাত্রে হাওড়ায় জগাছায় একজন যুবক নিহত হয়েছেন।

বোমায় পুলিশ নিহত

সোমবার সকাল সাড়ে নটা নাগাদ কাশীপুর থানা এলাকায় সাউথ সিঁথি রোডে একটি ব্যাঙ্কের সামনে একটি পুলিশ পাহারা আক্রান্ত হয়। পুলিশের অভিযোগ, কয়েকজন কনসটেবল যখন ডিউটিতে যোগ দেওয়ার জন্য গাড়ি থেকে নামছিলেন তখন আক্রমণকারীরা তাঁদের লক্ষ্য করে পর পর বোমা নিক্ষেপ করে। বোমার আঘাতে তিনজন কনসটেবল আহত হন। তাঁদের মধ্যে শ্রীমুক্তিপ্রসাদ দেকে (৩২) গুরুতর আহত অবস্থায় আর জি কর হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি মারা যান।

বিদ্যালয়ে আগুন

সকাল ১০-১৫ মিনিট নাগাদ উলটাডাঙ্গা থানা এলাকার সেনট্রাল ডেয়ারির ভিতরে মনোহর অ্যাকাডেমির অফিসের কাগজপত্রে আগুন লাগান হয়। দমকল আগুন নিভিয়ে ফেলে।

রবিবার রাত পৌনে দুটো নাগাদ নারকেলডাঙ্গা নর্থ রোডে দেশবন্ধু বিদ্যাপীঠে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। কিছু আসবাবপত্র পুড়ে যায় বলে পুলিশ জানায়।

সরকারী কর্মচারী নিহত

রবিবার সকালে শ্রীসরকার একজন সঙ্গী (অফিসের পিওন) নিয়ে বারাসতে বোসপুকুরের কাছে মাছ ধরতে যান। বিকালে বাড়ি ফেরার সময় পাঁচজন যুবক অতর্কিতে শ্রী সরকারকে আক্রমণ করে। প্রথমে তারা তাঁকে শাবল দিয়ে আঘাত করে। তারপর তাঁর কণ্ঠনালী কেটে দেয়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। শ্রী সরকারের দেহে ৮।১০টি ছুরিকাঘাতের চিহ্নও ছিল।

শ্রী সরকারের বাড়ি বারাসতের পাইওনীয়ার কলোনিতে। তিনি বারাসতের মহকুমা কমপেনসেশন অফিসের হেড ক্লারক ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও দুই কন্যা বর্তমান। শ্রী সরকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্রীড়া সাংবাদিক শ্রীপুষ্পেন সরকার।

জগাছায় যুবক নিহত

রবিবার রাত আন্দাজ একটায় হাওড়ার জগাছা থানার পল্লবপুকুর আড়ায় শ্রীশক্তি রায় (২৫) নামে এক যুবক ছুরিকাঘাতে নিহত হন। শ্রীরায়ের একটি ছোট দরজি দোকানের মালিক। এ সম্পর্কে এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি।

নকশালবাড়িতে এক ব্যক্তি নিহত

রবিবার রাত্রে নকশালপন্থী বলে বর্ণিত একদল লোকের গুলিতে নকশালবাড়ি থানা এলাকার লালপুলে এক ব্যক্তি মারা যান।

ছাত্র ছুরিকাহত

কৃষ্ণনগর থেকে সোমবার পাওয়া খবরে জানা যায়, বেজিখালি অঞ্চলে একটি মোটর সাইকেলের দোকানে মোটর সাইকেল সারানোর সময় সন্ন্যাসী ঘোষ নামে একজন ছাত্র কয়েকজন আততায়ীর দ্বারা ছুরিকাহত হন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে পাঠান হয়।

শ্রীঘোষ কৃষ্ণনগরের কমিশনার শ্রীগৌর ঘোষের পুত্র।

ঢাকা-কলকাতা দুই দূতাবাস বন্ধ

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

হাই কমিশনার শ্রীহোসেন আলি ও বাংলাদেশের অনুগত বলে যে ৭০ জন ঘোষণা করেছেন তাঁদের ধরা হয়েছে কিনা পাক নোটে তা এখনও স্পষ্ট করে বলা হয়নি।

কূটনীতিকদের কাজের নির্দেশপত্র দিয়ে বিদেশে পাঠানো হয়। কিন্তু, বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করলেও কূটনীতিকদের ওই নির্দেশপত্র সরকারীভাবে প্রত্যাহার করা হয়নি। অথচ, ইসলামাবাদে ভারতীয় হাই কমিশনারকে পাক কর্তৃপক্ষ বারংবার বলেছেন, বাংলাদেশের অনুগত লোকজন আর পাকিস্তানের কূটনীতিক নন।

ভারতের বক্তব্য : কলকাতায় পাক ডেপুটি হাই কমিশনের যাঁরা দেশে যেতে ইচ্ছুক তাঁদের ভারত সুযোগ সুবিধা দেবে এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু, যিনি যেতে অনিচ্ছুক তাঁকে ভারত যেতে বাধ্য করতে পারে না।

কলকাতায় এখন শ্রীহোসেন আলির বাংলাদেশ মিশনে তথ্য সম্বলিত কাগজপত্র ও যা কিছু নথিপত্র আছে—সে ব্যাপারে ভারত বলেছে পাকিস্তানের এই অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারত নাক গলাতে পারে না।

ভারত ও পাকিস্তান যে 'পরিবর্ত-বিনিময়' ব্যবস্থার শর্ত দিয়েছে—সেই সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়গুলি ঠিক করতে দুই তরফের এখনও বাকি আছে।

যেমন, প্রশ্ন দেখা দিতে পারে : (১) 'পরিবর্ত বিনিময়' বলতে মাথা গুণতির কথা কি বলা হয়েছে। অর্থাৎ উভয় মিশনই কি লোক গুণে বিনিময় করবে? ভারতীয় সরকারী মহল এরকম মনে করেন না।

(২) তথ্য ও নথিপত্রের কী হবে? বাংলাদেশ মিশন স্বেচ্ছায় দিতে না চাইলে ভারত কী করে ওঁদের বাধ্য করবে? যদি না দেয়, তাহলে কি পাকিস্তান ঢাকায় ভারতীয় মিশনের তথ্য ও নথিপত্র আটকে রাখবে?

ভারত মনে করে, 'পরিবর্ত-বিনিময়' ব্যবস্থা ১৯৬১ সালের ভিয়েনা সম্মেলনে গৃহীত রীতি প্রকরণ অনুযায়ী স্থির হবে। তদনুযায়ী মাথা গুণে বিনিময়ের কোন ব্যবস্থা নেই।

পাকিস্তান-বিষয়ক যুগ্ম সচিব শ্রী এ কে রায় আজ দুপুরে এখানে বহির্বিষয়ক মন্ত্রকে পাক হাই কমিশনার শ্রীসাজ্জাদ হায়দরকে ডেকে এনে ওই ভারতীয় নোটটি দেন। দুজনে কিছুক্ষণ আলোচনা করেন। কিন্তু খানিক পরে পাক কূটনীতিকের মেজাজ গরম হয়ে যায়।

ভারতীয় নোটে, ঢাকায় ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারের স্ত্রী শ্রীমতী সেনগুপ্ত ও ভারতের একজন কূটনৈতিক বার্তাবহের প্রতি যে ঘৃণ্য আচরণ করা হয়েছে, তা উল্লেখ করে বলা হয়—ওই দুজনকে পাকিস্তান ত্যাগে বাধা দেওয়া হয়।

পাকিস্তানে ভারতীয় মিশনের কর্মচারীদের উপর আরোপিত বাধা-নিষেধ লক্ষ্য করে ভারত মনে না করে পারছে না যে, ভারতীয় দূত কর্মীদের পাকিস্তান ত্যাগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দুঃখের বিষয়, কর্মীদের এই নিষেধাজ্ঞার কথা সরকারীভাবে জানানো হয়নি।

তবে, পাক হাই কমিশনের কূটনৈতিক বার্তাবাহক যদি প্রতি মাসে সারা মাসের জন্য তাঁদের গতিবিধির পূর্ণ কর্মসূচী আগাম ভারত সরকারকে দেন, তাহলে ওইসব ব্যবস্থা থেকে তাঁরা রেহাই পাবেন। অবশ্য, পাকিস্তানে ভারতীয় কূটনৈতিক কর্তাবহদেরও অনুরূপ সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।

পাকিস্তানের প্রস্তাব

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল—পাকিস্তান সরকারের সরকারী মুখপাত্র আজ ইসলামাবাদে বলেন, ভারতের কাছে তাঁর সরকার প্রস্তাব করেছে যে, কলকাতায় পাক মিশনের সমস্ত ভবন, নথিপত্র, অর্থ ও সম্পত্তি নয়াদিল্লিস্থ তাদের হাই কমিশনার গ্রহণ করবেন। তেমনি ঢাকায় ভারতীয় মিশনের সমস্ত সম্পত্তি ইসলামাবাদের ভারতীয় হাই কমিশনার নেবেন। ওই মুখপাত্র জানান, তাঁরা ভারতের জবাবের অপেক্ষায় আছেন। —পি টি আই

ছাত্র খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা জানান রবিবার নাকাশীপাড়া থানার কাশিয়াডাঙ্গাতে শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ নামে এক ছাত্র কয়েকজন আততায়ীর গুলি ও ছোরার আঘাতে নিহত এবং শ্রীঘোষের সহগামী শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দত্ত আততায়ীর গুলির আঘাতে গুরুতর আহত হন। সঙ্কটজনক অবস্থায় শ্রীদত্তকে শক্তিনগর হাসপাতালে ভরতি করা হয়।

আমেরিকা রাষ্ট্রপুঞ্জে পিকিং-এর অন্তর্ভুক্তি সমর্থন করবে

ওয়াশিংটন, ২৬ এপ্রিল—আমেরিকা দুই চীন নীতি নেবে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জে পিকিং সরকারের প্রবেশ সমর্থন করবে। মারকিন প্রেসিডেনট কমিশন আজ ওই সুপারিশ করেন। —রয়টার

পরলোকে টি ভি সুং

সানফ্রানসিসকো, ২৬ এপ্রিল—মাদাম চিয়াং কাইশেকের ভ্রাতা চীনের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক শ্রী টি ভি সুং (৭৭) গতকাল রাতে ভোজসভায় অজ্ঞান হয়ে পড়েন ও মারা যান। আর্থিক জগতে সুবিখ্যাত শ্রী সুং বিভিন্ন সময় চীনের প্রধানমন্ত্রী, অস্থায়ী প্রেসিডেনট, অর্থমন্ত্রী ও বৈদেশিক ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে কাজ করেন। —রয়টার

শেষ সংবাদ

আংকারা, ২৬ এপ্রিল—আজ রাত্রে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তুরস্ক সরকার আংকারা, ইসতামবুল ও ইজমির সহ এগারটি প্রদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন।

—এ এফ পি

মেয়র অসুস্থ

স্টাফ রিপোর্টার

কলকাতার নব নির্বাচিত মেয়র শ্রীশ্যামসুন্দর গুপ্ত রবিবার রাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন।

করপোরেশন থেকে জানা যায় মেয়র পেটে যন্ত্রণা বোধ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে একটি নারসিং হোমে ভরতি করা হয়।

তির্যক

যুদ্ধ লাগবে বলে ট্রেন্চ খোঁড়া হচ্ছে

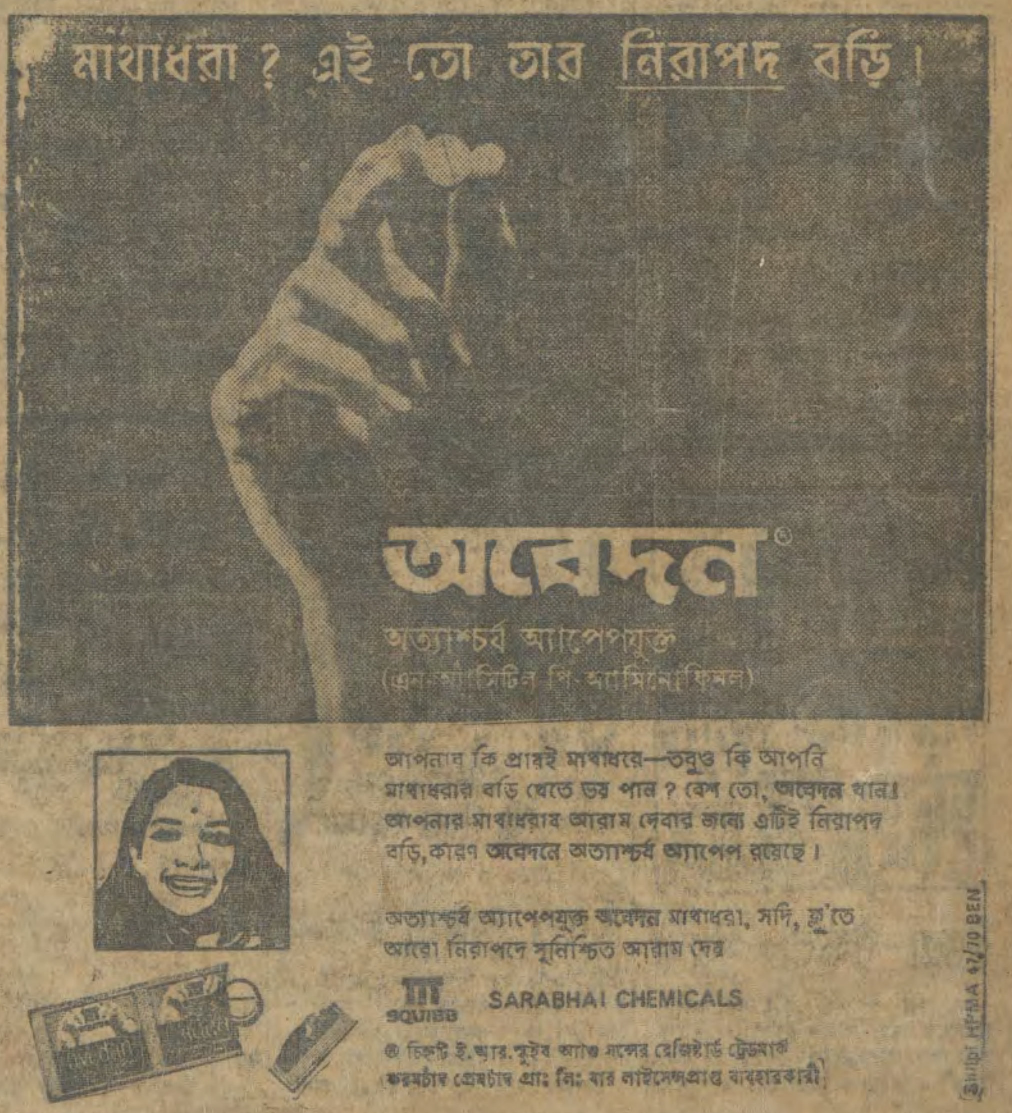

অন্যান্য চিত্রগৃহে

যোগমায়া — হাওড়া ৬৭-২১২, ১॥, ৪॥, ৬৸
জননী (২য় সপ্তাহ)

জয়া — ৫৭-৩৯৩৬ বাতানুকূল ১, ৪, ৭
লাখো মে এক

জেম — প্রত্যহ বেলা ১১টায় রাজকাপুর ও সাধনার
দুলহা দুলহন

রূপম — ফোন : ৩৪-৪৩১৭ ১, ৪, ৭টা
দুটি মন

বিনোদিনী — বাগুইআটি ১, ৪, ৭টা
মঞ্জরী অপেরা

পূর্বাশা — ৪৬-২৩৩২ ১, ৪॥, ৭॥টা
প্রতিবাদ

বীনা — তাপনিয়ন্ত্রিত ৪৬-৮০৯১ প্রত্যহ—১২, ৩, ৬
আঁসু আউর মুস্কান (২য় সপ্তাহ)

অতীন্দ্র — বারাকপুর—৩৪০ প্রত্যহ ১॥, ৪৸, ৭৸
আঁসু আউর মুস্কান (২য় সপ্তাহ)

অলোকা — জননী (২য় সপ্তাহ)

অলকা — THE VALLEY OF GWANGI (রঙীন)

নারায়ণী — পূরব আউর পশ্চিম

পার্বতী — The Big Blackout (A)

সুরশ্রী — চাওয়া পাওয়া

শ্যামশ্রী — সোনা বৌদি

রূপায়ন — চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

শ্যামলী — সীমা

বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম

উত্তমকুমার ৫ম সপ্তাহ!
আমি মিলো সজনা
ম্যাজেস্টিক — উজ্জ্বলা ০ শ্রী

ছোটদের সামলাতে বড়রাও ছুটছে
উত্তরা - উজ্জ্বলা - পূরবী

বিশ্বরূপা — ফোন- ৫৫-৩২৬২
বৃহ ৬, শনি ও রবি ২॥ ও ৬
নূতন ধরনের প্রেমের নাটক।
কোথায় পাবো তারে
কাহিনী/কালকূট (সমরেশ বসু)
শ্রেষ্ঠাংশে : জয়শ্রী সেন, সবিতাব্রত দত্ত, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ, নির্মল, মনু, সুধাংশু এবং কণিকা মজুমদার ও দিলীপ রায়।

রঙমহল —ফোন— ৫৫-১৬১৯
বৃহ (শেষ অভিনয়) ৬টায়
বাবা বদল
শুভমুক্তি : শনি : ৬টায় রবি : ২॥ ও ৬টায়
আশাপূর্ণা দেবীর উত্তরণ
নাট্যরূপ শ্রীরুদ্র মুখোপাধ্যায়
শ্রেঃ সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ॥ সর্বেন্দ্র ॥ মৃণাল ॥ হরিধন ॥ অজিত ॥ অমরনাথ ॥ কার্তিক ॥ কেষ্ট ॥ সন্তোষ ॥ ইন্দিরা ॥ রত্না ॥ আরতি জহর রায় ও সরযূ দেবী

স্টার থিয়েটার — শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা ৫৫-১১৩৯
সীমা

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ
সওদাগর

এত অত্যাচার—এত অবিচার—তবু জননী'র কণ্ঠে সেই অমৃতবাণী 'ওরা ভাল থাক—সুখে থাক ওদের কোন দোষ নেই'
রাধা - পূর্ণ - প্রাচী

শ্যামলাল

নবরাগ
মিনার - বিজলী - ছবিঘর

রঙ্গনা
নান্দীকার
শের আফগান

দি লাইট হাউস
"THE BIG BLACKOUT" (U)

রকিং আসছে কাল!
স্ত্রী
তপন সিংহের ছবি!
শুক্রবার ৩০ এপ্রিল শুভারম্ভ!
রূপবাণী • ভারতী • অরুণা

শুভ অক্ষয় তৃতীয়ায় আমাদের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন
সুচিত্রা সেন
শ্রাবণ সন্ধ্যা
উত্তমকুমার

২য় সপ্তাহের বৈভবশালী
আঁসু মুস্কান
সোসাইটি : নবীনা : দর্পণা

মুক্ত অঙ্গনে থিয়েটার ওঅর্কশপ
রাজরক্ত
আজ সন্ধে সাতটা/হলে টিকিট

কাল সন্ধে ৭টা মুক্ত অঙ্গনে
অনুভব প্রযোজিত
শনিবারের বিকেল
নির্দেশনা : দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত/হলে টিকিট

সগৌরবে ৩য় সপ্তাহ
চেতনা
এলিট — প্রত্যহ ৩, ৬, ৯ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য
৪র্থ সপ্তাহের বুকিং শুরু

ইন্দিরা — শেষ ৩ দিন
মহানগর

প্রতিটি মুহূর্তে রঙদার ভরা
লাখো মে এক

হিন্দ : প্রিয়া : শ্রী

বীর ঘটোৎকচ

৭ম সপ্তাহ
কাটি পতঙ্গ
রক্সি

জনসম্বর্ধনায় ৫ম সপ্তাহ!
সোনা বৌদি
বসুশ্রী : বীণা : মিত্রা

আজ
অগ্রিম বুকিং শুরু
বীর অভিমন্যু

শুক্রবার ৩০ থেকে
লোটাস ও গ্লোব ও ইস্টার্নী

মুক্তি সংগ্রামীদের সমর্থনে সভা ও বিচিত্রানুষ্ঠান

বাংলা দেশের মুক্তি সংগ্রামীদের সমর্থনে শুক্রবার সন্ধ্যায় হাওড়ার অনন্তপুরে জাগরণী সংঘের উদ্যোগে আটিলাপাড়া হাটখোলা প্রাঙ্গণে এক সভা ও বিচিত্রানুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুরারীমোহন মান্না। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু ও হাওড়ার জেলা শাসক শ্রীদীপক রুদ্র।

গ্লোব — প্রত্যহ বেলা ১২টা, ৩টা ও ৬টা
মাত্র ৩ দিনের জন্যে!
যৌনোদ্দীপক সামাজিক ছবি!
"CONQERERS OF THE GOLDEN CITY" (A)

শেষ তিন দিন
সাধক রামপ্রসাদ
রূপবাণী • অরুণা • ভারতী

শুক্রবার, ৩০ এপ্রিল

হরিশচন্দ্র তারামতী

নিউ সিনেমা
কৃষ্ণা — ইন্দিরা

পূরব আউর পশ্চিম

20th J & K STATE LOTTERIES
D-084593 D-089438 E-045465
D-040344 F-163199 F-130581
B-005168 F-054345 B-243447
D-007749
ADARTS/J AND K/46/71

মুজিবের মাষ্টার মশাই

নিজস্ব প্রতিনিধি

শ্রীরসরঞ্জন সেনগুপ্ত ৭৭ বছরের বৃদ্ধ। এখন কলকাতার কাছে সন্তোষপুরের বাসিন্দা। পাকা চুল। কপালে বয়সের রেখা। দৃষ্টিশক্তি স্তিমিত। এককালে সমস্ত গীতা মুখস্ত বলতে পারতেন। আজ সে স্মরণশক্তি নেই। কণ্ঠও অজস্রতা হারিয়েছে। প্রায় দু' যুগ আগে ফরিদপুরের মদনমোহন চক চৌধুরী ইনসটিটিউশনে শিক্ষকতা করেছেন। পড়াতেন ইংরেজি আর ভূগোল। তাঁর এই শিক্ষকতা কালে বঙ্গবন্ধু মুজিবও ছিলেন একজন ছাত্র। শ্রীসেনগুপ্তের সঙ্গে গোপালগঞ্জ কোরটের সেরেস্তাদার মুজিবের পিতার ছিল সখ্যতা। কাজেই মুজিবের গৃহশিক্ষকতার দায়িত্বও তাঁর ওপর বর্তেছিল।

কিন্তু স্মৃতি বড় দুর্বল। তরুণ মুজিব সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দিলেন, 'বুড়ো হয়েছি, আগে কতকিছু মনে থাকত আজ আর পারি না মনে রাখতে। এই ত দেখ না, মুজিব কত সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করেছিল আজ তা মনে করতে পারছি না।' (সালটি ছিল ১৯৪২)। কিন্তু তরুণ মুজিবের চারিত্রিক সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, সাহসিকতাপূর্ণ বাচনভঙ্গির কথা তিনি ভুলতে পারেননি। আজ তিনি সেদিনের ছাত্রের জন্য গর্বিত।

শিক্ষক রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতেন না, কিন্তু খবর রাখতেন ছাত্রের জীবনপ্রবাহের। বহু দিন গুরু-শিষ্যের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। মুজিব আসতেন দেখা করতে। যখন সম্ভব হত না চিঠিপত্র আদান-প্রদান হত। মুজিবের কথায় বৃদ্ধের চোখে জল আসে। সেদিনের সুখস্মৃতি মনে করতে চেষ্টা করেন, পারেন না, তবে মনে পড়ে, 'মুজিব আমাকে সবসময় বারণ করত, বাধা দিত গোপালগঞ্জ ছেড়ে আসতে।'

'বাংলাদেশ' মিশনে অজস্র অভিনন্দন বার্তা

স্টাফ রিপোরটার

কলকাতায় বাংলাদেশ কূটনৈতিক মিশনের প্রধান শ্রীমহম্মদ হোসেন আলির কাছে প্রতিদিন অজস্র অভিনন্দন বার্তা আসছে। এই সব অভিনন্দন বার্তায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাকে সমর্থন এবং পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অত্যাচারের নিন্দা জ্ঞাপন করা হচ্ছে।

লনডনের সারের শ্রী গুল মিরচন্দানি, উত্তরপ্রদেশ সাহিত্য সমিতি, নতুন দিল্লির নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, এবং সুপ্রিম কোরটের অ্যাডভোকেট শ্রীবটকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনন্দন বার্তাগুলি অন্যতম। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর চিঠিতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পাসপোরট ও ভিসা ব্যবস্থা প্রত্যাহারের অনুরোধও জানিয়েছেন।

পলিটেকনিকেও শিক্ষকদের চাকুরির মেয়াদ সম্পর্কে বিবেচনার আশ্বাস

স্টাফ রিপোরটার

স্পনসরড কলেজে বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষকরা যেমন ৬৫ বছর পর্যন্ত চাকুরিতে বহাল থাকতে পারেন পলিটেকনিকগুলিতেও সেই ব্যবস্থা অনুসরণের সরকারী আশ্বাস পাওয়া গিয়েছে।

শনিবার মহাকরণে রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী ডঃ শান্তিকুমার দাসগুপ্তের সঙ্গে আলোচনার পর পশ্চিমবঙ্গের পলিটেকনিক টিচারস ফেডারেশন এই আশ্বাস নিয়ে ফেরেন।

পলিটেকনিক শিক্ষার সমস্যা নিয়ে আলোচনা

পশ্চিমবঙ্গ পলিটেকনিক অধ্যক্ষ সমিতির সম্পাদক শ্রীপারিজাত গুহ জানান যে সোমবার বিকাল পাঁচটায় মহাকরণে শিক্ষামন্ত্রীর অফিসে মিলিত হয়ে অধ্যক্ষরা পলিটেকনিক শিক্ষার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন।

সীমান্তে পশ্চিমবঙ্গ রেডক্রশের দুটি শিবির

স্টাফ রিপোরটার

বাংলা দেশের শরণার্থীদের সেবার জন্য রেডক্রশ পশ্চিমবঙ্গ শাখা দু'টি ইউনিট ইতিমধ্যেই খুলেছেন। একটি পেটরাপোল শরণার্থী সাহায্য শিবিরে আরেকটি বয়রা সীমান্তে সেনট জন অ্যামবুলেন্স-এর সহযোগিতায়। রবিবার রেডক্রশ পশ্চিমবঙ্গ শাখার চেয়ারম্যান শ্রী জে সি দে সীমান্ত অঞ্চল পরিদর্শন করে রেডক্রশের কাজকর্ম সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। শ্রীদে আরও জানান, আগামী শুক্রবার থেকে দু'টি ভ্রাম্যমান হাসপাতাল এই সীমান্ত অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে কাজ করবে।

ভারত সেবাশ্রম সংঘ ও শ্রীগুরু সংঘের খাদ্য সরবরাহ

বর্তমান পেটরাপোলে শিবিরে শরণার্থী সংখ্যা হল ৮৯২৩। প্রত্যেকদিন ৫২ মন চালের ভাত রেঁধে পরিবেশন করছেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের কর্মীরা। এইসঙ্গে ডাল, তরকারী রাঁধতে হচ্ছে। মামা-ভাগনে শিবিরে পাঁচ হাজারের উপর শরণার্থীকে রেঁধে বেড়ে খাওয়াচ্ছেন শ্রীগুরু সংঘ। অবশ্য জিনিস যোগাচ্ছেন সরকার। এছাড়াও শরণার্থী সেবায় এগিয়ে এসেছেন কাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতি, মারোয়াড়ী রিলিফ সোসাইটি প্রমুখ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান।

বিদ্যাভারতী বালিকা বিদ্যালয়ের দান

বিদ্যাভারতী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ও কর্মীরা মিলে ভারত সেবাশ্রম সংঘকে এক হাজার এক টাকা দান করেছে বাংলা দেশের শরণার্থীদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে। এছাড়া শিশু-খাদ্য ও ওষুধপত্র লওয়া হয়।

নববর্ষে শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার — শুভক্ষণে —

আমাদের অগণিত ক্রেতা, বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীগণকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

বিবেকানন্দ বস্ত্রালয়

গড়িয়াহাট জংশন, কলিকাতা-১৯, ফোন : ৪৬-১১৪২

(৭২১২৩)

১৯৭১ সালের মে মাসের নীলাম সূচী

নিম্নোক্ত দ্রব্যাবলী প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা হইবে—

১। তারিখ ও সময়	:	৪-৫-৭১ বেলা ১০-৩০টায়।
নীলামের স্থান	:	৮নং বেজ রিপেয়ার ডিপো, এ এফ স্টেশন, আবাদী।
দ্রব্যাবলী	:	ব্যাটারি—৩১টি।
২। তারিখ ও সময়	:	উপরেরটির অল্পক্ষণ পরেই।
নীলামের স্থান	:	২৩ ই ডি এ এফ স্টেশন, আবাদী।
দ্রব্যাবলী	:	রোলার, রোলার অ্যাসে., স্টাড, প্যাড অ্যাসে., অ্যামুনিশন ইত্যাদি—৭৫টি দফা।
৩। তারিখ ও সময়	:	৫-৫-৭১ বেলা ১০টায়।
নীলামের স্থান	:	কনট্রোলার অফ কমিউনিকেশনের অফিস, এয়ারপোর্ট, মাদ্রাজ—২৭।
দ্রব্যাবলী	:	মাল্টিমিটার সুপ্রিম মডেল, টিউব চেকার, ভ্যাকুয়াম টিউব টেস্ট মিটার ইত্যাদি—১৪টি দফা।
৪। তারিখ ও সময়	:	৫-৫-৭১ বেলা ১১টা।
নীলামের স্থান	:	স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ সার্ভিস ইনস্টিটিউট, মাদ্রাজ—৩২।
দ্রব্যাবলী	:	লেদ, মিলিং মেশিন, গ্রাইণ্ডিং মেশিন, টুল-কাটার ইত্যাদি—৬টি দফা।
৫। তারিখ ও সময়	:	১১-৫-৭১ বেলা ১০টায়।
নীলামের স্থান	:	ট্রান্সপোর্ট ট্রেনিং উইং, এ এফ স্টেশন, ইয়েলাহাঙ্কা, ব্যাঙ্গালোর।
দ্রব্যাবলী	:	বিভিন্ন ভোল্টেজের এ/সি ব্যাটারি—৪২১টি; এম টি ব্যাটারি—৭৬টি।
৬। তারিখ ও সময়	:	১১-৫-৭১ বেলা ১১-৩০টায়।
নীলামের স্থান	:	ইউনিট ইকুইপমেন্ট সেকশন হে কো ট্রেনিং কম্যাণ্ড (ইউ) এয়ারফোর্স, হেব্বাল, ব্যাঙ্গালোর—৬।
দ্রব্যাবলী	:	ব্যাটারি—৭০টি।
৭। তারিখ ও সময়	:	১১-৫-৭১ বেলা ২টায়।
নীলামের স্থান	:	স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ সার্ভিস ইনস্টিটিউট, রাজাজীনগর, ব্যাঙ্গালোর—১০।
দ্রব্যাবলী	:	নর্টন সিলিণ্ড্রিক্যাল গ্রাইণ্ডার, লেদ ইত্যাদি—৭টি দফা।
৮। তারিখ ও সময়	:	১২-৫-৭১ বেলা ১০টায়।
নীলামের স্থান	:	কনট্রোলার অফ এরোনটিক্যাল ইন্সপেকশনের অফিস, সাদার্ন এরিয়া, এয়ারপোর্ট, ব্যাঙ্গালোর।
দ্রব্যাবলী	:	সাইরাস মেজর এঞ্জিন মাস্ রোটর ভ্যাকুয়াম পাম্প ফুয়েল কনটেন্টস গেজ ইত্যাদি—৬টি দফা।
৯। তারিখ ও সময়	:	উপরেরটির অল্পক্ষণ পরেই।
নীলামের স্থান	:	২৬ ই ডি এ এফ স্টেশন, এইচ এ এল, ব্যাঙ্গালোর।
দ্রব্যাবলী	:	ব্যাটারি—১৩৬টি।
১০। তারিখ ও সময়	:	১২-৫-৭১ বেলা ৩টায়।
নীলামের স্থান	:	কম্যাণ্ডাণ্টের অফিস, ৩১৫ আর্মি বেজ ওয়ার্কশপ, ব্যাঙ্গালোর।
দ্রব্যাবলী	:	ব্যাটারি—৪৭টি।
১১। তারিখ ও সময়	:	১৩-৫-৭১ বেলা ১০-৩০টায়।
নীলামের স্থান	:	জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া, রামগিরি ক্যাম্প, পোঃ অঃ রামগিরি।
দ্রব্যাবলী	:	বিবিধ দ্রব্য, যথা কারবাইড ল্যাম্প, হুইল ভালভ, আয়রন প্যান, হেলমেট ইত্যাদি—১২৮টি দফা।
১২। তারিখ ও সময়	:	১৭-৫-৭১ বেলা ১০টায়।
নীলামের স্থান	:	সেণ্ট্রাল ভেহিকল ডিপো, আবাদী।
দ্রব্যাবলী	:	এম টি স্পেয়ার্স—৮টি দফা।
১৩। তারিখ ও সময়	:	উপরেরটির অল্পক্ষণ পরেই।
নীলামের স্থান	:	সেণ্ট্রাল ভেহিকল ডিপো, আবাদী।
দ্রব্যাবলী	:	কার ৪×৪ হেভি ইউটি শেভ্র — ৭টি; মোটর সাইকেল সোলো ৩৫০ সি সি আর/ই—১০ "; এল ওয়াই ৩ টন ৪×২ টি এম বি, ৫ টন পেট্রোল ১২৫০ গ্যাঃ অটো কার— ৬ "; এল ওয়াই ৩ টন ৪×২ এক্স-রে শেভ্র— ২ "; এল ওয়াই ৩ টন ৪×৪ মেশি টাইপ, মিলিং ও ড্রিলিং ফোর্ড, উড-ওয়ার্কিং ফোর্ড, রিকুপারেটর ও এয়ার কমপ্রেশার ফোর্ড— ৫ "; এল ওয়াই ৩ টন ৬×৪ সিগ অস্টিন— ১ "; ট্র্যাক্টর ৪×৪ শেভ্র, ফোর্ড —১২ "; টি কে ১ টন ৪×৪ ডজ — ৮ "; ট্রেলার ২ টন ৪ চাকার —২২ "; কোচ ৪×২ বি/ফোর্ড — ১ "; অ্যাম্বুলেন্স ৪ স্ট্রে ৪×৪ শেভ্র — ৫ "; মোট—৭৯টি
১৪। তারিখ ও সময়	:	২৫-৫-৭১ বেলা ১০-৩০টায়।
নীলামের স্থান	:	জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া, ১১-৪-৬৩৬ বাইতুল সালাম, হায়দরাবাদ—৪।
দ্রব্যাবলী	:	টায়ার ও টিউব এবং জীপ-হুড—৯টি দফা।
১৫। তারিখ ও সময়	:	২৫-৫-৭১ বেলা ১২-৩০টায়।
নীলামের স্থান	:	গ্যারিসন এঞ্জিনিয়ারের অফিস, স্টোর ইয়ার্ড, জি এল ও, গোলকুণ্ডা।
দ্রব্যাবলী	:	এয়ারকণ্ডিশনার এ সি ২২০/২৩০ ভোল্ট—১২টি।
১৬। তারিখ ও সময়	:	২৫-৫-৭১ বিকাল ৪টায়।
নীলামের স্থান	:	এক্সটেনশন সেণ্টার, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট সনৎনগর, হায়দরাবাদ—১৮।
দ্রব্যাবলী	:	সার্কেল কাটিং মেশিন, পাওয়ার হ্যামার সল্ট বাথ ফার্নেস (ইলেকট্রিক্যালস) ইত্যাদি—৮টি দফা।

ক্যাটালগ ও বিক্রয়ের শর্তাবলী ক্রমিক নং ১ হইতে ১১ ও ১৪ হইতে ১৬'তে উল্লেখিত নীলামের ক্ষেত্রে নীলামদার মেসার্স চন্দ্রমণি অ্যাণ্ড কোং, ১১৭, আর্মেনিয়ান স্ট্রীট, মাদ্রাজ—১ ঠিকানায় এবং ক্রমিক নং ১২ ও ১৩'এর ক্ষেত্রে মেসার্স মুরে অ্যাণ্ড কোং, ৫নং থম্বু চেট্টি স্ট্রীট, মাদ্রাজ—১ ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

নীলামের তারিখের দুই দিন পূর্বে স্টকহোল্ডিং অফিসারের সঙ্গে পূর্বাহ্নিক ব্যবস্থাক্রমে দ্রব্যগুলি সাইটে দেখা যাইতে পারে।

ডিরেক্টরেট অফ সাপ্লাইজ অ্যাণ্ড ডিসপোজালস
শাস্ত্রী-ভবন, ৩৫, হ্যাডোজ রোড, মাদ্রাজ—৬

ডি এ ভি পি—৭১/৩১

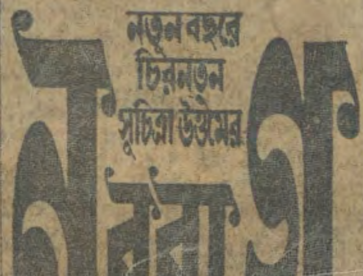

পাকিস্তান স্ক্র্যাচড

ডেভিস কাপে ভারত জাপানের সঙ্গে খেলবে

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল—ডেভিস কাপের পূর্বাঞ্চলীয় ফাইনালে ভারত টোকিওতে জাপানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। সম্ভবত আগামী মাসে খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

'এ' জোনে জাপান ৩—২ খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করবার পর ভারতের সঙ্গে খেলার অধিকার পেয়েছে। কেন না রাজনৈতিক কারণে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে খেলতে অস্বীকার করায় ভারত ওয়াক ওভার পেয়ে 'বি' জোনের ফাইনালে গিয়েছে। পাকিস্তানকে স্ক্যাচড করে দেওয়া হয়েছে।

টোকিওতে ভারত ও জাপানের পূর্বাঞ্চলীয় ফাইনাল খেলার তারিখ ১৪ ১৫ ও ১৬ মে ঠিক হয়েছে।

সাতের নামতা — গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও সুবোধ দাশগুপ্ত ৬

লীগ প্লে-অফ ক্রিকেট

কালীঘাটের ব্যাটিং বিপর্যয়

স্টাফ রিপোরটার

সি এ বি সিনিয়র ক্রিকেট লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের প্লে অফ সেমি ফাইনালে ইসটারন রেলের বিরুদ্ধে কালীঘাট প্রথমে ব্যাট করে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে মাত্র ১০৯ রানে ইনিংস শেষ করে। বাংলা দলের ৫ জন খেলোয়াড় থাকা সত্ত্বেও তাদের এই বিপর্যয়ের কারণ দীপঙ্কর সরকারের মারাত্মক বোলিং। তিনি ৫১ রানে বিপক্ষের ৫টি উইকেট দখল করেন। খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় ইডেনে।

কালীঘাট—১০৯ (গোপাল বসু ৪৬, রবি ব্যানারজি ২১; দীপঙ্কর সরকার ৫১ রানে ৫ উইঃ)।

ইসটারন রেল—১ উইকেটে ২৫ (পি নন্দী ১৭ নঃ আঃ)।

বাংলা হকি দলের ৩ জন বদল হলেন

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় খেলার জন্য বাংলা হকি দলে ৩ জনের বদলে নতুন খেলোয়াড় নেওয়া হয়েছে। যাঁরা এলেন তাঁরা হলেন টি শের খাঁ, সুলেমান ও শিব দত্ত। বাদ গেলেন চাঁদ সিং, ওয়াহিদ ও সাহিদ নুর। চাঁদ সিং রেলের হয়ে খেলার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। ওয়াহিদ ডাক্তারী পরীক্ষায় বাদ পড়লেন আর সাহিদ নুরের স্বাস্থ্যও ঠিক নেই বলে বাদ গেলেন।

কোয়ারটার ফাইনালে তামিলনাড়ু

মাদরাজ, ২৬ এপরিল—জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলায় তামিলনাড়ু ৫—০ গোলে মধ্যপ্রদেশকে হারিয়ে কোয়ারটার ফাইনালে উঠেছে। প্রথমার্ধে তামিলনাড়ু মাত্র ১টি গোল করে। দ্বিতীয়ার্ধে তারা আরো ৪টি গোল করে।

প্রথমার্ধে মধ্যপ্রদেশ দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে আটকে রাখে। বিরতির ঠিক আগে তামিলনাড়ু গোল করে। দ্বিতীয়ার্ধে খেলার চেহারা একেবারে পালটে যায়। তামিলনাড়ু একের পর এক গোল চাপাতে থাকে। এই অর্ধে তারা যদি আরো বেশী গোল করত তাতেও বলার কিছু ছিল না। তামিলনাড়ুর অধিনায়কতা করেন অরুময়। অরুময় কিছুদিন আগেও ভারতের জাতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি এইদিন তাঁর পূর্বখ্যাতি অনুযায়ী খেলতে পারেন নি।

তামিলনাড়ুর ফরোয়ারডদের মধ্যে মইউদ্দিন কুট্টির খেলা খুব ভাল হয়। তিনি ২টি গোল করেন। বিরতির ঠিক আগে প্রথম গোলটি তিনিই করেন। রাইট ইন পদ্মনাভন ১টি, অরুময় ১টি এবং লেফট হাফ বাশির ১টি গোল করেন।

জাতীয় হকি

বাঙ্গালোর, ২৬ এপরিল—জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার 'এ' গ্রুপের খেলায় হায়দরাবাদ প্রথমে ১ গোলে পেছিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত বিহারকে ২—১ গোলে হারিয়েছে। হায়দরাবাদ হকি খেলে ৪ পয়েনট পেয়েছে। 'বি' গ্রুপে রাজস্থান ও আসাম ১—১ গোলে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করে একটি করে পয়েনট পায়। 'বি' গ্রুপের অপর খেলায় উত্তর প্রদেশ ও ভূপাল গোলশূন্য অবস্থায় খেলা শেষ করেছে। 'এ' গ্রুপে মহীশূরও মধ্য ভারতের সঙ্গে গোলশূন্য অবস্থায় খেলা শেষ করেছে।

বাংলা দেশের সাহায্যে শর্মিলা ও পতৌদির নবাব

বাংলা দেশ সাহায্য কমিটির তহবিলে পতৌদির নবাব শ্রীমনসুর আলি ও তাঁর অভিনেত্রী-স্ত্রী শর্মিলা ঠাকুর ৫০০০ টাকা দেবেন বলে জানিয়েছেন। উক্ত কমিটির সভাপতি শ্রীহরিশ মহেন্দ্র। —পি টি আই

ফ্রিজ অ্যাণ্ড সিং প্রাইভেট লিমিটেড
হেড অফিস : বি-২৯/বি কৈলাস কলোনি, নয়াদিল্লি-১৪

নোটিস

তারিখ ২৬-৪-৭১

বস্তুতঃ, কোম্পানি ১৭ই আগস্ট, ১৯৭০ তারিখে ইহার কলিকাতা ইউনিটের সম্পূর্ণ ক্লোজার ঘোষণা করার ফলে উক্ত তারিখ হইতে উক্ত ইউনিটের শ্রমিক ও কর্মচারীদের চাকরির অবসান ঘটিয়াছে।

এই রাজ্যে বেকারি রোধের অন্যতম ব্যবস্থা হিসাবে বন্ধ ফ্যাক্টরিগুলি পুনরায় খোলার ব্যগ্র-আশা লইয়া পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শ্রমমন্ত্রী ডাঃ গোপালদাস নাগ কলিকাতার রাইটার্স বিল্ডিংসস্থিত তাঁহার চেম্বারে ১২ই এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে শ্রমিক ও পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিনিধিদের এক সভা আহবান করেন।

যদিও কলিকাতা ইউনিটের ঘটনাবলীতে (যাহার ফলে ইহার ক্লোজার হইল) কোম্পানির পক্ষে কলিকাতা ইউনিট পুনরায় চালু করিবার কোন উৎসাহ নাই, তবু মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য উক্ত সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করেন।

উক্ত সভায় কলিকাতা ইউনিট পুনরায় চালু করার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং তাহার পথ অনুসন্ধান করা হয়। কোম্পানীর প্রতিনিধি এই মত প্রকাশ করেন যে, কলিকাতা ইউনিটের কতিপয় বিভাগের কাজ নয়াদিল্লি ও ফরিদাবাদে (যেখানে ইহার দুইটি ফ্যাক্টরী চালু ছিল) স্থায়ীভাবে শুরু করা ছাড়া পরিচালকমণ্ডলীর কোন গত্যন্তর ছিল না। সুতরাং কোম্পানীর পক্ষে, নয়াদিল্লি ও ফরিদাবাদে যে বিভাগগুলি ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করিয়াছে, সেগুলি বাদে সমস্ত বিভাগসহ কলিকাতা ইউনিট পুনরায় চালু করার বিষয় বিবেচনা করা সম্ভব।

কর্মিগণের প্রতিনিধিগণ কলিকাতা ইউনিট পুনরায় চালু করার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কলিকাতা ইউনিট পুনরায় চালু করার আপস-মীমাংসার স্বার্থে কর্মী ও শ্রমিকগণ স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণে রাজি হইলে কোম্পানি তাঁহাদিগকে অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা দেওয়ার বিষয় বিবেচনা করিতে সম্মত হন।

১৭ আগস্ট ১৯৭০ তারিখে কলিকাতা ইউনিটে শ্রমিক-কর্মচারীর যে সংখ্যা ছিল তাঁহাদের সকলকে লইয়া কলিকাতা ইউনিট পুনরায় চালু করা স্পষ্টতই সম্ভবপর নহে।

অধিকাংশ কর্মীর আর্থিক কষ্ট সম্পর্কে কোম্পানি সম্পূর্ণ সচেতন আছেন বলিয়া কোম্পানি কলিকাতা ইউনিট পুনরায় চালু করার শর্তাবলী বিবেচনা করিতে প্রস্তুত আছেন, যদি নিম্নোক্ত কর্মী ও শ্রমিকগণ স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করিতে রাজী হন :

	কর্মী	শ্রমিক		কর্মী	শ্রমিক
১। পারচেজ ডিপার্টমেণ্ট	৪	—	৭। পি ভি সি ডিপার্টমেণ্ট	—	৬
২। অ্যাকাউণ্টস "	৪	—	৮। ইলেকট্রোপ্লেটিং "	—	৭
৩। সেলস "	৯	—	৯। ওয়েল্ডিং "	—	৪
৪। বেয়ারা	৪	—	১০। কার্পেন্ট্রি "	—	৫
৫। ফিমরুন "	২	১৪	১১। অফিসার্স ক্যানটিন	৩	—
৬। ডিজাইন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট "	২	৩	১২। সুইপার "	১	—

উপরে উল্লেখিত কর্মী ও শ্রমিকগণ যদি অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা পাইয়া স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণে আগ্রহী হন তাহা হইলে তাঁহারা নিম্নোক্ত ঠিকানায় কোম্পানির নিকট আবেদন করিতে পারেন :

শ্রী আর দাশগুপ্ত
লেবার অ্যাডভাইসার
৪৯।৪, হিন্দুস্থান পার্ক কলিকাতা-২৯
ফোন : ৪৬-৪২৮১

স্বাঃ গুরমিত সিং
টেকনিক্যাল ডিরেক্টর
ফ্রিজ অ্যাণ্ড সিং প্রাইভেট লিমিটেড

(৬৫৩৬ এ)

এম. এ.
পলিটিক্যাল সায়েন্স
জেনারেল এডিঃ প্রঃ কে. চ্যাটার্জী এম-এ
পলিটিক্যাল থট ১০, টাকা
সোশ্যাল অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল থিওরি ১০, "
ফেডারাল কনস্টিটিউশনস ১০, "
কনস্টিটিউশন্যাল ল অফ গ্রেট ব্রিটেন অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া ১০, "
পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ১০, "
ইণ্টারন্যাশনাল ল ১০, "
ইণ্টারন্যাশনাল রিলেশনস ১২, "
Sociology & Wiese 20.00
এম. এ.
ইসলামিক হিস্ট্রি
জেনারেল এডিঃ—প্রঃ এন. সি. দত্ত,
আট ভল্যুমে সম্পূর্ণ
বিদ্যা। ৫৯এ, বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৯
(৭০৮৪ এ)

পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ইংলনড সফরের সময়—বিক্ষোভ দেখান হবে

লনডন অফিস

লনডন, ২৬ এপ্রিল—পাকিস্তানের ইয়াহিয়া সামরিক সরকার ইংলনড ক্রিকেট সফর বাতিল করছেন না—এই খবরে এখানকার জনসাধারণের মধ্যে আশঙ্কা জেগেছে। কেননা পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর গণহত্যা এবং ধ্বংস যজ্ঞের জন্য এই সফরের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল। পারলামেনটে এবং অন্যান্য জনসভাতেও সফর বাতিলের প্রস্তাব করা হয়েছিল।

আজ এম সি সি-র তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে ইংলনড সফরের জন্য পাকিস্তান ক্রিকেট দল ২৭ তারিখ সকালে লনডন বিমান বন্দরে এসে পৌঁছবে।

কিন্তু ব্রিটিশ পারলামেনটের কিছু সদস্য এবং ইংলনডে অবস্থানকারী বাংলা দেশ-এর অধিবাসীরা পাকিস্তান দলের খেলা বানচাল করতে বদ্ধ পরিকর। বাংলা দেশ-এর কিছু লোক অবশ্য চান সফর চলুক। তাহলে ওই সফরের সময় তাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন বাংলা দেশ-এর সমস্যার প্রতি সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

সংবাদপত্রে বাংলা দেশের উপর অত্যাচারের খবর প্রকাশিত হওয়ায় কিছু পশ্চিম পাকিস্তানী এবং তাদের কিছু ভাড়াটিয়া সমর্থক গতকাল ব্রিটিশ সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পাকিস্তানের ব্যাপারে ভারত নাক গলাচ্ছে—এই অভিযোগ তুলে ভারতীয় হাই-কমিশন ভবনের সামনেও বিক্ষোভ দেখানো হয়।

বাঙালী ছাত্রদের মুখপাত্র মিঃ ওয়ালি আসফ বলেছেন, বাংলা দেশে যেভাবে নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে তাতে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল। ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ নাও থাকতে পারে। আসরফ আশা করেন ২০ হাজারেরও বেশী বাঙালী ছাত্র লরডস, বারমিংহাম ও লীডস—তিনটি টেসট কেন্দ্রে বিক্ষোভ দেখাবে।

সাইকেল পোলো

স্টাফ রিপোরটার

কলকাতার খেলার আসরের বেশীর-ভাগই দখল করে আছে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি। কিন্তু এ ছাড়াও এমন অনেক খেলা আছে যা মানুষকে অনাবিল আনন্দ দিতে পারে। রবিবার সকালে বালিগঞ্জের ক্যালকাটা ক্রিকেট মাঠে উপস্থিত থেকে প্রচুর আনন্দ পেলাম সাইকেল পোলো খেলা দেখে। পোলোকে বলা হয় রাজা-মহারাজার খেলা। তার আয়োজনও বিরাট, কিন্তু সাইকেল পোলো ও পোলো একই গোত্রের হলেও এর সাজসরঞ্জাম খুবই সাধারণ। একটি সাইকেল, একটি পোলো স্টিক ও একটি বল, তা সাধারণ টেনিস বল হলেই যথেষ্ট। খেলায় গতি-বেগ ও উত্তেজনা আছে প্রচুর।

ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব ও ফুটবল ক্লাব এ ও বি দল, আরমির এ ও বি দল এবং ভিকটারস এই পাঁচটি দল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। ফাইন্যালে সি সি ও এফ সি 'এ' ৫—২ গোলে আরমি 'এ' দলকে পরাজিত করে। ক্যালকাটা দলের অধিনায়ক ছিলেন চৌখস পোলো খেলোয়াড় এম আর স্মিথ এবং আরমি দলের নেতৃত্ব দেন মেজর জেনারেল প্রেমাংশু চৌধুরী, জি ও সি। বিজয়ী দলের পক্ষে গোল করেন দলজিৎ সিং ৩টি ও বিজয় সিং ২টি এবং আরমি দলের পক্ষে গোল করেন ক্যাপটেন এম এস সান্ধু। খেলার শেষে পুরস্কার দেন শ্রীমতী চৌধুরী।

ক্যালকাটা সি সি ও এফ সি—এম আর স্মিথ, বিজয় সিং, ডি আর চৌধুরী ও দলজিৎ সিং।

আরমি 'এ'—মেজর জেনারেল প্রেমাংশু চৌধুরী, লেঃ কঃ নালুন, ক্যাপটেন এম এস চৌধুরী ও ক্যাপটেন এ দেশওয়াড়েকার।

ক্রিকেট মাঠ এখন কবরখানা

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল—বাংলা দেশে পাকিস্তানের দখলদার সামরিক বাহিনী ঢাকার ক্রিকেট মাঠকে এখন কবরখানায় পরিণত করেছে।

সামরিক বাহিনীর ধ্বংসলীলা আরম্ভের পর দুজন বিদেশী ছাত্র ঢাকা থেকে পালিয়ে এসে বলেছেন, তাঁরা ২৭ মারচ সকালে দেখেছেন বন্দুকের মুখে আহত ছাত্রদের দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট মাঠে কবর খুঁড়তে বাধ্য করা হয়েছে। পরে তাদের দিয়ে গাদায় গাদায় নিহত ছাত্রদের নিয়ে এসে পাইকারিভাবে কবর দেওয়া হয়েছে। কবর খননকারী ওই আহত ছাত্ররাও রেহাই পাননি। তাঁদের গুলি করে মেরে কবরের মধ্যে ফেলে সামরিক বুলডজার চালিয়ে ক্রিকেট মাঠ লেভেল করা হয়েছে। —ইউ এন আই

রামমোহন কলেজ ছাত্রী-সংসদ

এতদ্দ্বারা রামমোহন কলেজের সমস্ত প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রীবন্ধুদের জানান হইতেছে যে, এই কলেজের বাৎসরিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান আগামী ২রা মে ১৯৭১ সকালে অনুষ্ঠিত হইবে।

এই অনুষ্ঠানে যোগদানে ইচ্ছুক ছাত্রীবন্ধুদের আগামী ২৮শে এপ্রিলের ভিতর কলেজের ইউনিয়ন রুমে নাম দিয়া যাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

রামমোহন কলেজ ছাত্রী সংসদের
সাধারণ সম্পাদিকা
২৪-৪-৭১
(৭২১৪)

অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ মহরতের শুভেচ্ছা জানাই

বাপী, ইণ্টারলক্ এবং জাঙ্গিয়া
হিন্দুস্থান টেক্সটাইল
কলিকাতা-৫

স্থানীয় বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা

চন্দননগর, ২৬ এপ্রিল—স্থানীয় বেকার যুবকদের চাকরির দাবিতে যুব কংগ্রেসকর্মীরা আজ সাহাগনজে ডানলপ কারখানার গেটে বিক্ষোভ দেখান। ও'দের পক্ষ থেকে শ্রীশৈলেন চ্যাটারজি পাসোনেল ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে দাবিসম্বলিত এক স্মারকলিপি দেন।

কয়েক হাজার বেকারের কীভাবে কর্মসংস্থান হতে পারে, তার উপায় উদ্ভাবনের জন্য রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী ডঃ গোপালদাস নাগ বৃহস্পতিবার শ্রীরামপুরে হুগলি জেলার শিল্পপতি-দের এক সভা ডেকেছেন।

ফাইন্যাল এম বি বি এস-এ পরীক্ষার হার শতকরা ৯৬

স্টাফ রিপোরটার

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭০ জুন টারমের ফাইন্যাল এম বি বি এস পরীক্ষার ফল সোমবার প্রকাশিত হয়েছে। তবে প্রকাশিত ফল 'প্রভিশনাল' এবং ওই পরীক্ষা সম্পর্কে সিনডিকেট নিযুক্ত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন সাপেক্ষ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। পাশের হার শতকরা ৯৬ জন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওই পরীক্ষায় ব্যাপক হারে দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ আসায় সিনডিকেট একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেছে।

বন্দরের নাবিকদের গণ-অনশন শুরু

স্টাফ রিপোরটার

বিভিন্ন দাবিতে কলকাতা বন্দরের নাবিকগণ সোমবার থেকে পর্যায়ক্রমে গণ-অনশন শুরু করেন। তাঁদের মূল দাবিঃ বোমবাই বন্দরের সঙ্গে সমানুপাতিক হারে কাজের সুযোগ দান। এদিন ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব সিমেন অব ইনডিয়ার কলকাতা শাখার সম্পাদক শ্রীঅজিত মিত্র গণ-অনশনের সংবাদটি জানান।

হরেন্দ্রনাথ দত্ত

জন্ম—২রা চৈত্র, ১৩০৫
মৃত্যু—১৩ই বৈশাখ, ১৩৭৭

বাবা, গত বছরে ঠিক এমনি দিনে আপনি অনেক কষ্টের পর অনেক শান্তি পেয়ে শান্তির পারাবারে চলে গেলেন। আপনার আশীর্বাদই আমার পরিশ্রমের একমাত্র উৎস।

আপনার "শ্রীমান সন্তোষ"।

(সি ২৯০৩)

RAJASTHAN STATE LOTTERIES
FIRST PRIZE
Rs.16 LAKHS
২০তম খেলা ১২-৫-৭১ | প্রতিটি টিকিটের দাম ১, টাকা মাত্র
২৬-৪-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত
প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল
৭,৫০০ টাকার ও মোটর সাইকেলের একটি পুরস্কার
টিকিট নং C-003693 প্রত্যেকটি ৫০০ টাকার নয়টি পুরস্কার। টিকিট নং
D-393819 E-782024 F-140224
G-982945 H-405224 J-957136
K-582665 A-512290 B-234650
অবশিষ্ট সিরিজগুলির উপরোক্ত নম্বরযুক্ত টিকিটে প্রত্যেকটি ৫০, টাকার ৯০টি সান্ত্বনা পুরস্কার
ডিরেক্টর, স্মল সেভিংস অ্যাণ্ড স্টেট লটারিজ, রাজস্থান, জয়পুর।

Tom & Bay/KPC-7114B

স্থাপিত : ২৬শে মার্চ ১৯৫৮
কির্লোস্কর নিউম্যাটিক কোম্পানী লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: হাডাপসর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, পুণা-১৩
ডাইরেক্টারবৃন্দ
শ্রী এস. এল. কির্লোস্কর (চেয়ারম্যান)
শ্রী ডি. পি. ওয়ার্দে, শ্রী এম. বি. বের, শ্রী এস. এ. কল্যাণী, শ্রী আর. বি. পটেল, শ্রী পি. এল. কির্লোস্কর
ম্যানেজিং ডাইরেক্টার
মেজর জেনারল এচ. এম. মোহিতে (রিটায়ার্ড)
কাজকর্ম
কম্প্রেসড এয়ার মেশিনারি, রেফ্রিজারেশন কম্প্রেসার, পাওয়ার ট্রান্সমিশন ও অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং সামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয়।

৩১.৩.১৯৭০ তারিখে
শেয়ার ক্যাপিটাল ও লায়েবিলিটিজ

পরিশোধিত শেয়ার ক্যাপিটাল	১,০৯,৪৪,৫৭৫ টাকা
ফ্রি রিজার্ভস্	*১,০৭,০২,২৪৪ টাকা
স্থায়ী আমানত (ফিক্সড ডিপজিট)	৪১,৬৬,৫০০ টাকা
সংগৃহীত ঋণ	৩,৮৫,৮৫,৫২৬ টাকা

*আলাদা করিয়া রাখা ১৫,০৪,১৭৪ টাকা ডিভিডেণ্ড সমেত

স্বীকৃত স্থায়ী আমানত

বর্ষ হিসাবে নির্দিষ্ট সময়ঃ	১	২	৩	৫	৭	১০
সুদের হার	৭½%	৮%	৯%	১০%	১০½%	১১½%

প্রতি ৬ মাস অন্তর সুদ দেওয়া হয়

আবেদনপত্র ও আমানতের শর্তাবলীর জন্যে অনুগ্রহ ক'রে উপরোক্ত ঠিকানায় লিখুন। এই বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ডাইরেক্টারবৃন্দের দ্বারা ১.২.৭১ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং ওঁদের নির্দেশক্রমে এই বিজ্ঞাপন শ্রী এন. বি. ওয়ার্দে (সচিব) দ্বারা প্রকাশিত।

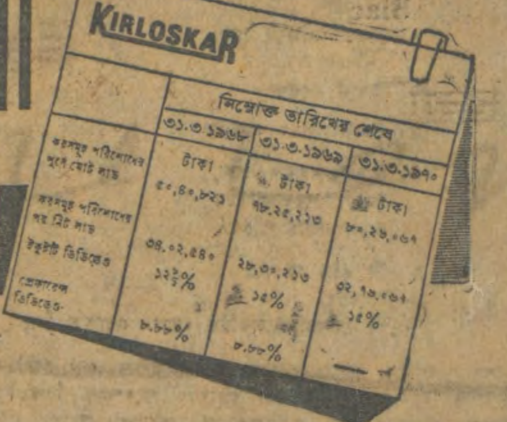

(৭১১৬এ)

বেনারসী শাড়ী ও জোড়
সর্ব্বপ্রকার বস্ত্র ও পোষাকের জন্য
রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল
প্রাইভেট লিমিটেড
বড়বাজার • কলিকাতা-৭ ফোন: ৩৩-২৩০৩

ফিজিতে ব্যাংক অব বরোদার আর একটি শাখা

গত ২৭ মারচ ফিজির লাবাসাতে ব্যাংক অব বরোদার চতুর্থ শাখা খোলা হয়েছে। ফিজির অর্থমন্ত্রী মিঃ ওয়েসলি ব্যারেট এই শাখার উদ্বোধন করেন।

মিঃ ব্যারেট বলেন, ব্যাংক অব বরোদা ফিজির জনগণের যে সেবা করে চলেছে এই শাখা স্থাপন তারই নিদর্শন।

গুডইয়ারের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কেীর অবসর নিচ্ছেন

গুডইয়ার ইনডিয়া লিঃ-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ আর ই ও কেীর দীর্ঘ ৪১ বছর এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকার পর এবার অবসর নিচ্ছেন। তিনি ১৪ বছর গুডইয়ারের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরই নেতৃত্বে বল্লভগড়ে গুডইয়ারের প্রথম উৎপাদন কাজ আরম্ভ হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ নিয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ছাত্রসমাজ ও জনসাধারণকে আরও ওয়াকিবহাল করার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আগামী ২৯ এপ্রিল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। মুক্তিকামী বাংলাদেশের গত কয়েক বছরের তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস এ প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণ। এর জন্য ছাত্ররা ইতিমধ্যেই অনেক দুষ্প্রাপ্য ছবি ও সংবাদ সংগ্রহ করেছেন। পাঁচদিনব্যাপী এই প্রদর্শনী উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন দুই বাংলার প্রখ্যাত শিল্পিবৃন্দ। শ্রীঅজিত সরকার এবং শ্রীমতী চিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় এর যুগ্ম-আহবায়ক।

নববর্ষে শুভ অক্ষয় তৃতীয়ায়
সাদর সম্ভাষণ —
আমাদের পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি সবিনয় নিবেদন, অদ্য ১৩৭৮ সনের ১৩ই বৈশাখ মঙ্গলবার (ইং ২৭শে এপ্রিল ১৯৭১ সাল) দিবস শুভ অক্ষয় তৃতীয়ায় দ্বাবিংশতিতম বাৎসরিক প্রীতি-সম্মেলনে আপনাদের আন্তরিক সহানুভূতি ও উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করি।
বিনীত—
ট্রেডার্স এসেম্‌ব্লী
প্রোঃ শ্রীসুরেন্দ্রমোহন সাহা
গড়িয়াহাট জংশন, কলিঃ-১৯
ফোন ঃ
৪৭-৩১৪৭
৪৭-৮২৬৪

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারি
১৩শ খেলা

কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীনিখিলচন্দ্র তালুকদারের নেতৃত্বে পাঁচজন বিচারক লইয়া গঠিত এক কমিটির উপস্থিতিতে ৩ মে, ১৯৭১ তারিখে বেলা ১০টার সময় কলিকাতা-১৬ অধীন ১/১, লোয়ার সার্কুলার রোডস্থিত কলিকাতা তথ্যকেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য লটারির ত্রয়োদশ খেলা অনুষ্ঠিত হইবে। কমিটির অন্য চারজন সভ্যের নাম নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

১। শ্রীমতী নলিনী দাস,
প্রিন্সিপ্যাল,
বেথুন কলেজ

২। শ্রীহরিনারায়ণ চ্যাটার্জি

৩। শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ,
অ্যাসোসিয়েট এডিটর,
আনন্দবাজার পত্রিকা

৪। শ্রী এইচ কে রায়,
ডিরেক্টর,
দি বেঙ্গল ইলেকট্রিক ল্যাম্প ওয়ার্কস লিঃ

খেলার ফলাফল সংবাদপত্রাদিতে দেওয়া হইবে এবং স্টেট লটারিজের ডাইরেক্টরেটের অফিসে প্রকাশ করা হইবে। পুরস্কার বিজয়ী টিকিটের মালিকগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, ফলাফল ঘোষিত হইবার পরই তাঁহারা যেন তাঁহাদের টিকিটের নম্বর নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করিয়া শ্রী কে কে রায় বর্মা, আই-এ-এস, ডিরেক্টর স্টেট লটারিজ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ৬৯ গণেশ-চন্দ্র অ্যাভিনিউ কলিকাতা-১৩ ঠিকানায় অবিলম্বে লিখিতভাবে সংবাদ দেন। ডিরেক্টরের নিকট হইতে কোনো চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত তাঁহারা টিকিট নিজেদের কাছে রাখিবেন।

কলিকাতা তথ্যকেন্দ্র অডিটোরিয়মে স্থানাভাব হেতু কেবল নিমন্ত্রিতদের মধ্যেই প্রবেশ সীমাবদ্ধ।

—ডবলিউ বি/আই পি আর ১৯৭৫ (৪) অ্যাডভা/৭১ তাং ২৬-৪-৭১—

কলকাতা-ঢাকা-কলকাতা (৪)
বাংলাদেশের ডায়েরি

অরুণ চক্রবর্তী

৪ এপ্রিল, রাত

আজ বিকেলে পিরোজপুরে এসে পৌঁছেছি। পিরোজপুর বাজারের দক্ষিণে আধ মাইল একটা আঁকাবাঁকা রাস্তা বেয়ে গ্রাম্য পরিবেশে হক সাহেবের বাড়ি। বাড়িতে তার মা বাবা আর দুই ভাই আছেন। হক সাহেবকে খুব ভালো লাগছে। এদের পরিবারও খুব প্রগতিশীল। দুই ভাই ক্ষেতখামারের কাজ করে। কিন্তু খুবই সচেতন মানুষ। এখন তারা হাল ছেড়ে গ্রামের লোকদের সংগঠিত করতে ব্যস্ত।

এরা সবাই আমার পরিচয় জানেন। গ্রামের লোকরা নয়।

বরিশাল থেকে আমরা যখন পিরোজপুরের দিকে আসছিলাম, আজ এক বীভৎস দৃশ্য দেখেছি। আমার সারা শরীর আজ সেই বীভৎসতাকে প্রত্যক্ষ করে শিউরে উঠেছে।

রাস্তার ধারে আমরা এক ভীড় দেখে থামি। দেখলাম, পাঁচজনের এক পরিবারের সবাই নিহত। সম্ভবত কর্তা যিনি, পেট চিরে ফেলা হয়েছে তার। স্ত্রীর সারা দেহে ধর্ষণের স্পষ্ট চিহ্ন। ব্লাউজ ছেঁড়া। এলোমেলো শাড়ি কোমর পর্যন্ত তোলা। সারা বুকে রক্ত চাপ চাপ। দূরে এক যুবকের মৃতদেহ। কাঁধের কাছ থেকে গলা অবধি ধারাল অস্ত্রের আঘাত। দুটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে রাস্তার ধারের গর্তে। তাদের দেহের আঘাত সঠিক কোথায় দেখা গেলো না, তবে চাপ চাপ রক্ত সারা দেহে।

মনে হ'ল ডাকাত কিংবা লুঠেরার কাজ। কেননা, এলোমেলো জিনিসপত্র ছড়ানো।

ঢাকার পথে মৃতদেহের স্তূপে যে বীভৎসতা এ যেন তার চেয়েও অনেক বেশী। এরা নিরাপদ স্থানে আসছিল হয়ত। হয়ত আসছিল বরিশালে। জানি না!

ঘুরে ফিরে এই বীভৎস দৃশ্য মনে পড়ছে। আর এক অস্বস্তি অনুভব করছি। আমাকেও তো যেতে হবে অনেক পথ।

বিছানায় খাবার নিয়ে এলেন হক সাহেব। খেয়ে ঘুমোবার চেষ্টা চালাচ্ছিলাম। হচ্ছে না।

খুলনা, ৫ এপ্রিল, রাত

আজ খুলনার দৌলতপুরে এসে পৌঁছেছি সন্ধ্যের কিছু পরে। রাত সাতটা থেকে খুলনাতে কার্ফু চলছে।

খুব ভোরে আমি আর হক সাহেব পিরোজপুর থেকে হেঁটে রওনা হয়েছি। গড়াই নদীর পশ্চিম পার পর্যন্ত হক সাহেব আমাকে এগিয়ে দিলেন। বিদায়ের সময় বললেন, অরুণবাবু, জয় আমাদের হবেই। স্বাধীন আমরা হবই, আপনি জানবেন। আমি 'জয় বাংলা' বলে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছি।

পশ্চিম পারে এসে বেবী ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। স্বাভাবিক পরিস্থিতি খুলনা জেলার এই অংশে। সবাই হাসিখুশিই মনে হ'ল। হাট-বাজার করছে সকলে। রাস্তার দু পাশ দিয়ে লোকজন দেখতে দেখতে চললাম। রাস্তাটা খুব ভালো নয়। বেবী ট্যাক্সি ধীরে ধীরেই চলছিল।

ড্রাইভারের সঙ্গেই গল্প ফাঁদতে শুরু করতে হ'ল। সে জানে, আমি ঢাকার বাসিন্দা। ঢাকার গল্প চালাচ্ছিলাম। পাল্টা শুনলাম, খুলনা যাবার পথের বর্ণনা। হক সাহেব যেমন পথনির্দেশ দিয়েছিলেন, ড্রাইভারও সেই কথাই বলল। রূপসা থেকে ভৈরব নদী পেরিয়ে পশ্চিম পার দিয়ে হেঁটে খুলনা শহরের দিকে এগিয়ে যাওয়াতেই নিরাপত্তা বেশী।

প্রায় কুড়ি মাইল পথ পেরিয়ে বাগেরহাট রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছুলাম। ভাবতে পারি না—আমি ট্রেনে চাপবার সুযোগ পাবো। টিকেট কাটতে গিয়ে এই বিস্ময়টা বেশী করে বাজল।

বাগেরহাট স্টেশনে জয় বাংলা পতাকা উড়ছে। খুব আশ্বস্ত হলাম। স্বাধীন অঞ্চলে আছি, এই ভাবনা আমাকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত রাখতে পারবে বলে মনে হয়।

পাঁচটা বগির একটা ট্রেন ছাড়বে। যাত্রী খুব অল্প দেখলাম। আমি তুলনামূলকভাবে বেশী যাত্রীর একটা বগীর এক কোণে চুপচাপ বসে থাকলাম। হাতে ছাতা, পরনে লুঙ্গি চোখেমুখে উৎকণ্ঠা।

এ এক আশ্চর্য সময়। দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের কথা খুব কম লোককেই ভাবতে দেখছি। তাদের কথাবার্তা সংক্ষিপ্ত। যা হয়, তা বর্তমান বীভৎসতার কথা, নচেৎ রাস্তার নিরাপত্তার কথা।

আমার খুব ভয় ছিল, রাত সাতটার আগে খুলনার সেই জুট মিলে গিয়ে না ঢুকতে পারলে মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে উঠতে পারে।

রূপসা স্টেশনে নেমেই আমি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছি খেয়া ঘাটের দিকে। ভৈরব নদীর পশ্চিম পারে যেতে হবে। পূর্ব পারে খুলনা শহর। তাই এই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

নদীটাকে একটু দূরে রেখে হেঁটে চলছিলাম, উত্তর দিকে। বামে সূর্য তখন হেলে পড়েছে অনেকখানি। জাম্পিয়ার ভেতর থেকে সন্তর্পণে ঘড়িটা বের করে দেখলাম, চারটে বাজতে কয়েক মিনিট বাকী। আমি উর্ধ্বশ্বাসে হাঁটতে থাকি। প্রায় বার মাইল পথ।

কিছুদূর এসে দেখতে পেলাম, ভৈরবের জলে মৃতদেহ ভাসছে। পচা গন্ধ ছড়িয়েছে। মড়া-পচা গন্ধ এই প্রথম নাকে এল। আমি এগিয়েও সে গন্ধকে দূর করতে পারলাম না। সম্ভবত পাড়েও মৃতদেহ পড়ে আছে।

কিছুদূর এগিয়ে এসে দেখলাম, একদল লোক কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। এক পাশে কেউ মৃতদেহ কবরে ফেলছে, কেউ কেউ মাটি দিচ্ছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম, পবিত্র পুস্তক হাতে কেউ সেখানে দাঁড়িয়ে নেই।

আমি এদের কয়েক গজ দূর দিয়ে হেঁটে চলছিলাম। ওদের নাকে গামছা বাঁধা। সবাই নিঃশব্দ। আমার খুব ভয় করতে শুরু করল। তবে গন্ধ থেকে বুঝলাম, এই সব মৃতদেহ সাম্প্রতিক নয়—অনেক দিনের।

দলে দলে লোক যাতায়াত করছে। নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ সবাই। সবার হাতেই একটা দুটো জিনিসপত্র। খুলনা থেকে এদিকে আসার লোকের সংখ্যাই বেশী। আমার আগে পিছে মাত্র কয়েকজন উত্তরমুখী।

খুলনা শহরের নানা বিল্ডিং চোখে পড়ছে। তখন ছ'টা বেজে গেছে। ঘড়ির কাঁটা সাড়ে ছ'টার দিকে ছুটছে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। পশ্চিমের আকাশে চাঁদ তখন বেশ স্পষ্ট।

দেখলাম, খেয়া ঘাট। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, জুট মিলটার নাম করে, ওঘাটে কোন নৌকো যাবে। অপর পারে খুলনা নিউজ প্রিন্ট এলাকা আলোয় ঝলমল করছে। ঘাট থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে সেই জুট মিল। কয়েকজন সেই জুট মিলেও যাচ্ছে। একটা ছোট নৌকায় উঠে পড়লাম, সতর্কে।

সহযাত্রীরা শ্রমিক। তারাই জিজ্ঞেস করল, কার বাড়ি যাবো। ওরা আমার বন্ধুকে চিনল। আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়েছে তারা।

৭ এপ্রিল, রাত দশটা

কিছুক্ষণ আগে দৌলতপুরের রেল লাইনের ধার দিয়ে আগুন জ্বলতে দেখলাম। 'কুয়ো ভেদিস্' চলচ্চিত্রে রোম নগরী জ্বলা দেখেছি, 'ওয়ার অ্যান্ড পীস'-এ মস্কোকে জ্বলতে দেখেছি, ছবিতে—এ আগুন সেই বীভৎসতার কথা মনে পড়িয়ে দিল।

আকাশে চাপা মেঘ। পূবের আগুন পশ্চিমের গাছগুলোর মাথার আকাশেও প্রতিবিম্বিত হয়েছে। সমস্ত আকাশ লাল। আমার গায়ে পাঞ্জাবী। লাল হয়ে গেছে তার রং। রক্তাভ দেখছি বন্ধুর গৌরবর্ণ চেহারাটাকে। আগুন লেগেছে এখান থেকে অন্তত এক মাইল দূরে। আকাশের বেশ কিছুটা উঁচুতে ধোঁয়াকে শাদা দেখছি।

অবাঙ্গালীরা পাক-সৈন্যের সহায়তায় বাঙ্গালী এলাকায় আগুন জ্বালিয়েছে। হত্যা চালাচ্ছে। আর্ত চিৎকার উঠছে। আমরা সবাই নিশ্চুপ। জুট মিলের অনেকেই চলে গেছে। তবু কিছু লোক সেখানে তখনও আছে। ক্রুদ্ধ বাঙ্গালীর হাত থেকে কিছু অবাঙ্গালীকে তারা জুট মিলে আশ্রয় দিয়েছে। সবাই চুপ।

আগুন এখন কমেছে। তবু জানালা দিয়ে পূবের আকাশ লাল দেখতে পাচ্ছি। এখনো কোন দমকলের ঘণ্টার আওয়াজ শুনিনি। শুনলাম, তিন কোয়ার্টার মাইল দূরে কালেক্টর অফিসে মার্শাল ল'র হেড কোয়ার্টার। গুলির আওয়াজ কয়েকটা শুনেছি। থেকে থেকে। বন্ধু বলল, "অবাঙ্গালীরা বাঙ্গালী মারছে। সৈন্যরা ঘুমোচ্ছে এখন।"

৯ এপ্রিল, সকাল

গতকাল রাতে আকাশবাণীর সংবাদে শুনলাম, বেনাপোল-যশোর রোডের ঝিকড়গাছায় প্রচণ্ড লড়াই হচ্ছে। সম্ভবত যশোর এখন পাক-সৈন্যের দখলে।

আমি কোন্ পথে কোলকাতার দিকে যাবো বুঝতে পারছি না। আমার ম্যাপটাতে সাতক্ষীরার কথা লেখা নেই। বন্ধুর কাছে শুনেছি, প্রায় পঁয়তাল্লিশ মাইলের পথ। খুলনার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। পথ চিনি না।

এই এলাকাটার ছাদে উঠলে দৌলতপুরের কিছু অংশ এবং খালিশপুর অঞ্চল দেখা যায়। চার পাশে অগ্নিদগ্ধ ঘরবাড়ি। কোথাও কোথাও মোটর গাড়ি পুড়ে কালো হয়ে আছে। বন্ধুর কাছে জেনেছি, খুলনা শহরের দক্ষিণে সৈন্যরা চালিয়েছে নির্বিচার গণহত্যা। হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করে বন্ধু জেনেছিল, খুলনার দক্ষিণ থেকে খুব কম আহত মানুষ হাসপাতালে এসেছে। উত্তর থেকে—খালিশপুর এবং দৌলতপুর থেকে এসেছে অস্ত্রাঘাতে আহত নিহত অনেক ব্যক্তি। হাসপাতালের কোন বারান্দাই নাকি খালি ছিল না। এ থেকে এটাই স্পষ্ট হয়েছে, উত্তরের দাঙ্গায় কেউ অর্ধমৃত থাকলেও দক্ষিণের হত্যাকাণ্ডে তেমন কেউ ছিল না। সবাই নিহত।

প্রতিদিনই জ্বলেছে আগুন। বাদ যায়নি একদিনও। বন্ধু বলল, এক ব্ল্যাক আউটের রাস্তায় খুলনা শহর দাঙ্গার আগুনে যথেষ্ট আলোকিত হয়েছিল।

আমি পাঁচ তারিখে যে সব মৃতদেহ দেখেছি, সে সবই খালিশপুরের ব্যাপক দাঙ্গায় নিহত।

খালিশপুরের দাঙ্গার পর যারা ভৈরব নদী পেরিয়ে পূবে পালাচ্ছিল, খুলনার একটি গান বোট তাদের কামানের গোলায় ধূলিসাৎ করেছে। এমনকি নদীর মধ্যে দিয়ে চলতে থাকা যাত্রী বোঝাই নৌকোতেও কাছে থেকে মেশিনগানের গুলি ছুঁড়েছে পাক-সৈন্য। বন্ধু প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিচ্ছিল নির্বিকারভাবে। আমি শিউরে উঠছিলাম।

১০ এপ্রিল, দুপুর

খুলনা শহরে গতকাল প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের শব্দ শুনেছি। এক সেকেণ্ড দুই সেকেণ্ডের তফাতে প্রচণ্ড আওয়াজ, কাঁচের শার্সিতেও শব্দ উঠেছে। ভয় হচ্ছিল। কেননা, গতকাল আমি আকাশে দুটো জঙ্গী বিমানকে উড়ে যেতে দেখেছি।

বুঝলাম, পাক-সৈন্যরা হাতের কাছের ভারত বলতে হিন্দুদেরই ধরে নিয়েছে। কিছু দিন আগে পাকিস্তান বেতার থেকে খবর প্রচারিত হয়েছে, পাকিস্তানের হিন্দুদের সহযোগিতায় ভারত পাকিস্তানকে নিশ্চিহ্ন করবার কাজে লিপ্ত। আমি নিজেই শুনেছি। তাই এ রকম একটা সংবাদে বিস্মিত হলাম না।

বন্ধুকে চিন্তিত দেখলাম। আমিও ভাবছি। এই জনপ্রাণিহীন লোকালয়ে বন্ধুকে বিব্রত করা ঠিক হবে না। কিন্তু কোন উপায় দেখছি না।

রাতে,

বন্ধু এসে বলল, বিভিন্ন হিন্দু বাড়ি, দোকান লুঠ হচ্ছে। পাক-সৈন্যরা লুঠেরাদের সঙ্গে। কিছু বাঙ্গালী মুসলমানদের ছেড়ে দিলেও হিন্দুকে নির্মম হত্যা করছে।

রাতের কার্ফুতে গা ঢাকা দিয়ে কিছু হিন্দু পরিবার তাদের মিলে আশ্রয় নিয়েছে। এই খবরটা ছড়িয়ে পড়লে পাক-সৈন্য মিল আক্রমণ করতে পারে বলে মনে হচ্ছে।

ওরা কয়েকজন রাত জেগে মিল পাহারা দিচ্ছে। ওদের কাছে তিনটে রাইফেল আর এক শ রাউণ্ডের মতো গুলি আছে। বন্ধু কিছুক্ষণ আগে এসে আমাকে সাহস দিয়ে গেছে।

আমি কী করব ভেবে পাচ্ছি না। আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

ফুলতলা, ১১ এপ্রিল, দুপুর

বেলা দশটা নাগাদ আমি আর আমার বন্ধু তার টয়োটা করোনায় চেপে তীব্র গতিতে খুলনা থেকে দশ মাইল দূরের ফুলতলার একটা গ্রামে এসে পৌঁছেছি। বন্ধু আমাকে এ বাড়ির রশিদ মিঞার সঙ্গে পরিচয় করে দিয়ে চলে গেছে।

আসবার সময় বিধ্বস্ত খুলনা আর দৌলতপুর দেখে এসেছি। পোড়া পোড়া আর পোড়া। জনশূন্য নগরী। খুলনা-যশোর রেল লাইনের পাশ দিয়ে যাবার সময় আড়াই মিনিট ধরে ক্রমাগত ভস্মীভূত ঘরবাড়ি দেখেছি। শিউরে উঠেছে আমার অনভিজ্ঞ দেহ।

ফুলতলার গ্রামে গ্রামে চলছে লুঠ। এক গ্রামের অনিল মাস্টার নিহত, অপর গ্রামের গুরুদাসবাবু নিহত। হিন্দুরা খালি হাতে পথে দাঁড়িয়েছে। তাদের কেউ খুন করছে না। তবে গোলার ধান পিঠে করে নিয়ে যাচ্ছে একজন, কেউ যাচ্ছে চালের টিন খুলে নিয়ে। কেউ চাল, কেউ চৌকি, খাট, আলমারী থেকে শুরু করে জানালা দরজা, কুমড়ো বেগুন, হাঁড়ি-পাতিল, খন্তা, দাও, ঝাঁটা সব।

অনেক রাত

সন্ধ্যার সময় বন্ধু এখানে এসেছে। তার সঙ্গে আরো কয়েকজন বলিষ্ঠ যুবক। ওরা সবাই পাশের ঘরে ঢুকল। অনেকক্ষণ চাপা উত্তেজনায় কি সব আলোচনা করল।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পরে দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক বলে পরিচিত যুবকটি একটা কালো প্যান্ট আর কালো গেঞ্জী পরল। দেখলাম। তারপরে দেখলাম, বন্ধু আর সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। সবার দেহেই কালো পোশাক।

সকলের সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়া ছাড়া বন্ধু আমার সঙ্গে বেশী কথা বলার সুযোগ পায়নি।

[আর এক কিস্তি বাকী]

উৎসবে সিল্ক হোম
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

রজার্স থেকে ফিলিপস্ রেডিও কিনলে
আপনার লাভ সবচেয়ে বেশি কেন ?

সবকিছু তো ষোল আনা পাচ্ছেনই, বাড়তি পাচ্ছেন আপনার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী মডেলটি বেছে নিতে ৫০ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞ রজার্সের পরামর্শ। যখনই দরকার ফিলিপ্স-এ শিক্ষণপ্রাপ্ত রজার্সের রেডিও ইঞ্জিনীয়ারদের দ্বারা আসল ফিলিপ্স পার্টস দিয়ে আপনার রেডিও দ্রুত সার্ভিসিং-এর সুযোগ। তাছাড়া পাবেন—রেডিওগ্রাম, স্টিরিওগ্রাম, রেকর্ড প্লেয়ার, চেঞ্জার, সবরকম রেকর্ড (শুধু থিয়েটার রোডে), 'এভারেডি' ট্রানজিস্টর ব্যাটারী ইত্যাদি।
জি রজার্স অ্যাণ্ড কোম্পানী
শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত শো-রুম
১২, ডালহৌসি স্কোয়ার ইস্ট, কলিকাতা-১ ২৩-৫৪৮৩
৫১, থিয়েটার রোড, কলিকাতা-১৭ ৪৪-০৭৭৯
Progressive/GR-7/70

সবারে করি আহবান!
শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যলগ্নে আমাদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আপনার শুভাগমন কামনা করি।
অদ্বিতীয় লটারী এজেন্ট
এস.পাল
১৩/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
ফোন: ৩৫-৮৩০০
হাতিবাগান - ৭৯/৩/৫, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬
ভবানীপুর - ৭১/২, পদ্মপুকুর রোড, কলিঃ-২০
গড়িয়াহাট - ১২৭/২, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিঃ-১৯
নবদ্বীপ - ক্যাফেল কর্ণার, পোড়ামাতলা, নবদ্বীপ
উত্তরবঙ্গ - হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি

mcm/hrb/13 bn

বি ই এল কারিগরী দক্ষতা উন্নয়নে প্রভূত সাহায্য করছে
সারা ভারতের 400 টিরও বেশী ক্ষুদ্রশিল্পে
এইসব ছোটখাটো কারখানা আগেও রকমারি সরঞ্জাম তৈরি করতো, কিন্তু আজ তাদের তৈরি সরঞ্জামের গুণমান—অপূর্ব। আর, তা হবে নাই বা কেন! বি ই এল যে গুণমান সম্বন্ধে সবসময়ে সজাগ—একমাত্র সেরা জিনিষটিই তাদের চাই। শুধু সেরা জিনিষই তাদের দিতে হবে। বি ই এল নিজেই কি সেগুলো তৈরী করতে পারেনা। আবশ্যই পারে—কিন্তু এভাবে যে বি ই এল সারাদেশের হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থান করছে, শুধু তাই নয়—তাদের কাজের দক্ষতা, উৎপাদনের গুণমানও বাড়িয়ে তুলছে। ফলে, দেশের সত্যিকারের মঙ্গল হচ্ছে। আর দেশের উন্নতিই বি ই এল-এর একান্ত কামনা।
প্রতিদিন বহুবিধ উপায়ে বি ই এল আপনার সেবায় নিয়োজিত।
ভারত ইলেক্ট্রনিকস্ লিঃ
রেজি: অফিস: জালহাল্লী, বাঙ্গালোর-১৩
AIYARS-BEL-716 BEN

...নাঃ লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ ... থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
...ক—শ্রীঅশোককুমার সরকার